ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-276 ■ 16 July, 2025 ■ আগরতলা ১৬ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ৩১ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

২০ দিন পর ঘরে ফিরলেন ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু

প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই।। ভারতের মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল। ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা সফলভাবে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে ১৮ দিনের গবেষণামূলক সফর শেষে। অ্যাক্সিওম স্পেস-এর নেতৃত্বে পরিচালিত অ্যাক্সিওম-৪ মিশনের অংশ হিসেবে তিনি মহাকাশে যান ২৫ জুন এবং মহাকাশে অবস্থানকালে তিনি ও তাঁর দল ৬০টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণায় অংশ নেন।

এই ঐতিহাসিক অভিযানে ক্যাপ্টেন শুক্লা ভারতের প্রথম মহাকাশচারী হিসেবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন সফর করেন।

এর মাধ্যমে তিনি দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে মহাকাশে যাওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করলেন; প্রথম ছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা, যিনি ১৯৮৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যৌথ অভিযানে অংশ নেন। তবে শুভাংশু শুক্লা হচ্ছেন প্রথম ভারতীয়, যিনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক মহাকাশ অভিযানের মাধ্যমে আইএসএস-এ পৌঁছান এবং সম্পূর্ণভাবে একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি মিশনে অংশ নেন।

স্পেসএক্সের ড্রাগন মহাকাশযান ”গ্রেস” সোমবার, ১৪ জুলাই বিকেল ৪:৫০ মিনিটে আইএসএস থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং পৃথিবীতে ফিরে আসে মঙ্গলবার, ১৫ জুলাই দুপুর ৩:০১ মিনিটে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে সফলভাবে অবতরণ করে। অবতরণের পরপরই উদ্ধারকারী দল মহাকাশচারীদের উদ্ধার করে এবং তাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়। শুভাংশু শুক্লাকে হাসিমুখে মহাকাশযান থেকে বের হতে দেখা যায়; তবে দীর্ঘদিন মহাশূন্যে থাকার কারণে মাধ্যাকর্ষণে পুনরায় অভ্যস্ত হতে তাঁকে সহায়তা নিতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স -এ শুভাংশু শুক্লার এই সাফল্যকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, “আমি জাতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লাকে স্বাগত জানাই তার ঐতিহাসিক মহাকাশ মিশন শেষে।

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন পরিদর্শনকারী ভারতের প্রথম মহাকাশচারী হিসেবে তিনি এক বিলিয়ন স্বপ্নকে অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁর সাহস, নিষ্ঠা ও অগ্রণী মানসিকতার মাধ্যমে।” তিনি আরও বলেন, “এটি আমাদের নিজস্ব মানব মহাকাশ মিশন ‘গগনযান’-এর দিকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।”

অ্যাক্স-৪ মিশনে শুভাংশু শুক্লা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত মহাকাশচারী পেগি হুইটসন (মিশন কমান্ডার), পোল্যান্ডের স্লাভোস উজনানস্কি-উইসনিয়েভস্কি এবং হাঙ্গেরির টিবার কাপু অংশ নেন। এই মিশনের মাধ্যমে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির পক্ষেও এটি ছিল চার দশক পর প্রথম মানব মহাকাশ ভ্রমণ। এই মিশনে তাঁরা কৃষি, চিকিৎসা, মানব শারীরবিদ্যা ও পানি পরিশোধন প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করেন, যার নমুনা এখন পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনে বিশ্লেষণের জন্য গবেষণাগারে পাঠানো হবে।

এই সফল অভিযান ভারতের গগনযান প্রকল্পের প্রস্তুতিকে আরও জোরদার করল। ইসরো আগামী বছর নিজস্ব রকেট ও মহাকাশযান ব্যবহার করে ভারতীয় নভোচারী পাঠানোর পরিকল্পনা করছে।

শুভাংশু শুক্লার এই অভিযান সেই প্রস্তুতিরই একটি কৌশলগত ও মনস্তাত্ত্বিক মাইলফলক, যা ভবিষ্যতের ভারতীয় মহাকাশযাত্রার পথে আত্মবিশ্বাস যোগাবে।

এই সাফল্যের মাধ্যমে ভারত শুধু বৈজ্ঞানিকভাবে নয়, কূটনৈতিক ও প্রযুক্তিগতভাবে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। এই মুহূর্তটি কোটি কোটি ভারতীয়র জন্য অনুপ্রেরণার এবং ভবিষ্যতের মহাকাশবিজ্ঞানীদের জন্য এক বাস্তব উদাহরণ যে ভারতীয়রাও এখন মহাকাশ গবেষণার প্রথম সারিতে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করছে।

শংকরের কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে যুব মোর্চার বিক্ষোভ, গ্রেপ্তারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। ভগবান হনুমানকে কেন্দ্র করে বাম নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ শঙ্কর প্রসাদ দত্তের বক্তব্যের প্রতিবাদে আজ রাজপথে প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিলে সামিল হয় প্রদেশ যুব মোর্চার নেতৃত্বরা। এদিন বৃষ্টি ভিজেই যুব মোর্চার নেতৃত্বরা রাজপথে বিক্ষোভে সামিল হয়। এদিকে এক বিবৃতিতে এই বিক্ষোভকে উস্কানিমূলক এবং অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা বলে প্রতিবাদ করল সিআইটিইউ।

আজ ভগবান হনুমানকে কেন্দ্র করে বাম নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ শঙ্কর প্রসাদ দত্তের বক্তব্যের প্রতিবাদে আজ রাজপথে প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিলে সামিল হয় প্রদেশ যুব মোর্চার নেতৃত্বরা। এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিলটি প্রদেশ বিজেপি কার্য়ালয় সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজপথ পরিক্রমা করে মেলারমাঠ সিপিআইএম পার্টি অফিসের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে এই মিছিলকে কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন ছিল। সিপিআইএম পার্টি অফিস নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হয়। মেলারমাঠ এলাকাতেই বৃষ্টিতে ভিজে বাম নেতা শঙ্কর প্রসাদ দত্তের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকেন যুব মোর্চার নেতারা। এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেত্রী পাপিয়া দত্ত সহ যুব মোর্চার কর্মকর্তারা।

এদিন বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন, বামনেতা শংকর প্রসাদ দত্ত ভগবান হনুমানকে নিয়ে যে ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন তার তীব্র নিন্দা জানানো হচ্ছে। এই ঘটনায় অবিলম্বে বাম নেতার গ্রেফতারের দাবী জানিয়েছেন তিনি। বিধায়ক আরো বলেন, বিগতদিনেও বাম নেতৃত্বরা এভাবে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার চেষ্টা করেছেন। শঙ্কর প্রসাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহনেরও উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক।

অশুভ শক্তিকে বিতাড়িত করে লক্ষ্যে শুভ শক্তির আহবানে এদিন মেলারমাঠস্থিত কালীবাড়িতে হনুমান চালিশা পাঠ করেন যুব মোর্চার সকল নেতৃত্বরা।

এদিকে এক বিবৃতিতে ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে সিআইটিইউ। বিবৃতিতে বলা হয়, গত ১৩ জুলাই আগরতলায় ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে সিআইটিইউ-র রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত উদ্বোধনী ভাষণ দেন। ভাষণের একটি অংশকে নিয়ে ধর্মের প্রতি অসম্মানজনক বা ধর্মবিরোধী বলে শাসক দলের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হচ্ছে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

স্ব-দলীয় নেতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য রামপ্রসাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। স্ব-দলীয় নেতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সূর্য়মনি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দলীয় কর্মীদের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা রতন দাস নিজের নেশা বাণিজ্য বহাল রাখার তাগিদেই কংগ্রেস দল ছেড়ে বিজেপির পতাকা তলে শামিল হয়ে নিজেকে দলীয় নেতা পরিচয় দিয়ে নেশা বাণিজ্য বহাল তবিয়তে চালিয়ে যাচ্ছেন বলে গুরুতর অভিযোগ করেছেন সূর্য়মনি নগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল।

তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সূর্য়মনি বিধানসভা এলাকায় কোন ধরনের নেশা কারবার করা যাবে না। নেশা কারবারি রতন দাস কংগ্রেস দল ছেড়ে বিজেপির ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত

১৬১৫ জন শিক্ষক নিয়োগ হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পদে মোট ১ হাজার ৬১৫ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী রাজ্য মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের কথা বলতে গিয়ে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে স্নাতকোত্তর শিক্ষক পদে ৯১৫ জন নিয়োগ করা হবে। টিআরবিটি-এর মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এক্ষেত্রে যারা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন এবং বি.এড রয়েছে তারাই এই পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তাছাড়া এই দপ্তরের অধীনেই স্নাতক স্তরের ৭০০ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটন মন্ত্রী আরও বলেন, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীন রাজ্যের ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটিতে ৩৭টি বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হবে বলে আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এইক্ষেত্রে ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি স্ব-উদ্যোগে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। তিনি জানান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ৬ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন ট্যাক্স লাগু করে জনগণের পকেট কাটার ধান্দা সরকারের : জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। বিজেপি সরকার বিভিন্ন ট্যাক্স লাগু করে জনগণের প্যাকেট কাটার ধান্দা করছে। তাই বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির পাশাপাশি জলের মাশুলও বৃদ্ধি করেছে সরকার। এর বিরুদ্ধে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলন সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিপিআইএম। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ ও জলের মাশুল বৃদ্ধি তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এমনটাই বলেন সিপিআইএমের পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, বিগত দিনে ত্রিপুরা থেকে উত্তরপূর্বাঞ্চল নয় দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্যুৎ বিক্রি করার গৌরব ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিজেপি সরকার আসার এই গৌরব আসতে আসতে মুছে গিয়েছে। গত সাত বছরে ত্রিপুরাকপ মডেল রাজ্য বানাতে গিয়ে কোটি কোটি টাকা ফ্লেক্স ও বিজ্ঞাপনে টাকা খরচ করে জনগনকে মাতিয়ে রেখেছেন। এদিন তিনি আরও বলেন, সিপিআইএম আমলে রাজ্যে বিদ্যুতের এই বেহাল দশা ছিল না। এখন বিজেপি সরকারের আমলে একটু বৃষ্টি হলেই গোটা সপ্তাহ বিদ্যুৎ আসে না। কিন্তু এদিকে, সরকার বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, বিদ্যুৎ মাশুল ও স্মার্ট মিটার নিয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ গতকাল বিজেপি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের পর জলের মাশুল বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। এবারে বৃদ্ধি পেল জলের মাশুল। আগরতলা পুর নিগম, পুর পরিষদ, পঞ্চায়েত এলাকা সহ বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে এবং ত্রিপুরা জল বোর্ডের পঞ্চম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে জলের মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিবৃতি অনুযায়ী প্রতি মাসে ৪০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে গত জুন মাসের ১ তারিখ থেকে ৬০ টাকা করে জল মাশুল করা হয়েছে আগরতলা পুর নিগম, রাজ্যের বিভিন্ন পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত এলাকার জন্য।

বাণিজ্যিক সংযোগের জন্য জলের মাশুল পরিবর্তন করা হয়নি। তবে বিদ্যমান অনুমোদিত সংযোগ নিয়মিতকরণের জন্য মাশুল এক হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে দেড় হাজার টাকা করা হয়েছে।

তরমুজ খেয়ে অসুস্থ একই পরিবারের পাঁচজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৫ জুলাই।। তরমুজ খেয়ে অসুস্থ একই পরিবারের পাঁচজন। ঘটনা বিলোনিয়া শহরের নেতাজি পল্লী এলাকায়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি আতঙ্কে সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে পাঁচজনই চিকিৎসাধীন রয়েছে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে।

জানা যায়, নেতাজি পল্লী এলাকার বাসিন্দা তপন দেবনাথ বিলোনিয়া বনকর বাজার আরৎ থেকে তরমুজ কিনে আনেন। আর সেই তরমুজ খাওয়ার পর বাড়ির যত জন সদস্য খেয়েছে সকলেই একসাথে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই বিষয় নিয়ে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সুব্রত দাসের সাথে কথা বললে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পাঁচদিন ধরে অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে নেই পানীয় জল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। খোয়াইয়ের একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পানীয় জল নেই পাঁচ দিন ধরে। পানীয় জল সাপ্লাই সংযোগ থাকা সত্ত্বেও গত পাঁচ দিন ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পাইপলাইনে জল আসছে না। ঘটনা খোয়াই ব্লকের মধ্য গণকী পঞ্চায়েতের তবলাবাড়ী গ্রামের স্থানীয় মৌটুসি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে।

পানীয় জল সংযোগ থাকা সত্ত্বেও পাঁচদিন ধরে এক ফোঁটা জলও আসছে না পাইপলাইন দিয়ে। ফলে ক্ষুদে পড়ুয়ারা জল পান ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহর জেলা হাসপাতালের বেহাল দশা

বিধায়কের নেতৃত্বে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৫ জুলাই।। স্থানীয় বিধায়কের নেতৃত্বে কৈলাসহর ধর্মনগর রাস্তা অবরোধ করা হল মঙ্গলবার। মূলত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের জরাজীর্ণ অবস্থা এবং জেলা হাসপাতালের বেহাল স্বাস্থ্য পরিসেবা নিয়ে কৈলাসহর-ধর্মনগরের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো বিধায়ক বিরজিত সিনহার নেতৃত্বে চন্ডীপুর ব্লক যুব কংগ্রেস। মঙ্গলবার দুপুরে কৈলাসহরের ভগবাননগর এলাকায় অবস্থিত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের সম্মুখে বিধায়ক বিরজিত সিনহার নেতৃত্বে কৈলাসহর-ধর্মনগর রাস্তা অবরোধে করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ প্রদর্শনে বিধায়ক বিরজিত ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রান্নার গ্যাসের দাবিতে সড়ক অবরোধে মাতৃশক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। রান্নার গ্যাসের দাবিতে ধলাই জেলার ছৈলেংটা এলাকায় সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছে মাতৃশক্তি।

তাঁদের অভিযোগ, তাদের অভিযোগ থালছড়া থেকে ছৈলেংটা এসে প্রতিদিন ঘুরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু রান্নার গ্যাস না পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আজ ছৈলেংটা থেকে মনু যাওয়ার রাস্তা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে উপেন্দ্র কিশোরের বাড়ি ভাঙ্গা নিয়ে উদ্বেগ, সংস্কারে হাত বাড়ালো ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই।। বাংলাদেশের ময়মনসিংহে ভাঙা হচ্ছে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বসতবাড়ি। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরের হরিকিশোর রায় রোডে অবস্থিত দেড় শতাব্দী প্রাচীন একটি ঐতিহাসিক ভবন ভাঙার সিদ্ধান্তকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সাহিত্যিক সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষায় সহযোগিতার হাত বাড়াতে প্রস্তুত ভারত সরকার। বাংলাদেশের ময়মনসিংহে অবস্থিত এই ঐতিহাসিক ভবনটি বর্তমানে ভগ্নদশায় রয়েছে এবং ধ্বংসের মুখে পড়েছে বলে গভীর দুঃখের সঙ্গে জানানো হয়েছে ভারতের তরফে।

এই বাড়িটি সত্যজিৎ রায়ের দাদু, বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মালিকানাধীন ছিল। বর্তমানে সম্পত্তিটি বাংলাদেশ সরকারের অধীনে থাকলেও সেটির রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় ভবনটি ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় রয়েছে।

ভারত সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, “এই ভবনটি কেবল একটি স্থাপত্য নয়, এটি বাংলার সাংস্কৃতিক জাগরণের এক জীবন্ত প্রতীক। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সাংস্কৃতিক মূল্য বিবেচনা করে আমরা আশা করি বাংলাদেশ সরকার ভবনটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবে এবং এর মেরামত ও পুনর্গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করবে।”

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ভবনটি একটি সাহিত্য জাদুঘর হিসেবে রূপান্তর করা যেতে পারে, যা ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হবে। এই কাজে ভারত সরকার পূর্ণ সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক বলেও জানানো হয়েছে।

সত্যজিৎ রায়ের পরিবার ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই বাড়ির তাৎপর্য অনস্বীকার্য। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্য তুলে ধরতে দুই দেশের সমন্বিত উদ্যোগকে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১৬ জুলাই, ২০২৫ ইং
৩১ আষাঢ়, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

নাশকতার পেছনে মাদক ব্যবসা!

বিশ্বায়নের সঙ্গে পৃথিবী জুড়িয়া শিল্পায়নের জোয়ার বইছে। বিভিন্ন দেশ এখন তাহাদের নিজস্ব ও সেই সঙ্গে অন্য দেশের সম্পদকে কাজে লাগাইয়া শিল্পে সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টা চালাইতেছে। কিন্তু সব শিল্পকে পিছনে ফেলিয়া সবার অগোচরে এখন এক বড় শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে। এ শিল্প হইল মাদক শিল্প। ল্যাটিন আমেরিকা, পেরু, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, পানামা, মেক্সিকো, কিউবা, জামাইকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ সহ এই মহাদেশের বার্মা, লাওস, থাইল্যান্ড, ইরান, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানে বাড়িয়া চলিয়াছে মাদক শিল্প। আগে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে মাদক শিল্পের রমরমা ছিল। কিন্তু এখন পাকিস্থান আফগানিস্তান ও ইরান সবাইকে টেক্কা দিয়াছে। মাদক বিক্রির পয়সায় চলিতেছে ইসলামি জেহাদকে মদত দেওয়ার কাজ। বিশ্ব জুড়িয়া উগ্রপন্থা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, ধর্মান্তকরণ কিংবা নাশকতার পিছনে রহিয়াছে নিষিদ্ধ মাদক বিক্রির পয়সা ও পাপ। রহিয়াছে ধ্বংসের বার্তা। পৃথিবীতে এখন মাদক শিল্পে মোট লগ্নী ৫০০ বিলিয়ন ডলার মাদক ৫০,০০০ কোটি টাকা। এত অর্থ শিল্পে এত বিনিয়োগ হয় না। মোটর ভেহিকলস ব্যবসা তো এর কাছে নগণ্য ব্যাপার। বিশ্বের বৃহত্তর শিল্প আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসার পরই হইল মাদক শিল্পের স্থান। অন্যান্য শিল্পের মতো এখানেও আছে ধারাবাহিকতা, অগ্রগতি, আছে আলাদা আলাদা বিভাগ। যেমন উৎপাদন গুণমান মাদকের রূপান্তর, পরিবহন ও বিতরণ। অত্যন্ত সুন্দর ভাবে এ শিল্পের সব কিছু চলি গোপনে সকলের অগোচরে। নিষিদ্ধ এলাকায়, নিষিদ্ধ রীতিতে, নিষিদ্ধ লগ্নিতে। অথচ এর কুফল ভোগ করিতে হইতেছে সমাজের সাধারণ মানুষকেই। ল্যাটিন আমেরিকার যে শিল্প ও তাহির চোরাচালান সীমাবদ্ধ ছিল এখন তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে প্রাচ্যেও। এশিয়ার সব ইসলামিক দেশে এখন চলিতেছে মাদক চাষের ব্যবসা। প্রচ্ছন্ন মদত রহিয়াছে "সরকারের। তাই ল্যাটিন আমেরিকাকে ছাড়াইয়া গেছে মাদক ব্যাবসা। মোট আফিং উতপাদম কয়েক শ টন। ১৯৮৯ সালে এই উৎপাদন বাড়িয়া হ নলইয়াছে ৩৭৫০ মেট্রিক টন। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আফিং উৎপাদন হয়েছে ৬০০০ হাজার মেট্রিক টন। মাত্র এক বছরে প্রায় ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি।

ইসলামিক দেশগুলোতে কী ভাবে মারাত্মক মাদক আফিং এবং কোকোর চাষ বাড়িয়াছে। এ সমস্ত মাদক বিক্রির পুরো টাকাই ব্যয় হয় উগ্রপন্থা, নাশকতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলোর পিছনে। কাশ্মীরে মাত্র কয়েক মাস আগে আফগান উগ্রপন্থীর কাছ থেকে পাওয়া স্টিকারে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। তাহা থেকে জানা যায়, মাদক বিক্রির পয়সা যে চারটি দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা হইল ভারত, ইজরায়েল, আমেরিকা, ও ব্রিটেন। তবে ভারতই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য।

প্রভাত সরকারের প্রাউট দর্শনে আরো বেশি সক্রিয় হতে হবে আনন্দমার্গীদের

হরলাল দেবনাথ, সিধাই মোহনপুর

বিংশ শতাব্দীতে মানবরূপে পৃথিবীর বুকে সেই মহাভারত যুগের শ্রীকৃষ্ণ। আনন্দমূর্ত্তিজী তথা প্রভাত রঞ্জন সরকার নামে একজন দার্শনিক এসেছিলেন এবং তিনি জগতের কল্যাণে যুগ উপযুগীতত্ব বিচার করে আনন্দমার্গ, প্রাউট দুটি দর্শন দিয়ে গেলেন। এই রূপ পূর্ণাঙ্গ দর্শন পৃথিবীর বুকে দ্বিতীয় আর কেউ দিতে পারেনি। আনন্দমার্গ দর্শনে রয়েছে আত্মমোক্ষাত্ম জগত দ্বিতীয় অর্থাৎ আত্মমুক্তির জন্য ব্রহ্মের সাধনা আর জগতের কল্যাণের জন্য সমাজে সেবা। বহুমুখী ধর্মের বিকল্প একমুখী মানবর্ধম প্রচারের জন্য রয়েছে আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ। এই সংঘের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো বিশ্বের প্রতিটি জাতি বা সমাজের প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে আনন্দমূর্তিজীর দর্শন আদর্শ পৌঁছে দেওয়া অর্থছাড়া পরমাত্মের কথা ভাবা যায় না। অর্থাৎ ক্ষুধার পেটে ধর্ম পালন হয় না। তার জন্য আনন্দমার্গ দর্শন অন্তর্ভুক্ত প্রাউট দর্শন দিয়েছেন।

প্রাউট হচ্ছে রাজনীতির বিকল্প অর্থনৈতিক দর্শন বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। ইংরেজিতে যাকে বলে ইকোনমিক্স সামাজিক অর্থনৈতিক সাবজেক্ট। শোষণ মুক্ত, নেশামুক্ত সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার জন্য প্রাউটকে সমাজ মুখী করতে বিশ্বজুড়ে গড়ে উঠেছে সমাজ আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য প্রতিটি মানুষের জাগতিক, মানসিক আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব। ভারতের ৪৪টি সমাজ সহ বিশ্বের ২৬৮টি মানব সমাজ প্রাউটের একই নিয়ম নীতি অনুসরণ করে। পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে আমরা বাঙালি আন্দোলন যেভাবে ক্ষমতামুখী পরিবেশে গর্জে উঠেছিল। সেই পরিবেশ হঠাৎ করে নিস্তব্দ হয়ে গেল। এব্যাপারে দলের কর্মী করে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এব্যাপারে দলের কর্মী ত্রিপুরাবাসী অবাক হয়ে গেল কি হলো ঘটনা। পরবর্তী সময় ঘটনার বিষয় অনুমান করা যায় ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের আমরা বাঙলির দলের নেতৃত্ব ও তাদের পরামর্শদাতা যারা ছিলেন, তৎরূপে ছিলেন বিশিষ্ট বিচারশীল আনন্দমার্গী। তাদের চোখের সামনে আনন্দমার্গ মিশন একাধিকভাবে বিভক্ত হয়ে গেল। আমরা বাঙালি সংগঠন হিরো থেকে জিরোতে চলেগেল। তাদের মনে একটু ব্যথা হলো না। উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে আমরা বাঙালি আন্দোলন যখন গর্জে উঠেছিল তখন সংগঠনের বহুকর্মী বামের লোকেদের হাতে রক্তাক্ত প্রাণঘাতি আক্রান্ত হয়েছে এবং সংগঠনের বহুকর্মী অকালে প্রাণ হারিয়েছে। সেদিনের সেই দুর্দিনের কর্মী আজও যারা আনন্দমূর্তিজীর জন্য উদাসিন মানবিকতায় সংগঠনের দুর্দিনের কারণে তারা ঘরে বসে গেছে। তাদেরকে বাদ দিয়ে কেউ যদি সংগঠনের মরাগাঙ্গে জোয়ার আনতে চায় তাহলে বুঝতে হবে তারা তাদের ভুল সংশোধন করতে অনিচ্ছুক এবং ক্ষমতামুখী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গোপন আঁতাত রেখে এক দিকে রথ দেখলাম, অন্য দিকে কলা বিক্রি করলাম এটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। ঐ সেই বিশিষ্ট বিচারশীল আনন্দমার্গীদের কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ তারা যেন ত্রিপুরার সকল আনন্দমার্গীদের নিয়ে একটা বৈঠক করেন আর সেই বৈঠকের আগে ব্লক ভিত্তিক বৈঠক একান্ত জরুরি।

জোহরান মামদানি: অন্যরকম বিশ্ব গড়ার স্বপ্নদ্রষ্টা

প্রবীর মজুমদার

২৪ জুন রাত। নিউইয়র্কের জ্যামাইকার মুসলিম সেন্টারের সামনে মানুষের জটলা। তরুণ, যুবক ও বয়স্ক মানুষও আছেন। সবাই উচ্ছ্বসিত ও আনন্দিত। কয়েক দিন ধরে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলেন তাঁরা। সেই চিন্তার অবসান হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনের প্রাথমিক পর্বে তাঁদের প্রার্থী জোহরান মামদানি জয়ী হয়েছেন। তাঁদের এত দিনের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

কে এই জোহরান মামদানি? বাবা-উগান্ডার নাগরিক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহমুদ মামদানি, মা- বিশিষ্ট ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ার।

জোহরান মামদানির প্রাথমিক পর্যায়ে জয়ী হবার পর ঘটেছে এক বেনজির ঘটনা। কোনো দেশের একটা শহরের মেয়র হতে চাওয়া ৩৩ বছর বয়সী এক তরুণের বিরুদ্ধে এমন আন্তঃমহাদেশীয় রাজনৈতিক মৈত্রীর নজির সমকালীন বিশ্বে বিরল। নিউইয়র্কের মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানির বিরুদ্ধে ঠিক তা-ই হতে চলেছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকানরা তাঁর বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে অনেকটা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আবেদন করা হচ্ছে তাঁর নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার।

ভারতের কংগ্রেস ও বিজেপি উভয় দলের সমর্থকরা মামদানিকে চিহ্নিত করছেন প্রতিপক্ষ "পাকিস্তানের লোক" হিসেবে। আর ইসরায়েল সমর্থক মিডিয়াগুলো তাঁর বিরুদ্ধে শুরু করেছে। সমন্বিত প্রচার। যার মধ্যে "জুইস নিউজ নেটওয়ার্ক" ৩ জুন লিখেছে, "মামদানি কেবল যে ইহুদিদের ঘৃণা করেন, তা-ই নয়; ইসরায়েলকে ধ্বংসও করতে চান।" ইউরোপ-আমেরিকায় কাউকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে ঘায়েল করতে "ইহুদিবিদ্বেষী" তকমা বেশ কার্যকর। মামদানিকে এখন সেই পরিচয়ে দাগিয়ে দেওয়ার কাজ চলছে। নিউইয়র্ক যেহেতু ডেমোক্র্যাট দলের ঘাঁটি, সে কারণে দূরদূরান্তের দেশগুলোতে অনেকে ভাবছিলেন, দলীয় মনোনয়ন পেয়েই মামদানির বিজয় হয়তো নিশ্চিত হয়ে গেছে। বাস্তবতা হলো, তাঁর সামনে চ্যালেঞ্জ অনেক। প্রতিদিন সেটা বাড়ছেও। চূড়ান্ত ভোটের দিন মামদানির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিউইয়র্ক নগরীর এখনকার মেয়র তো থাকবেনই, দলীয় মনোনয়নযুদ্ধে প্রতিপক্ষ এন্ড্রু কুয়োমোর নামও ব্যালট পেপারে থাকবে। পাশাপাশি রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিজ স্লিওয়া আছেন। অর্থাৎ রিপাবলিকানরা ছাড়াও দু'জন ডেমোক্র্যাট তাঁর ভোট কাটবেন। সেই সঙ্গে এখন থেকে শুরু হয়েছে বৈশ্বিক জায়নবাদী ও হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণাত্মক প্রচার।

অবস্থা দেখে ক্রমে যা মনে হচ্ছে, বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস মামদানিবিরোধী দেশ-বিদেশের সবার একক প্রার্থী হয়ে উঠবেন। আফ্রিকান-আমেরিকান এরিক একজন পুরোনো ডেমোক্র্যাট। ফলে মামদানিকে নিজ শিবিরেই অল্প-বিস্তর সংকটের মুখোমুখি হতে হবে সামনের দিনগুলোতে। ডেমোক্র্যাট দলের হাইকমান্ডের বড় অংশও মামদানিকে পছন্দ করছে না।

মামদানি বনাম বিবিধ শক্তির এই যুদ্ধ এবং তার ফল শুধু আমেরিকা নয়, পুরো বিশ্বের জন্যও কিছুটা তাৎপর্যবহ। তিনি যে দ্রুত এত প্রতিপক্ষ তৈরি করলেন, তার সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া সে জন্য খুবই দরকার। এর বেশ কিছু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিক আছে। বিশেষ করে যখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, উদীয়মান এই রাজনৈতিক তারকার চারদিকে ইসরায়েল লবি, হিন্দুত্ববাদী ও শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদীরা মিলে একটা যৌথ দেয়াল তুলছে। প্রশ্ন হলো, মামদানি কীভাবে এবং কেন সবার চক্ষুশূল হলেন? তা কি শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে, নাকি অন্য কোনো কারণ আছে?

মামদানির রাজনীতি আড়াল করার চেষ্টা তিনি যখন ডেমোক্র্যাট প্রাইমারিতে জিতলেন, তখনই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মিডিয়া হেডিংগুলো বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ছিল। কেউ কেউ লিখেছে, "লন্ডনের পর নিউইয়র্কও একজন মুসলমান মেয়র পেতে যাচ্ছে"। আবার কেউ বলেছে, এই প্রথম "ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন নিউইয়র্কের মেয়র হচ্ছেন"। কোনো শিরোনামই আসলে নিরীহ কিছু ছিল না। এমনকি কেবল পাঠক-দর্শক বাড়ানোর ব্যাপারও না। মামদানির রাজনীতিটা আড়াল করার ব্যাপারও ছিল তাতে।

৩৩ বছর বয়সী মামদানি যে নিউইয়র্কে জনপ্রিয়, সেটা তাঁর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচির এবং মানবাধিকারমুখী দৃঢ় আদর্শবাদের কারণে; মুসলমান বা দক্ষিণ এশীয় হওয়ার কারণে নয়। তিনি কর ব্যবস্থার সংস্কার চান। ধনীদের ওপর কর বসিয়ে অল্প আয়ের মানুষের জন্য ফ্রি বাস সার্ভিস বাড়াতে চান; বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করতে চান; শ্রমজীবীদের ঘণ্টাপ্রতি ন্যূনতম মজুরি ৩০ ডলার পর্যন্ত নিতে চান; রাজ্যজুড়ে ন্যায্যমূল্যের দোকান বাড়াতে চান। এগুলো তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্যের একেবারে গোড়ার কর্মসূচি। তিনি মুসলমান বলে ভোট চাননি কোথাও। তবে তিনি ফিলিস্তিনিদের জায়গায় ইহুদিদের বসতি বাড়ানোর কর্মসূচির বিরুদ্ধে। তিনি বাবরি মসজিদ ভেঙে সেখানে মন্দির বানানোর বিরুদ্ধেও রাস্তায় ছিলেন। ভারতের ওমর খালিদের মতো রাজবন্দির মুক্তি চান তিনি।

খোলামেলাভাবে এও বলেছেন, তিনি মার্টিন লুথার কিংয়ের অনুসারী।এ রকম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভাবনা ও পছন্দের কারণেই নিউইয়র্কের বহু জাতির সমাজের তৃণমূলে মামদানি জনপ্রিয়। আমেরিকার জাতীয় রাজনীতিতে ঠিক কাছাকাছি আদর্শের কথা বলেন বার্নি স্যান্ডার্স, ওকাসিও কর্টেজ প্রমুখ। এঁরা সবাই ডেমোক্র্যাট হলেও দলটির হাইকমান্ডের পছন্দনীয় নন; বরং দলে সংখ্যালঘু। কিন্তু এঁরা তাঁদের সাংগঠনিক শক্তির চেয়েও বড় এক লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন। দলটির রাজনৈতিক আদর্শ এবং সাংগঠনিক কৌশলের মোড় বদলাতে তৎপর তাঁরা। পরিচয়বাদী পপুলিজমকে মানুষের রুটি-রুজির রাজনীতি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে চায় এই উপদল। ডেমোক্র্যাট দলের ভেতর বামপন্থি উপদলের মতো কাজ করা স্যান্ডার্স ওকাসিও-মামদানিরা এমন এক আমেরিকা চান, যে দেশে দেশে আগ্রাসন চালাবে না। যুদ্ধের ক্ষুধা কমাবে। দেশের ভেতরে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমাধান দেবে। এসব কারণে ডেমোক্র্যাট এই উপদল বিলিয়নেয়ারদের চক্ষুশূল। যে বিলিয়নেয়াররা ভাগাভাগি করে দেশটির প্রধান দুটি দলের হাইকমান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

বর্তমানে আট শতাধিক বিলিয়নেয়ার রয়েছে আমেরিকায়। যাদের হাতে ছয় ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ। তারা কীভাবে বড় দলের বড় নেতাদের নিয়ন্ত্রণ করে, তার নজির বিগত নির্বাচনে ট্রাম্পের সঙ্গে ইলন মাস্কের জুটি। ফলে বিলিয়নেয়ারবিরোধী মামদানি যে ট্রাম্প শিবিরের ক্ষোভের কারণ হবেন, সেটা অস্বাভাবিক নয়। তবে রিপাবলিকানদের সঙ্গে মামদানি-বিরোধিতায় যুক্ত হয়েছেন সুদূর ভারতের রাজনীতিবিদরাও। তার ছাপ পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরকার "ইন্ডিয়ান-আমেরিকান" কমিউনিটিতে। এসবের কারণ কী?

নিউইয়র্কের লড়াইয়ের ছাপ ভারতেও পড়ছে। বিজেপি এবং কংগ্রেসের শক্তির জায়গা এখানকার বিলিয়নেয়াররা। সারা বিশ্বের বিলিয়নেয়ার তালিকায় ভারত এখন তৃতীয়। আড়াইশর ওপর বিলিয়নেয়ার সেখানে। অথচ দেশে বিপুল দারিদ্র্যও লুকোছাপা নেই। দারিদ্র্য লুকিয়ে আদানি-আম্বানি- লক্ষ্মী মিত্তালদের মতো ধনকুবের বাড়াতে হলে এক ধরনের আড়াল দরকার। সেই আড়াল তৈরির কাজ করে হিন্দুত্ব ও হিন্দি শ্রেষ্ঠত্ববাদ এবং মুসলমান-খ্রিষ্টান-কমিউনিস্ট বিদ্বেষ। অনেকে মনে করেন, এসব শুধু আরএসএস-বিজেপি পরিবারের আদর্শ। কংগ্রেসও যে নরম সুরে একই রাজনীতি করতে চায়, তার নজির মামদানির বিরুদ্ধে এই দলের রাজ্যসভার সদস্য অভিষেক মানুর বক্তব্য। বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাউত যে ভাষায় মামদানিকে আক্রমণ করছেন, অভিষেকের ভাষাও অনেকটা এক রকম। তাঁরা কেন এত দূরের দেশে থেকেও মামদানির বিরুদ্ধে? কারণ খুব সোজা। মামদানির রাজনীতিকে তরুণদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করে দেওয়া। লোকটাকে কলঙ্কিত হিসেবে দেখানো। ট্রাম্পও একই ঢংয়ে মামদানিকে বলছেন, "কমিউনিস্ট"। সাধারণ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের কাছে মামদানিকে শব্দচয়ন। এ ক্ষেত্রে মামাদানি- বিরোধী রাজনৈতিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে নিউইয়র্ক, নয়াদিল্লি একাকার। বিশ্বের ধনতন্ত্রের ভরকেন্দ্রে বসে আমেরিকার র‍্যাডিক্যালরা "ডেমোক্র্যাট- সোশালিস্ট অব আমেরিকা" (ডিএসএ) নামে একটা সংগঠন করে দেশজুড়ে তৃণমূল পর্যায়ে রুটি-রুজি, পরিবেশ, বর্ণবাদ, আবাসন সমস্যাসহ নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে নিজেদের সংগঠিত করছে। এরা কোনো পার্টি নয়। বরং এখানে বিভিন্ন পার্টির কর্মী একসঙ্গে কাজ করতে পারেন, বিশেষ করে যারা এসব সমস্যা সমাধানে পরিবর্তনবাদী-সংস্কারবাদী। এরা দেশজুড়ে তাদের আদর্শের রাজনীতিবিদদের স্বপ্রণোদিতভাবে সমর্থন করে।

মামদানি ডিএসএ থেকে এভাবেই সহায়তা পাচ্ছেন। তাঁর সাংগঠনিক জাদুর এটা হলো বড় রহস্য। ডেমোক্র্যাট হাইকমান্ড তাঁর বিষয়ে শীতল থাকলেও ডিএসএ মামদানির জন্য যে শেষ পর্যন্ত কাজ করবে, এটাই ট্রাম্প শিবিরকে ভাবনায় ফেলেছে। নিউইয়র্কে কেউ মেয়র হলে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সি মোটেই হুমকিতে পড়বে না। আর নিউইয়র্কই আমেরিকা নয় এবং তেলআবিব ও নয়াদিল্লিও নিউইয়র্ক থেকে বহু দূরের জায়গা। কিন্তু এদের সবার জন্য মামদানিকে থামানো জরুরি হয়ে পড়েছে। যেভাবে ৫৭ বছর আগে মার্টিন লুথার কিংকে থামানো জরুরি ছিল।

প্রতিপক্ষ আপাতত মামদানির নাগরিকত্ব বাতিলের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে। জনমত গড়ায় মন দিয়েছে। আর তার পালে হাওয়া দিতে স্থানীয় ইহুদি লবি বলছে, ইসরায়েলের বিরোধিতার নামে মামদানি আসলে সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। মামদানির অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থানের মোকাবিলায় তাঁর এই বিরুদ্ধবাদীরা কেউই তেমন বক্তব্য রাখছেন না। কারণ তারা বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা রক্ষা করতে চান। ভীতিকর করে তুলতেই সচেতন ওই আসন্ন মাসগুলোতে আন্তঃমহাদেশীয় প্রতিপক্ষ জোটের হাতে নিউইয়র্কের মামদানি রাজনৈতিকভাবে শহিদ হলেও এই লক্ষণ বেশ স্পষ্ট যে, আন্তজাতিক পুঁজিতন্ত্রের ভরকেন্দ্রে বিকল্প খোঁজার চেষ্টা বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। পরিবর্তনের আকৃতি তৈরি হয়েছে আমেরিকার তৃণমূলেও। এটা হয়তো অন্যরকম একটা বিশ্ব গড়ার সুচনাবিন্দু। সন্দেহ নেই, তার থেকে আমরা অনেক দূরে এখনও, কিন্তু শত্রু-মিত্রের ভেদরেখা কিছুটা হলেও চেনা যাচ্ছে। শুধু নিজের সম্প্রদায়গত চিন্তা আর কর্মকাণ্ড দিয়ে মানুষ নেতা হতে পারেন না। মামদানি সেটা করেননি বলেই, নিজের গণ্ডির বাইরে চিন্তা করেছেন বলেই তিনি এগিয়ে গেছেন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার শেষ যুদ্ধ

অমিতাভ ভট্টশালী

কলকাতা থেকে যে প্রধান জাতীয় মহাসড়ক এনএইচ ১২ উত্তরবঙ্গের দিকে চলে গেছে, তারই ওপরে পলাশী। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া আর মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তে। দিন কয়েক আগে সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে লেখার জন্য যখন রওনা হয়েছিলাম মুর্শিদাবাদের দিকে, তখনও আমার মনে পলাশীর প্রান্তরের প্রায় ১৮ বছরের পুরনো একটা ছবি গেঁথে ছিল, পলাশীর যুদ্ধের আড়াইশো বছর উপলক্ষে যখন সেখানে গিয়েছিলাম। এতবছর পরে জায়গাটা অনেকটাই বদলিয়েছে — বহিরঙ্গে।

এত বছর পরে আবারও যখন ওই বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, তখন সূর্য প্রায় ডোবে ডোবে। আমার পেছনে একটা স্মৃতিসৌধ, স্থানীয় মানুষদের মুখে যেটা "তিন গম্বুজ"। ওই "তিন গম্বুজ" হলো আসলে নবাব সিরাজউদ্দৌলার তিন সেনাপতি — মীর মদন, বাহাদুর আলি খান আর নুয়ে সিং হাজারির স্মৃতিস্তম্ভ। এরা তিনজনেই ২৬৮ বছর আগে ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন ওই প্রান্তরেই। স্মৃতিস্তম্ভগুলো অবশ্য নির্মিত হয়েছে ১৯৭২-৭৩ সালে। ওই পড়ন্ত আলোয় বলে উঠতে ইচ্ছা করছিল কাজী নজরুল ইসলামের "কাণ্ডারি হুঁশিয়ার" কবিতার ওই কয়েকটা ছত্র:

'কাণ্ডারি! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর, বাঙ্গালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর! ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।'

পলাশীর প্রান্তর: ১৭৫৭ থেকে ২০২৫ গঙ্গা নদী, যা এই অঞ্চলে ভাগীরথী, সেটা অবশ্য ১৭৫৭-র পর থেকে গত আড়াইশো বছরে বেশ কিছুটা দূরে সরে গেছে। এখন আর পলাশীর প্রান্তরে দাঁড়িয়ে নদী দেখা যায় না। ঠিক কোথায় ছিল পলাশীর সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ আমবাগান, তা-ও আজ আর বোঝার উপায় নেই। পলাশীর যুদ্ধাঙ্গনের একটিই স্বীকৃত মানচিত্র পাওয়া যায় আইরিশ সৈনিক স্যার এয়রে কোতের জীবনীতে। তিনি রবার্ট ক্লাইভের বাহিনীতে ক্যাপ্টেন ছিলেন। যুদ্ধের বহু পরে, ১৯২২ সালে প্রকাশিত তার জীবনীতে এই মানচিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল।

মুর্শিদাবাদের লালবাগ কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক সুব্রত বিশ্বাস সেই মানচিত্রটিকে ভিত্তি হিসাবে ধরে গুগল আর্থের মাধ্যমে একটি সাম্প্রতিকতম ম্যাপ তৈরি করে দিয়েছেন বিবিসি বাংলাকে। নিচে সেই ম্যাপটি দেওয়া হলো। এতে দেখা যাচ্ছে যে ক্লাইভের বাহিনী আর নবাবের বাহিনী কে কোথায় অবস্থান নিয়েছিলো। আবার এ-ও দেখা যাচ্ছে, এখনকার নদীর অবস্থান আগে কোথায় ছিল।

সিরাজের বাহিনীতে কত সৈন্য ছিল? এয়রে কোতের মানচিত্র দেখেই বোঝা যায় যে নবাবের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ক্লাইভের থেকে অনেক গুণ বেশি ছিল। নানা বইতে লেখা পাওয়া যায় যে সিরাজউদ্দৌলার বাহিনীতে ছিল প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য। "পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ" বইটির লেখক ও প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রজতকান্ত রায় বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন যে নবাবের বাহিনীতে কখনোই অত সৈন্য ছিল না। সেনাবাহিনীর সংখ্যা অনেকটা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছিল।

তার কথায়, 'মীর জাফরের আর রায় দুর্লভের সৈন্য ছিল তিন হাজার ঘোড়া আর খাস রিসালদার, সেনাপতি — মীর মদন উপস্থিত ছিলেন ১০ হাজার ঘোড়া নিয়ে। মোট ১৩ হাজার সৈন্য।'

'এদের মধ্যে মীর মদন যুদ্ধ করলেন। মীর জাফর এবং রায় দুর্লভ দাঁড়িয়ে দেখলেন — কিছু করলেন না। মীরজাফর এবং রায় দুর্লভ দুজনেই যুদ্ধে উপস্থিত থাকলেন, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে লড়াই করলেন না। কারও পক্ষেই লড়াই করলেন না। তিনি (মীর জাফর) কুরআন ছুঁয়ে শপথ করেছিলেন যে তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে যাবেন না এবং তিনি হাত ওঠাননি,' বলছিলেন অধ্যাপক রজতকান্ত রায়। যুদ্ধের দুদিন আগে-মুর্শিদাবাদ শহরে ঢোকার একটু আগে মতিঝিলে এখন রাজ্য সরকারের বেশ কয়েক কিলোমিটার বিস্তৃত পর্যটন কেন্দ্র, বিনোদন পার্ক।

আদতে ঘসেটি বেগমের বাস করার জন্য নির্মিত সাং-ই দালানের কিছু ধ্বংসাবশেষ অবশ্য এখনো দেখা যায় সেখানে। কিন্তু এখন যে পর্যটকরা ওই বিনোদন পার্কে যান, তাদের অনেকে হয়ত কল্পনাও করতে পারবেন না যে ২৬৮ বছর আগে, একটা বর্ষা-সমাগতপ্রায় সময়ের সকালে সেখানে কী চলছিল। তবে আন্দাজ করাই যায় ১৭৫৭ সালের ২১শে জুন, মঙ্গলবার এখানে কী চলেছিল। নিশ্চয়ই চূড়ান্ত ব্যস্ততা ছিল সেদিন এখানে। হাজার হাজার পাইক-বরকন্দাজ- সিপাহি প্রস্তুত — হাতি, ঘোড়া বা উটের পিঠে চেপে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি তারা.. সঙ্গে রয়েছে বিরাট পদাতিক বাহিনী।

সবার সামনে হাতির পিঠে চেপে বসেছেন মাত্রই বছর দেড়েক আগে বাংলার মসনদে আসীন হয়েছেন যে তরুণ, সেই নবাব সিরাজউদ্দৌলা। বাহিনীতে ছিলেন মীর জাফরও। মীর জাফরকে যুদ্ধে আনতে অবশ্য বেগ পেতে হয়েছিল নবাব সিরাজকে।

ইতিহাসবিদরা জানাচ্ছেন যে মীর জাফর সিরাজের হয়ে যুদ্ধে যেতে রাজি ছিলেন না। ততদিনে নবাব-বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ হয়ে গেছেন তিনি। তবে স্বয়ং নবাব যখন তাকে বলেন যে মীর জাফরকে যুদ্ধ করতে হবে না, শুধু উপস্থিত থাকলেই হবে এবং এই কথাটা কুরআনে হাত রেখে শপথ করেছিলেন মীর জাফর। ততদিনে কলকাতা থেকে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী মুর্শিদাবাদের দিকে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। দুদিন পরে, ২৩শে জুন, ১৭৫৭ দুই বাহিনী মুখোমুখি হলো পলাশীর প্রান্তরে।

কেন বাঁধল যুদ্ধ? সংঘাতের প্রেক্ষিতটা তৈরি হচ্ছিল কয়েক দশক ধরেই। অধ্যাপক রজত কান্ত রায় তার বইতে লিখেছেন, 'পলাশীর যুদ্ধের চল্লিশ বছর আগে থাকতে মনসবদার, জমিদার, সওদাগর ইত্যাদি যে সকল কায়েমী স্বার্থ গজিয়ে উঠেছিল, তাদের সঙ্গে ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী ইত্যাদি বিদেশি কোম্পানিগুলিকেও ধরতে হবে। বিশেষ করে কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুর্শিদাবাদ দরবারে উত্তরোত্তর প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল।'

'নবাব আলিবর্দি খান এই সব কায়েমী স্বার্থগুলিকে স্বীয় প্রতিভাবলে বশে রাখতে পেরেছিলেন এবং বর্গিদের হঠাতে এই সব প্রভাবশালী শক্তির সহযোগিতা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার নাতি সিরাজউদ্দৌলা অধৈর্য তরুণ। নবাব হয়ে তিনি ঐসব কায়েমী স্বার্থগুলির উপর নিজের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিতে তৈরি হলেন,'লিখেছেন রজত কান্ত রায়। পলাশীর যুদ্ধের কিছুদিন আগেই নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করে নিয়েছিলেন। অধ্যাপক রায়ের মতে 'নতুন নবাবের গণনায় ভুল হলো'। কিন্তু তারপরে তৎকালীন মাদ্রাজ থেকে ব্রিটিশ বাহিনী আসে কলকাতা পুনর্দখল করতে। রজতকান্ত রায় বলছেন, 'মনে রাখতে হবে, এটা কিন্তু কোম্পানির বাহিনী নয়, এটা রয়্যাল আর্মি।' নিজের বইতে তিনি লিখেছেন, 'প্রথম বার নবাব তাদের অনায়াসে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার ইতিহাসের অদৃষ্টপূর্ব চক্র আবর্তনে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যান্ডের সপ্ত বর্ষের যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় ইংল্যান্ডের রাজার নৌবহর ও ফৌজ মাদ্রাজে এসে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মদত করতে হাজির ছিল।'

মীর জাফর- মুর্শিদাবাদেরই জিয়াগঞ্জ শ্রীপথ সিংহ কলেজে ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বিষাণ কুমার গুপ্ত বলছিলেন যে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ, মার্কসীয় ইতিহাসবিদ এবং অ-মার্কসীয় ইতিহাসবিদদের মধ্যে পলাশী যুদ্ধের বিশ্লেষণ নিয়ে গুরুতর মতভেদ আছে।

তার কথায়, 'মার্কসীয় ইতিহাসবিদ এবং কয়েকজন অ-মার্কসীয় ইতিহাসবিদ বিশ্লেষণ করছেন যে পলাশীর যুদ্ধটা ছিল "কালমিনেশন অফ ইভেন্টস"।' বিবিসিকে তিনি বলছিলেন, 'পলাশীর যুদ্ধ কী আটকানো যেত? এটা হতই। ইট ওয়াজ দ্য কালমিনেশন অফ ইভেন্টস।' 'আওরঙজেবের রাজত্বকাল থেকে যে সংকটটা শুরু হয়েছিল। শেষকালে জায়গিরদারি ব্যবস্থা বা মনসবদারি ব্যবস্থাটা এত তীব্র হলো তার ফলে কৃষি সংকটটা আরও তীব্র হয়ে চারিদিকে বিদ্রোহ হচ্ছে অতিরিক্ত করের বোঝার বিরুদ্ধে। এটা হিন্দু কৃষকদের মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়।' 'এবং ইংরেজরা ফিল্ড স্টাডি করে এটা বুঝতে পেরেছিল এবং তারা সার্চ করতে শুরু করেছিল কীভাবে ঢোকা যায় এবং তারা জানতে পারল যে নেটিভ যারা ফিউডাল লর্ডস তারাই তো ষড়যন্ত্র শুরু করেছে অতএব তাদেরকে মদত দাও,' বলেন তিনি। সিরাজের বিরুদ্ধে ওই ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে প্রথমেই যার নাম মানুষ জানেন, তিনি হলেন মীর জাফর। ওই যুদ্ধের পর থেকেই বাংলা ভাষায় বিশ্বাসঘাতকতার আরেক নাম হয়ে গেছে মীর জাফর। তাদের সঙ্গে আরও অনেকের মধ্যেই ছিলেন জগৎ শেঠদের মতো ধনকুবের আর কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মতো সামন্ত-প্রভুরাও। 'নিশ্চিতভাবেই মীর জাফর "বিশ্বাসঘাতকতা" করেছিলেন,' বলছিলেন অধ্যাপক গুপ্ত। তবে মীর জাফরের বংশধরেরা যদিও মানতে চান না যে তিনি সিরাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, সে প্রসঙ্গ অন্য সময়ে। ওই দিনই বদলে যায় ভারতের ইতিহাস পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী টের পেয়ে ২৩শে জুনই নিজের রাজধানী মুর্শিদাবাদের দিকে উটের পিঠে চেপে রওনা হয়ে যান নবাব সিরাজউদ্দৌলা। হাজির হন গঙ্গার পশ্চিম তীরে তার নিজের শখের প্রাসাদ হীরা ঝিলে। হীরা ঝিলের সেই প্রাসাদ আজ আর নেই। বেশিরভাগটাই গঙ্গায় তলিয়ে গেছে, কিছুটা অংশ মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। "নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি সুরক্ষা ট্রাস্ট" সেই প্রাসাদ পুনরুদ্ধার করার জন্য অনেক দিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, নানা সরকারের কাছে আবেদন করছে। ওই ট্রাস্টের সভাপতি সমর্পিতা দত্ত বিবিসিকে বলছিলেন, 'যখন পলাশীর, মানে ২৩ তারিখ হয়ে গেল, তারপর তিনি যখন ফিরে এলেন, হীরা ঝিলেই কিন্তু ফিরে এসেছিলেন। তখন তার মনে হলো যে মুর্শিদাবাদ থেকে আমি বেরিয়ে গিয়ে রাজমহলের দিকে যাব, গিয়ে আমি তারপর ফরাসিদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আবার ফিরে আসব। হীরা ঝিল থেকেই সেদিন লাস্ট বেরিয়ে গিয়েছিলেন — ২৪ তারিখ রাতে।'

পথেই তিনি ধরা পড়ে যান, তাকে ফিরিয়ে আনা হয় মুর্শিদাবাদে। এবার আর হীরা ঝিলের প্রাসাদে নয়, তাকে বন্দি করা হলো মীর জাফরের প্রাসাদে। কয়েকদিন বন্দি থাকার পরে তাকে হত্যা করা হয় দোসরা ও তেসরা জুলাই মধ্যরাতে। লালবাগ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ফারুক আবদুল্লা বলছিলেন, 'তার দেহকে বহু খণ্ডে টুকরো টুকরো করা হয় এবং তার আগে তাকে অত্যাচারও করা হয়। তার দেহকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করা হয় এবং সেই দেহখণ্ডগুলো বস্তায় ভরে হাতির পিঠে চড়িয়ে গোটা মুর্শিদাবাদ শহর ঘোরানো হয়েছিল।' সিরাজউদ্দৌলার দেহখণ্ডগুলো এরপরে নিয়ে যাওয়া হয় গঙ্গার পশ্চিম তীরে — খোসবাগে, তার পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার জিতেন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআইয়ের বড়সড় ধরপাকড় বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. চিত্ত রঞ্জন দেব গ্রেপ্তার

নাগাল্যান্ড, ১৫ জুলাই: নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটি টাকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কেনা সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এক বড়সড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লুমানি ক্যাম্পাসের বিজ্ঞানের স্কুলের ডিন ও আইকিউএসি ডিরেক্টর, ড. চিত্ত রঞ্জন দেব-কে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই, যিনি দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবিদ ও প্রশাসকের ভূমিকায় ছিলেন।

সিবিআই-এর তরফে জানানো হয়েছে, ১২ জুলাই ২০২৫ তারিখে এই মামলাটি রুজু করা হয়। অভিযোগ, ড. দেব বিজ্ঞান বিভাগের জন্য সরঞ্জাম ও উপকরণ কেনার প্রক্রিয়ায় টেন্ডার জালিয়াতি করে নির্দিষ্ট কিছু বিক্রেতাকে আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দেন। সেই বিনিময়ে তিনি ঘুষ গ্রহণ করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক লাভবান হন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা।

বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, ড. দেব মূলত উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণা এবং পাঠ্যক্রমিক কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক সামগ্রীর ক্রয়-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তদন্তকারীদের দাবি, তিনি নিজের অবস্থানের অপব্যবহার করে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নষ্ট করেন এবং সরকারি অর্থ অপচয় করেন।

সিবিআই-এর এই তদন্ত নাগাল্যান্ড, অসম এবং ত্রিপুরা এই তিনটি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। একই সময়ে তিনটি রাজ্যে একযোগে তল্লাশি অভিযান চালানো হয় অসমের জোরহাট, নাগাল্যান্ডের লুমানি এবং ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায়। অভিযানে ড. দেবের ব্যক্তিগত অফিস, বাসভবন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংস্থার দফতর থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি ও প্রমাণ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঘুষ সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের রেকর্ড, টেন্ডার ডকুমেন্ট, চুক্তিপত্র এবং ই-মেল যোগাযোগের তথ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় হল রাজ্যের সর্বোচ্চ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হয়, বিশেষ করে উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ও ল্যাব উপকরণ কেনার জন্য। ফলে এমন দুর্নীতির ঘটনা উচ্চশিক্ষা মহলে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বচ্ছ প্রশাসন এবং প্রভাবশালীদের মনোযোগ এড়াতে টেন্ডার প্রক্রিয়া আরও কঠোর ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে করার প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু এই ধরনের সরঞ্জাম কেনায় সরকারি অর্থ ব্যয় হয়, সেহেতু তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রশাসনিক কর্তব্য।

সিবিআই জানিয়েছে, তদন্ত এখনও চলছে এবং আরও কয়েকজন ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে, যারা এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। তদন্তের অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে আরও গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা রয়েছে।

ড. দেব-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ও দুর্নীতি দমন আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। তাঁকে প্রথমে নাগাল্যান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং পরে তাঁকে স্থানীয় আদালতে তোলা হয়। তদন্ত চলাকালীন তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করা হবে বলে জানিয়েছে সিবিআই।

এই ঘটনার পর নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের মধ্যে এই ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অনেকেই চাইছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক এবং এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সকলকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।

PNIT No. 04/EE/AGRI/WEST DIV-II/2025-26

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), Mohanpur, West Tripura invites Press Notice Inviting Tender no. 04/EE/AGRI/NORTH/2023-24 for the work -

Sl.No	Name of Works	Estimated cost	EMD
01	*Installation of Mini Deep Tube Well of 125 x 100 mm size with Submersible pump set having capacity 2000GPH at 30.00 mtr. Head at UGTC, Lambucherra, West Tripura.* *DNIeT No. 05 /EE/AGRI-ENGG/WEST DIV-II/2025-26*	Rs. 3,66,447.00	Rs. 7,329.00

For more details, please visit http://tripuratenders.gov.in and may contact office of the undersigned.
ICA/C/ 1443/25

[Er. B.Debbarma]
Executive Engineer (Agri)
West Division-II
Mohanpur, West Tripura.

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

The Executive Engineer, Department of Fisheries, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender for the following works:--

SL. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	TENDER DOCUMENT FEE	EARNEST MONEY
1	DNIT No.EE(FY)/2025-26/02	Rs.10,35,343.00	Rs.1,000.00	Rs.20,707.00
2	DNIT No.EE(FY)/2025-26/03	Rs.6,72,821.00	Rs.1,000.00	Rs.13,456.00
3	DNIT No.EE(FY)/2025-26/04	Rs.4,39,374.00	Rs.1,000.00	Rs.8,787.00
4	DNIT No.EE(FY)/2025-26/05	Rs.3,95,905.00	Rs.1,000.00	Rs.7,918.00
5	DNIT No.EE(FY)/2025-26/06	Rs.5,09,899.00	Rs.1,000.00	Rs.10,198.00
6	DNIT No.EE(FY)/2025-26/07	Rs.4,15,133.00	Rs.1,000.00	Rs.8,303.00
7	DNIT No.EE(FY)/2025-26/08	Rs.3,63,919.00	Rs.1,000.00	Rs.7,278.00
8	DNIT No.EE(FY)/2025-26/09	Rs.9,49,700.00	Rs.1,000.00	Rs.18,994.00

Last date & time for online Bidding: 29/07/2025, upto 3:00 P.M
Corrigendum if any will be published only on the above website.
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-1441/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
(ER. C. REANG)
Executive Engineer Department of Fisheries
Tripura, Agartala.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/08/2025-26

SL NO	DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID	CLASS OF TENDER
1	EE-IED/UDP/25/2025-26	₹ 3,70,059.00	₹ 7,401.00	30 Days	Up to 15.00 Hrs. on 29/07/2025	At 15.30 Hrs. on 29/07/2025	Appropriate Class
2	EE-IED/UDP/26/2025-26	₹ 3,03,080.00	₹ 6,062.00	30 Days			
3	EE-IED/UDP/27/2025-26	₹ 8,85,347.00	₹ 17,707.00	45 Days			
4	EE-IED/UDP/28/2025-26	₹ 7,75,307.00	₹ 15,506.00	45 Days			

portal https://tripuratenders.gov.in Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement
ICA/4/1435/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. Buddha Jamatia)
Executive Engineer
Udaipur, Gomati, Tripura
Internal Electrification Division

উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নতির নতুন গতি বাইরবি—সায়রাং রেললাইন মিজোরামে বয়ে আনবে উন্নয়নের সুবাতাস

আইজল, জুলাই ১৫ : ২০২৫ সাল মিজোরামের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই প্রথমবারের মতো রাজ্যের রাজধানী আইজল দেশের ব্রডগেজ রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হল। এটি সম্ভব হয়েছে বাইরবি—সায়রাং ব্রডগেজ রেল প্রকল্পের সম্পূর্ণতা লাভের মাধ্যমে। এই রেল প্রকল্প শুধু মিজোরামের নয়, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা, আর্থিক উন্নয়ন এবং সামাজিক সামঞ্জস্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালের ২৯ নভেম্বর এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১৫-১৬ সালে শুরু হয় নির্মাণকাজ। বহু প্রতিকূলতা অতিক্রম করে প্রকল্পটি ২০২৫ সালে সম্পূর্ণ হয় এবং চলতি বছরের জুন মাসে রেলওয়ে সুরক্ষা কমিশনারের অনুমোদন লাভ করে।

এই প্রকল্পের আওতায় ৫১.৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলাচল সম্ভব। বাইরাবি থেকে সায়রাং পর্যন্ত এই পথে তিনটি স্টেশন হরতোকি, কাভানপুই ও মুয়ালখাং রয়েছে। প্রকল্পে নির্মিত হয়েছে ৪৮টি সুড়ঙ্গ (মোট দৈর্ঘ্য ১২.৮৫ কিমি), ৫৫টি বড় সেতু, ৮৭টি ছোট সেতু, ৫টি রোড ওভারব্রিজ এবং ৯টি রোড আন্ডারব্রিজ। এর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু সেতুটি ১০৪ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট, যা দিল্লির কুতুব মিনার থেকেও উঁচু। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৭,৭১৪ কোটি টাকা এবং এর দায়িত্বে ছিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

এই প্রকল্প মিজোরামের গ্রামীণ ও পার্বত্য অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। এতদিন সীমিত সড়ক যোগাযোগে নির্ভরশীল এই মানুষদের জন্য এটি একটি দ্রুত, সুলভ এবং নিরাপদ পরিবহণ ব্যবস্থা হয়ে উঠবে। চিকিৎসা, উচ্চশিক্ষা এবং কর্মসংস্থানে এটি খুলে দেবে নতুন দিগন্ত।

কৃষিকাজেও এই রেলপথের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে। কৃষকেরা এখন তাদের উৎপন্ন দ্রুত এবং কম খরচে দেশের বিভিন্ন বাজারে পৌঁছে দিতে পারবেন, যার ফলে আয় বৃদ্ধি পাবে এবং রাজ্যের অর্থনীতি পাবে গতি। পর্যটনের দিক থেকেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুড়ঙ্গ, উপত্যকা ও পাহাড়ি দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে যাওয়া এই রেলপথ পর্যটকদের জন্য এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা তৈরি করবে। এতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যটনও উৎসাহিত হবে।

এই প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর কৌশলগত গুরুত্ব। মিয়ানমার সীমান্তের নিকটে অবস্থিত এই রেলপথ ভারতের প্রতিরক্ষা কৌশলকেও শক্তিশালী করবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে রেল সংযোগের স্বপ্নপূরণে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'-কে বাস্তবে রূপ দেওয়ার একটি বড় অবকাঠামো প্রকল্প।

এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে মিজোরামের রাজধানী আইজল এখন ভারতীয় রেল মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি উত্তর-পূর্বের অন্যান্য রাজ্য যেমন গুয়াহাটি (অসম), ইটানগর (অরুণাচল প্রদেশ), আগরতলা (ত্রিপুরা) এবং শিলং (মেঘালয়) ইতিমধ্যেই ব্রডগেজ রেল সংযোগ পেয়েছে।

প্রকল্প চলাকালীন বছরজুড়ে মাত্র ৪—৫ মাস নির্মাণকাজ সম্ভব হত। বৃষ্টিপাত, ভূমিধস, শ্রমিক সংকট, সরবরাহ চ্যালেঞ্জ ইত্যাদির মধ্যেও ভারতীয় রেলের প্রকৌশল দক্ষতা, ব্যবস্থাপনা ও ভবিষ্যৎদৃষ্টি এই প্রকল্পকে সফল করেছে। বাইরাবি—সায়রাং রেলপথ এখন মিজোরামের উন্নয়নের রেলপথ। যা শুধু যোগাযোগ নয়, বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত পরিবর্তনের বাহক।

সোনাপুরে অসম পুলিশের অভিযান: ক্লাব নির্ভানায় জুয়ার আসর ভেঙে দিল পুলিশ, মিজোরামের চারজন গ্রেপ্তার

সোনাপুর, ১৫ জুলাই: এক বড়সড় অভিযানে সোনাপুর পুলিশ ক্লাব নির্ভানায় চালানো এক গোপন জুয়ার আসর ভেঙে ফেলে বহু কোটির টাকার বেআইনি লেনদেনের পর্দাফাঁস করেছে। অভিযানে মিজোরামের চারজন বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে , গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন — লালচনহিমা সাইলো, লালফাকাওমা রালতে, লালরিং হেটা এবং জোসেফ লালপারমাওয়া। সকলেই মিজোরামের রাজধানী আইজল-এর বাসিন্দা।

বিশেষ সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালায়। জানা গেছে, গত দুই-তিন দিন ধরে ক্লাব নির্ভানায় একটি সংঘবদ্ধ জুয়ার চক্র সক্রিয় ছিল। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই অভিযান বৃহত্তর একটি পরিকল্পনার অংশ, যার মাধ্যমে গোটা অঞ্চলে সংগঠিত বেআইনি বাজি কার্যকলাপ বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। উল্লেখযোগ্য যে, এর আগেও আইপিএল-কে কেন্দ্র করে বেআইনি বাজির অভিযোগে ক্লাব নির্ভানায় পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল।

সোনাপুর থানার অফিসাররা জানিয়েছেন, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং তদন্তে আরও তথ্য উঠে আসতে পারে। এই চক্রে আর কারা যুক্ত আছে, তা জানার জন্য আরও তল্লাশি এবং অভিযান চলবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

দশরথ বাড়ি এডিসি ভিলেজে রাবার গাছের চারা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই: মোহনভোগ আর ডি ব্লকের অন্তর্গত দশরথ বাড়ি এডিসি ভিলেজের, দশরথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ২০ থেকে ২৫ পরিবার পাট্টার মালিকদের প্রায় আড়াই হাজার রাবার গাছের চারা বিতরণ করা হয়। ঐদিন এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরার হাত ধরে এর রাবার চারাগুলি বিতরণ করা হয়। প্রত্যেক পরিবারকে প্রায় ৩০০ র উপরে রাবার চারা দেওয়া হয়।

তাছাড়া ওই দিন উপস্থিত ছিল রাবার চারা বিতরণকে কেন্দ্র করে এডিসি ভিলেজের চেয়ারম্যান দশরথ দেববর্মা এবং ভাইস চেয়ারম্যান মিঠুন দেববর্মা। এদিন এই চারা গাছগুলি পেয়ে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন উপকৃতরা। এর মাধ্যমে আগামী দিনে তাদের আর্থিক উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তারা।।

বিজ্ঞপ্তী

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে আমবাসা আই সি ডি এস প্র্যোজ্যাক্টের অধীনে বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েত/এডিসি ভিলেজ/আমবাসা পৌর পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে যেখানে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহকর্মী শূণ্যপদ খালি আছে। INTERVIEW এর মাধ্যমে পূরন করা হবে ইচ্ছুক প্রার্থীদের আবেদন পত্র জমা সেইসব শূণ্যপদ গুলি ঢঞ্জ্রজ্ঞদেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।আবেদন পত্র জমা দেওয়ার তারিখ ১৬ই জুলাই ২০২৫ ইং হইতে ৩০ শে জুলাই ২০২৫ ইং বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত ছুটির দিন ব্যতীত জমা রাখা হবে।আরো বিশদভাবে জানার জন্য নিবীড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকের কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ICA/D-604/25

ধন্যবাদন্তে
ভারপ্রাপ্ত নিবীড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক।
আমবাসা আই সি ডি এস প্র্যোজ্যাক্ট,ধলাই ত্রিপুরা।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 14/EE/WR-III/UDP/2025-26 DATE: 11.07.2025

	Name of Work	ESTIMATED COST (IN RS)	EARNEST MONEY (IN RS)	BID FEE (IN RS)	TIME FOR COMPLETION (IN MONTHS)	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND UPLOADING BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No. 39/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2025-26	8,57,248.00	17,145.00	1,000	09 Months	Up to 15.00 Hrs on 21.07.2025	At 15.30 Hrs on 21.07.2025 (if possible)	Appropriate Class

The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-1438/25

(Er. Rati Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura

SHORT NOTICE INVITING e-TENDER NO. 08 /EE(AGRI)/S/2025-26.

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1	15/EE/AGRI/(SOUTH)/2025-26	Rs. 2,41,840.00	Rs. 4,837.00	25 days	Up to 04.00. P.M. on 17/07/2025	At 11.00 AM on 18/07/2025
2	16/EE/AGRI/(SOUTH)/2025-26	Rs. 2,41,840.00	Rs. 4,837.00	25 days		
3	18/EE/AGRI/(SOUTH)/2025-26	Rs. 2,41,840.00	Rs. 4,837.00	25 days		
4	18/EE/AGRI/(SOUTH)/2025-26	Rs. 2,41,840.00	Rs. 4,837.00	25 days		
5	39/EE/AGRI/(SOUTH)/2025-26	Rs. 2,41,840.00	Rs. 4,837.00	25 days		
6	40/EE/AGRI/(SOUTH)/2025-26	Rs. 2,41,840.00	Rs. 4,837.00	25 days		

ICA/C/ 1433/25

(Er. D. Jamatia)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
South, Udaipur.

মঙ্গলবার মেয়র দীপক মজুমদার যোগেন্দ্রনগর এলাকার মার্কেট স্টল পরিদর্শন করেন।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

মার্কিন মুলুকে চড়া দামে বিকোচ্ছে পেয়ারা পাতা ?

পেয়ারা, ভারতের গ্রাম-শহরে সহজলভ্য একটি ফল। এর মিষ্টি স্বাদ ও পুষ্টিগুণের কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু পেয়ারা গাছের পাতা যে স্বাস্থ্যের জন্য এক অমূল্য

পেয়ারা, ভারতের গ্রাম-শহরে সহজলভ্য একটি ফল। এর মিষ্টি স্বাদ ও পুষ্টিগুণের কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু পেয়ারা গাছের পাতা যে স্বাস্থ্যের জন্য এক অমূল্য সম্পদ, তা অনেকেই জানেন না। আমাদের দেশে যখন পেয়ারা পাতা ফেলে দেওয়া হয়, তখন আমেরিকার বাজারে এই পাতা রীতিমতো চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। পেয়ারা পাতার ঔষধি গুণ এবং এর আন্তর্জাতিক চাহিদা নিয়ে আজকের এই প্রতিবেদন।

পেয়ারা পাতার পুষ্টিগুণ- পেয়ারা পাতা ভিটামিন সি, ফ্ল্যাভোনয়েড, পলিফেনল, ক্যারোটিনয়েড, এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। এতে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য, যা বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সহায়ক। গবেষণায় দেখা গেছে, পেয়ারা পাতা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, হজমশক্তি বৃদ্ধি, ত্বক ও চুলের যত্ন, এবং ক্যান্সার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পাতার নির্যাস ডায়রিয়া, গ্যাস্ট্রিক আলসার, এবং মুখের সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

স্বাস্থ্য উপকারিতা

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ: পেয়ারা পাতার চা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। এতে থাকা কোয়ারসেটিন এবং ফ্ল্যাভোনয়েড ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বাড়ায়। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত পেয়ারা পাতার চা পান করলে টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের উপকার হয়।

হজমশক্তি উন্নতি:- পেয়ারা পাতায় থাকা ফাইবার এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান পেটের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া দূর করে। এটি কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, এবং গ্যাসের সমস্যা কমায়। পেয়ারা পাতা ফুটিয়ে সেই জল পান করলে পাচনতন্ত্র সুস্থ থাকে।

মুখের স্বাস্থ্য:- পেয়ারা পাতা চিবালে বা এর জল দিয়ে কুলি করলে মাড়ির সমস্যা, দাঁত ব্যথা, এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। এর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ মুখের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

ত্বক ও চুলের যত্ন:-পেয়ারা পাতায় থাকা ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের বলিরেখা কমায় এবং ত্বকের জেল্লা বাড়ায়। এছাড়া, পেয়ারা পাতার জল দিয়ে মাথা ধুলে চুল পড়া কমে এবং চুলের গোড়া মজবুত হয়। ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন

ক্যান্সার প্রতিরোধ:-পেয়ারা পাতার নির্যাস ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি রোধ করতে সহায়ক। এতে থাকা লাইকোপিন এবং ভিটামিন সি ফ্রি রেডিক্যালের ক্ষতি থেকে শরীরকে রক্ষা করে। আমেরিকায় পেয়ারা পাতার বাজার আমেরিকায় পেয়ারা পাতার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক উপাদানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণে পেয়ারা পাতার চা, নির্যাস, এবং ক্যাপসুল বাজারে এসেছে। আমেরিকার সুপারমার্কেট এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পেয়ারা পাতার পণ্য বিক্রি হচ্ছে। এই পাতা চা, ত্বকের যত্নের পণ্য, এবং ঔষধি সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমেরিকার স্বাস্থ্য খাদ্য দোকানে পেয়ারা পাতার প্যাকেট ১০ থেকে ২০ ডলারে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া, পেয়ারা পাতার তেল এবং ক্রিমও ত্বকের যত্নে জনপ্রিয়। আমেরিকায় পেয়ারা পাতার চাহিদা বৃদ্ধির পেছনে এর প্রাকৃতিক ঔষধি গুণ এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি কম হওয়া অন্যতম কারণ। বিশেষ করে, ডায়াবেটিস রোগী এবং ওজন কমাতে আগ্রহী ব্যক্তিদের মধ্যে এর চাহিদা বেশি। এই পাতা আমেরিকায় আমদানি করা হচ্ছে প্রধানত দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, এবং ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে।

ভারতে সম্ভাবনা

ভারতে পেয়ারা গাছ প্রায় প্রতিটি গ্রামে পাওয়া যায়। কিন্তু এর পাতার বাণিজ্যিক ব্যবহার এখনও তেমন শুরু হয়নি। আমেরিকার বাজারে পেয়ারা পাতার চাহিদা দেখে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা এই খাতে বিনিয়োগ করতে পারেন। পেয়ারা পাতা শুকিয়ে, গুঁড়ো করে, বা চায়ের প্যাকেট তৈরি করে রপ্তানি করা যেতে পারে। এতে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলে পেয়ারা পাতার ঔষধি ব্যবহার প্রচলিত আছে। অনেকে ডায়রিয়া, দাঁত ব্যথা, এবং ত্বকের সমস্যার জন্য পেয়ারা পাতা ব্যবহার করেন। তবে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই পাতার নির্যাস থেকে ওষুধ, চা, বা সৌন্দর্য পণ্য তৈরি করা যেতে পারে। সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই খাতে প্রশিক্ষণ ও বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন।

সতর্কতা ও অপকারিতা- পেয়ারা পাতার উপকারিতা অনেক হলেও অতিরিক্ত ব্যবহারে কিছু সমস্যা হতে পারে। অতিরিক্ত পেয়ারা পাতার চা পান করলে পেটে ব্যথা বা ডায়রিয়া হতে পারে। যারা নিম্ন রক্তচাপের সমস্যায় ভোগেন বা নির্দিষ্ট ওষুধ সেবন করেন, তাদের পেয়ারা পাতা ব্যবহারের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কীভাবে ব্যবহার করবেন?- **পেয়ারা পাতার চা:** -৫-৬টি কচি পেয়ারা পাতা জলে ফুটিয়ে ছেঁকে নিন। এই চা দিনে একবার পান করলে ডায়াবেটিস এবং হজমের সমস্যা কমবে।

ত্বকের যত্নে:-পেয়ারা পাতা বেটে পেস্ট তৈরি করে মুখে লাগালে ত্বকের দাগছোপ কমে।

চুলের যত্নে:- পেয়ারা পাতা ফুটানো জল দিয়ে মাথা ধুলে চুল পড়া কমে। পেয়ারা পাতা শুধু একটি ফেলে দেওয়া উপাদান নয়, এটি স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের জন্য একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। আমেরিকার বাজারে এর চাহিদা প্রমাণ করে এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা। বাংলাদেশের উদ্যোক্তা এবং কৃষকদের জন্য এটি একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে। ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন তাই, পরের বার পেয়ারা পাতা ফেলে দেওয়ার আগে ভেবে দেখুন, এটি আপনার স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কতটা মূল্যবান হতে পারে। সঠিক ব্যবহার এবং বাণিজ্যিক উদ্যোগের মাধ্যমে পেয়ারা পাতা ভারতের জন্য একটি 'সবুজ সোনা' হতে পারে।

হৃদযন্ত্রের সমস্যা যে কারও হতে পারে

হৃদযন্ত্রের সমস্যা যে কারও হতে পারে। ফ্যাট, কোলেস্টোরেল এবং হার্টের রক্তনালীতে কিছু জমে থাকলে সমস্যা হতে পারে। করোনারি আর্টারিতে রক্ত চলাচলে সমস্যা হয়। ধীরে ধীরে রক্ত সঞ্চালন মন্থর হয়ে যায়। হার্টে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত সঞ্চালন না হলে ঠিকঠাক অক্সিজেন, পুষ্টিও পৌঁছয় না। সময়ের সঙ্গে এই ব্লকেজ আরও বড় আকার ধারণ করে। যার ফলে হার্ট অ্যাটাক বা কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। সমস্যাটি এত সুক্ষ্মভাবেই হয় যে সহজে বোঝা যায় না। উপসর্গও বুঝতে সমস্যা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ছোট ছোট উপসর্গগুলোকে এড়িয়ে যান। সমস্যা তৈরি হয় পরবর্তীতে।

হার্ট ব্লকেজের নানা কারণ থাকতে পারে। অস্বাস্থ্যকর, অনিয়মিত দৈনন্দিন জীবন যাপন তার অন্যতম কারণ। এছাড়ও অতিরিক্ত তেল দেওয়া কিংবা ফ্যাট যুক্ত খাবার। ধূমপান, মদ্যপানের কারণেও এমন হতে পারে। এর পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপ, হাই কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিসও রয়েছে এই কারণগুলির মধ্যে।

চিকিৎসকের মতে, প্রাথমিক ভাবে যে উপসর্গগুলো দেখা যেতে পারে-ক্লান্তি, শ্বাস প্রশ্বাসে সমসা। যা অনেকেই গায়ে মাখেন না। ব্লকেজ বাড়তে থাকলে ব্যথা, বুকে চাপ লাগা এবং জ্বালাও হতে পারে। বিশেষ করে হাঁটা কিংবা পরিশ্রমের কোনও কাজের সময় এগুলি আরও বেশি করে হয়। ব্যথা শুধু বুকেই নয়, বাঁ হাত, গলা, চোয়াল এবং পিঠেও হতে পারে। হার্ট ব্লকেজ কীভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে? প্রাথমিক ভাবে কয়েকটি জিনিস অবশ্যই মেনে চলা উচিত। যেমন স্বাস্থ্যকর ডায়েট, রোজ অন্তত আধঘণ্টা এক্সারসাইজ, ধূমপান এবং মদ্যপান থেকে বিরত থাকা, নিয়মিত ভাবে ব্লাড প্রেসার, কোলেস্টেরল, সুগার পরীক্ষা, স্ট্রেস কমানো এবং সবচেয়ে জরুরি, পর্যাপ্ত ঘুম।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তথ্য জানানো। কোনও রকম সমস্যা কিংবা দ্বিধা থাকলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কম্পিউটারের কাজ এখন মানুষের নিত্যসঙ্গী

আজকের দিনে বহু মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সামনে বসে কাজ করেন। অফিস, অনলাইন ক্লাস, ফ্রিল্যান্স কাজ কিংবা গেমিংসব ক্ষেত্রেই ঘাড় নিচু করে দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার অভ্যাস তৈরি হয়েছে। এর ফলেই দেখা দিচ্ছে একটি সাধারণ কিন্তু কষ্টদায়ক সমস্যাঘাড়ে ব্যথা বা 'টেক্সট নেক সিনড্রোম'।

ঘাড়ে ব্যথা শুধু অস্বস্তির কারণই নয়, বরং মাথাব্যথা, কাঁধে টান, পিঠে জট এবং ঘুমের সমস্যা তৈরি করতেও পারে। তবে কয়েকটি সহজ অভ্যাস ও ব্যায়ামের মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ঘাড়ে ব্যথার কারণ: ১। মনিটরের উচ্চতা ঠিক না হওয়া ২। অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে কাজ করা ৩। কাঁধ ঝুলিয়ে বসা বা ভুল অঙ্গবিন্যাস ৪। বিরতিহীনভাবে কয়েক ঘণ্টা কাজ করা ৫। পর্যাপ্ত ব্যায়াম বা স্ট্রেচিং না করা কীভাবে মিলবে মুক্তি: ১. সঠিক অঙ্গবিন্যাস বজায় রাখুন চেয়ার ও টেবিল এমন উচ্চতায় রাখুন যাতে আপনার স্ক্রিনটি চোখের সমান্তরালে থাকে। ঘাড় নিচু না করে সোজা করে বসুন, এবং পিঠ সাপোর্ট দেয় এমন চেয়ার ব্যবহার করুন।

২. প্রতি ৩০—৪৫ মিনিট অন্তর বিরতি নিন একটানা না বসে প্রতি আধ ঘণ্টায় ২—৩ মিনিটের জন্য উঠে দাঁড়ান, হালকা হাঁটাহাঁটি করুন বা ঘাড়-ঘাড়ি স্ট্রেচ করুন।

৩. ঘাড়ের ব্যায়াম করুন প্রতিদিন ৫---১০ মিনিট ঘাড়ের হালকা ব্যায়াম করুন: মাথা ধীরে ধীরে ডান-বাঁ দিকে ঘোরানো

মাথা উপর-নিচে ঝোঁকানো

কাঁধ ঘোরানো ও উঁচু-নিচু করা এসব স্ট্রেচিং রক্তসঞ্চালন বাড়ায় ও ব্যথা কমায়। ৪. গরম সেঁক ঘাড়ে ব্যথা হলে হালকা গরম জলের ব্যাগ দিয়ে সেঁক দিলে পেশি শিথিল হয় ও আরাম পাওয়া যায়। ৫. স্ক্রিন টাইম কমান কাজ ছাড়া অপ্রয়োজনে ফোন বা কম্পিউটার ব্যবহার কমিয়ে দিন। ঘুমানোর আগে ফোন ব্যবহার একেবারে এড়িয়ে চলুন।

৬. পর্যাপ্ত জল ও ঘুম শরীর হাইড্রেটেড রাখলে পেশি নমনীয় থাকে এবং ব্যথা কম হয়। রাতে ৭—৮ ঘণ্টা ঘুমও অত্যন্ত জরুরি। যদি ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে অবশ্যই একজন অর্থোপেডিক বা ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ নেওয়া উচিত। উপযুক্ত থেরাপি বা চিকিৎসায় ব্যথা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে আসে। কম্পিউটারে কাজ এখন জীবনের অঙ্গ, কিন্তু সেই সঙ্গে শরীরের যত্নও জরুরি। সঠিক ভঙ্গি, নিয়মিত স্ট্রেচিং ও বিশ্রামই ঘাড়ে ব্যথা থেকে মুক্তির মূল চাবিকাঠি। যত্ন নিন, সতর্ক থাকুন।

শরীরের ভিটামিন ডি ঘাটতি জানান দেয় ত্বক এবং পা

ভিটামিন ডি আমাদের শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা হাড়, পেশি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সঠিকভাবে বজায় রাখতে সাহায্য করে। সূর্যের আলো থেকে আমরা ভিটামিন ডি পাই, পাশাপাশি কিছু খাবার থেকেও এটি শরীরে আসে। তবে আধুনিক জীবনযাত্রা, সূর্যের আলো থেকে দূরে থাকা, ও সঠিক খাদ্যাভ্যাসের অভাবে অনেকেই ভিটামিন ডি ঘাটতির শিকার হন। এর প্রভাব বিশেষভাবে পায়ের সমস্যা এবং ত্বকের নানা উপসর্গ হিসেবে দেখা দেয়। পায়ে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতির লক্ষণ: ১. পায়ে ব্যথা বা জ্বালাভাব: ভিটামিন ডি হাড়ের ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে। ঘাটতি হলে হাড় দুর্বল হয়, যার ফলে পায়ে ব্যথা, বিশেষ করে গোড়ালিতে ও পায়ের পাতায় জ্বালাভাব হয়।

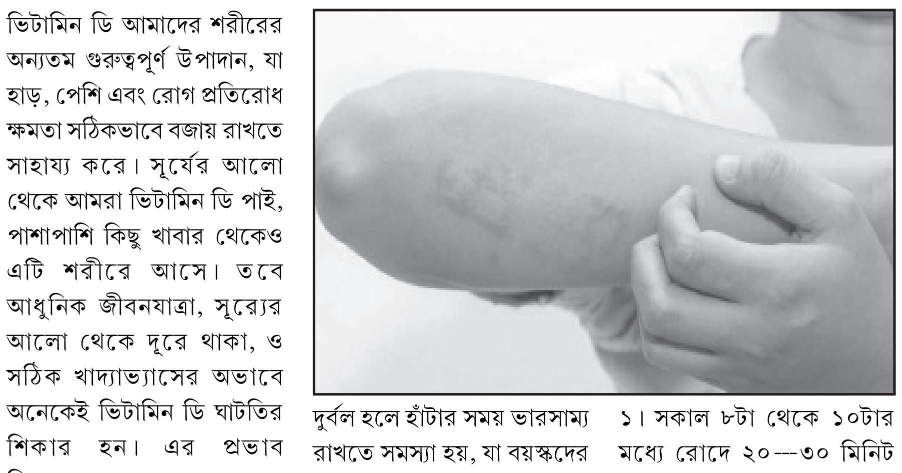

২. পেশিতে দুর্বলতা ও খিঁচুনি: ভিটামিন ডি স্নায়ু ও পেশির সুস্থতায় জরুরি। ঘাটতি হলে পায়ে খিঁচুনি ধরা, পেশিতে টান বা ভারী লাগার অনুভব হতে পারে। ৩. হাঁটার সময় ভারসাম্যহীনতা: পায়ের পেশি দুর্বল হলে হাঁটার সময় ভারসাম্য রাখতে সমস্যা হয়, যা বয়স্কদের ক্ষেত্রে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। ত্বকে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতির লক্ষণ: ১. ত্বক রুক্ষ ও মলিন হয়ে যাওয়া: ভিটামিন ডি-এর ঘাটতিতে ত্বক প্রাণহীন হয়ে পড়ে, সহজেই ফেটে যায়, শুষ্ক হয় এবং উজ্জ্বলতা হারায়।

২. ফুসকুড়ি বা র‍্যাশের প্রবণতা: ত্বকের কোষ পুনর্গঠনে ভিটামিন ডি গুরুত্বপূর্ণ। ঘাটতি থাকলে অ্যালার্জির মতো ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। ৩. ঘন ঘন স্কিন ইনফেকশন: ভিটামিন ডি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তার অভাবে ত্বকে বারবার সংক্রমণ, চুলকানি বা ঘা হতে পারে। কী করবেন? ১। সকাল ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে রোদে ২০---৩০ মিনিট থাকুন (ত্বকে সরাসরি সূর্যের আলো লাগবে)। ২। খাদ্য তালিকায় রাখুন: ডিমের কুসুম, সামুদ্রিক মাছ (স্যালমন, সার্ডিন), দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য। ৩। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শে ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট নিন। ৪। হাড় ও পেশির স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হালকা ব্যায়াম করুন। ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি পা ও ত্বকের উপসর্গের মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। তাই লক্ষণ দেখা দিলে অবহেলা না করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়াই ভালো। সঠিক রোদ, খাদ্য ও জীবনযাপনই হতে পারে এর প্রাকৃতিক সমাধান।

সামান্য কানে ব্যথা হতে পারে বড় রোগের পূর্বাভাস

কানে ব্যথা একটি সাধারণ সমস্যা হলেও, সবসময় তা সাধারণ ঠান্ডা লাগার কারণে হয় না। অনেক সময় এটি শরীরের গভীরতর কোনও সমস্যার ইঙ্গিতও দিতে পারে। বিশেষ করে যদি কানের ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হয়, সঙ্গে জ্বর, শ্রবণক্ষমতা হ্রাস, রক্ত বা পুঁজ বের হওয়া, মাথাব্যথা বা ঘাড়েটান দেখা দেয়তাহলে বিষয়টিকে হালকাভাবে না নেওয়াই ভালো।

ঠান্ডা লাগার কারণে কানে ব্যথা: সাধারণ সর্দি, জ্বর বা ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে নাক-মুখ-কানের সংযোগস্থলে প্রদাহ হয়। এতে ইউস্টেশিয়ান টিউব বন্ধ হয়ে কানে চাপ পড়ে ও ব্যথা হয়। এটি অনেক সময় নিজে থেকেই সেরে যায়, তবে যদি সাইনাস বা ঠান্ডা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু কানে ব্যথার অন্য বড় কারণও হতে পারে:

১. কান পাকা বা মধ্যকর্ণে সংক্রমণ: শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে খুবই সাধারণ। এতে কানে তীব্র ব্যথা, পুঁজ, জ্বর ও শ্রবণ শক্তি কমে যাওয়া দেখা দিতে পারে। চিকিৎসা না করালে শ্রবণ স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

২. কর্ণছিদ্র বা কানের পর্দা ফেটে যাওয়া: তীব্র শব্দ, কোনও আঘাত বা দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ থেকে পর্দা ফেটে যেতে পারে। এতে হঠাৎ তীব্র ব্যথা ও রক্ত বা তরল বেরোতে পারে।

৩. ফাঙ্গাল ইনফেকশন : নেমে আসে অস্বস্তি, চুলকানি ও কানে থকথকে সাদা বা কালচে পদার্থ। বর্ষাকালে বা ঘন ঘন জল ঢুকলে হয়।

৪. টনসিল বা দাঁতের সমস্যা: কখনও কখনও কানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক নেই এমন সমস্যাও কানে ব্যথা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন: দাঁতে সংক্রমণ, গলায় টনসিল ফোলা বা জ্বর।

৫. অ্যাকোস্টিক নিউরোমা বা টিউমার: অত্যন্ত বিরল হলেও কানে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা ও শব্দ শোনা এমন জটিল রোগের লক্ষণ হতে পারে।

কী করবেন?

১। গরম সেঁক ও পেইনকিলার সাময়িক স্বস্তি দিলেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ২। কানে তেল বা জল ঢালবেন না। ৩।

শিশুর কান ব্যথা হলে অবহেলা না করে বিশেষজ্ঞকে দেখান। ৪। কান পরিষ্কারের সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। সাধারণ ঠান্ডা থেকে শুরু করে জটিল রোগ পর্যন্তকানে ব্যথার পেছনে কারণ অনেক। তাই বারবার বা তীব্র ব্যথা হলে তা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া উপেক্ষা না করাই ভালো। আগেভাগে সচেতনতা আপনাকে বড় বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে।

খুশখুশে কাশি ঘরোয়া পদ্ধতিতে টাটা

খুশখুশে কাশি এমন এক বিরক্তিকর সমস্যা যা অনেকেরই সারা বছর লেগেই থাকে। কখনও ঠান্ডা-গরমে, কখনও ধুলোবালিতে, কখনও বা এলার্জির কারণে এই শুকনো কাশি দীর্ঘদিন থেকে যায়। অনেক সময় চিকিৎসার পরেও এটি বারবার ফিরে আসে। তবে কিছু কার্যকর ঘরোয়া পদ্ধতি ও নিয়ম মেনে চললে এই ধরনের কাশি থেকে আরাম পাওয়া সম্ভব। ১. আদা ও মধুর মিশ্রণ: আদা একটি প্রাকৃতিক অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান, যা কফ ও কাশি কমাতে অত্যন্ত উপকারী। ১ চা চামচ আদার রসের সঙ্গে ১ চামচ মধু মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার খেলে কাশি অনেকটা কমে যায়। খালি পেটে খেলে বেশি উপকার পাওয়া যায়।

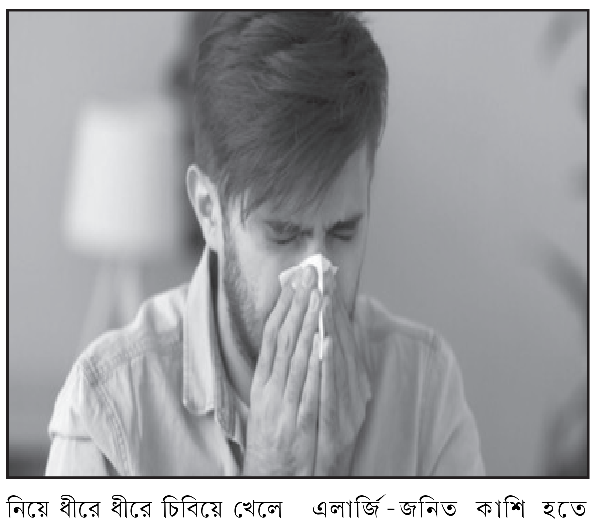

২. তুলসী ও মধুর ক্বাথ: তুলসী পাতায় থাকা গুণাগুণ কাশি, ঠান্ডা ও গলা ব্যথায় দারুণ কাজ করে। ৫-৬টি তুলসী পাতা জলে ফুটিয়ে তার সঙ্গে মধু মিশিয়ে দিনে ২ বার পান করুন।

৩. লবঙ্গ ও মৌরি চিবিয়ে খাওয়া: লবঙ্গ ও মৌরি প্রাকৃতিকভাবে কফ দূর করে ও গলা মসৃণ রাখে। এগুলি মুখে নিয়ে ধীরে ধীরে চিবিয়ে খেলে খুশখুশে কাশি অনেকটাই কমে যায়। ৪. হালকা গরম পানিতে নুন ও হলুদ মিশিয়ে গার্গল: গলার রন্ধ্রে জীবাণু জমে কাশি হয়। প্রতিদিন সকালে ও রাতে গরম জলে এক চিমটি হলুদ ও নুন মিশিয়ে গার্গল করলে গলা পরিষ্কার থাকে ও সংক্রমণ কমে।

৫. ভাপ নেওয়া : প্রতিদিন রাতে গরম জলের ভাপ নিলে শ্বাসনালী পরিষ্কার হয় এবং গলার খুসখুস ভাব কমে। এতে নাক-কান-গলার রাস্তাও জীবাণুমুক্ত হয়।

৬. দূষণ ও ধুলো থেকে দূরে থাকুন: ধুলো, ধোঁয়া, পারফিউম বা রুম ফ্রেশনারের গন্ধ থেকেও এলার্জি-জনিত কাশি হতে পারে। বাড়ি বা বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং ঘর পরিষ্কার রাখুন।

৭. পর্যাপ্ত জল পান করুন ও গলা আর্দ রাখুন: শুকনো গলা খুশখুশে কাশির অন্যতম কারণ। তাই সারা দিনে পর্যাপ্ত জল পান করুন। গরম জল বা ভেষজ চা পান করলেও উপকার মেলে।খুশখুশে কাশি যদি দীর্ঘদিন লেগে থাকে, তাহলে ঘরোয়া চিকিৎসার পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াও জরুরি। তবে নিয়মিত যত্ন ও কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি মেনে চললে কাশি থেকে অনেকটাই মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

গ্রিন টি, ব্লু টি নাকি জবা ফুলের চা, সুস্বাস্থ্যের জন্য কোনটি জরুরি ?

চা শুধু পানীয় নয়, আজ তা হয়ে উঠেছে এক ধরণের স্বাস্থ্যচর্চা। শরীরচর্চা, ওজন নিয়ন্ত্রণ, ত্বকের যত্ন বা মানসিক প্রশান্তির জন্য এখন অনেকেই হারবাল চায়ের দিকে ঝুঁকছেন। এদের মধ্যে গ্রিন টি, ব্লু টি ও জবা ফুলের চা বিশেষভাবে জনপ্রিয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠেএই তিনটির মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ভালো?

১. গ্রিন টি

গ্রিন টি মূলত চা-পাতা হালকা প্রসেস করে তৈরি হয়, যাতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বেশি থাকে।

উপকারিতা:

১। ওজন কমাতে সহায়ক
২। হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়
৩। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ৪। ব্রেন ফাংশন উন্নত করে ৫। ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক (আংশিক গবেষণায়) সতর্কতা --- উচ্চ রক্তচাপ বা ঘুমের সমস্যা থাকলে দিনে ১---২ কাপের বেশি নয় ২. ব্লু টি : ব্লু টি তৈরি হয় অপরাজিতা ফুল থেকে। এর রঙ নীলচে ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর।

উপকারিতা:

১। ত্বক উজ্জ্বল করে, বার্ধক্য রোধে সহায়ক ২। ডিটক্স করে লিভার পরিষ্কার রাখে ৩। মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা কমায়
৪। চুল ও ত্বকের জন্য ভালো
৫। কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে
৬। এতে ক্যাফেইন নেই, ফলে রাতে খেলেও ঘুমের সমস্যা হয় না। ৩. জবা ফুলের চা : জবা ফুলের পাঁপড়ি থেকে তৈরি হয় এই চা। এতে ভিটামিন C, মিনারেল ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে।

উপকারিতা: ১। রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল কমায় ২। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ৩। হজম ভালো করে ৪। ইউরিনারি ইনফেকশন প্রতিরোধে সাহায্য করে ৫। হরমোন ভারসাম্য রক্ষা করে (বিশেষত নারীদের জন্য উপকারী)

সতর্কতা --- গর্ভবতী নারীরা এটি এড়িয়ে চলুন; অতিরিক্ত খেলে রক্তচাপ খুব কমে যেতে পারে।

কোনটা সেরা?

গ্রিন টি ওজন নিয়ন্ত্রণ ও হার্ট সুরক্ষা ডায়াবেটিস রোগী এবং

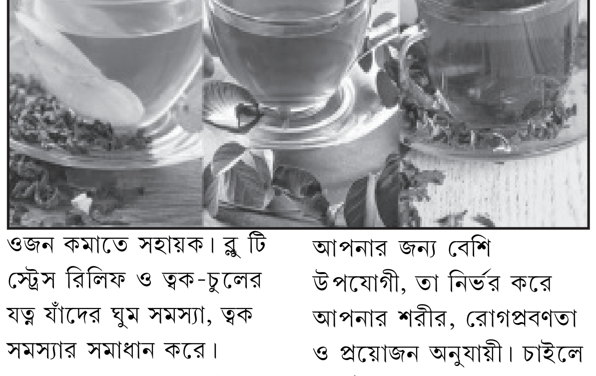

ওজন কমাতে সহায়ক। ব্লু টি স্ট্রেস রিলিফ ও ত্বক-চুলের যত্ন যাঁদের ঘুম সমস্যা, ত্বক সমস্যার সমাধান করে।

জবা ফুলের চা রক্তচাপ ও রোগপ্রতিরোধ নারীরা, হাই বা ইউটিআই রোগীদের জন্য উপকারী।

তিনটি চায়েরই নিজস্ব উপকারিতা রয়েছে। কোনটি আপনার জন্য বেশি উপযোগী, তা নির্ভর করে আপনার শরীর, রোগপ্রবণতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী। চাইলে রোটেশনেও খেলতে পারেন, তবে দিনে ২---৩ কাপের বেশি নয়। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের পথে এই তিনটিই হতে পারে প্রাকৃতিক ও সুস্বাদু সঙ্গী।

হাওড়া নদীতে লক্ষাধিক মাছের পোনা ছাড়লেন মেয়র।

মণিপুরে যৌথ অভিযানে গ্রেফতার ১৬ জঙ্গি, উদ্ধার ৩৫টি আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক

ইম্ফল, ১৫ জুলাই : মণিপুরে সেনাবাহিনী, রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ অভিযানে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ১৬ জন কট্টরপন্থী জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি, অভিযান চলাকালীন উদ্ধার হয়েছে ৩৫টি বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র, ১১টি আইইডি (ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস), প্রচুর গুলি ও যুদ্ধসামগ্রী। এই অভিযানগুলি মণিপুরের পাঁচটি জেলায় চালানো হয় বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মুখপাত্র।

গত ২৪ ঘণ্টায় মণিপুর পুলিশের তরফে বিষ্ণুপুর, থৌবল ও ইম্ফল পশ্চিম জেলা থেকে আরও ছয় জন জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা কাংলেই ইয়াওল কান্না লুপ (কেওয়াইকেএল), কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (কেসিপি) ও পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র সদস্য।

প্রতিরক্ষা মুখপাত্র জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মণিপুরের কাংপোকপি, বিষ্ণুপুর, তেঙ্গনৌপাল, ইম্ফল পূর্ব ও পশ্চিম জেলায় একাধিক সমন্বিত অভিযান চালানো হয়। কাংপোকপি জেলার পাহাড়ি অঞ্চল থেকে সবচেয়ে বেশি ১৮টি অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। তাতে রয়েছে ৫.৫৬ মিমি ইনসাস রাইফেল, পয়েন্ট ৩০৩ রাইফেল, বোল্ট অ্যাকশন রাইফেল, সিঙ্গল ব্যারেল রাইফেল, পুল মেক রাইফেল এবং ছয়টি ইম্প্রোভাইজড মর্টার।

অভিযানে সেনাবাহিনী বিস্ফোরক শনাক্তকরণে বিশেষ প্রশিক্ষিত কুকুর ব্যবহার করেছে। সেনাবাহিনী ও অসম রাইফেলসের ”স্পিয়ার কর্পস”-এর নেতৃত্বে এই অভিযানগুলি চালানো হয়েছে। অভিযানে মণিপুর পুলিশ, সিআরপিএফ, বিএসএফ এবং আইটিবিপির সদস্যরাও অংশগ্রহণ করেছেন। অন্য জেলাগুলির অভিযানে উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে একে-৫৬ রাইফেল, একে-৪৭, পয়েন্ট ৩০৩ লাইট মেশিনগান, কারবাইন, ডবল ব্যারেল রাইফেল ও একাধিক পিস্তল।

গ্রেফতার হওয়া জঙ্গিদের কাছ থেকে পিস্তল, মোবাইল ফোন, আধার কার্ড, দুই-চাকার গাড়ি ও অন্যান্য নথিপত্র উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের ও উদ্ধারকৃত অস্ত্র-গুলি-বিস্ফোরক মণিপুর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা মুখপাত্র জানান, রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় এই ধরনের সমন্বিত অভিযান ভবিষ্যতেও চলবে।

এদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত জঙ্গিরা সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার ও সরকারি কর্মীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ে যুক্ত ছিল। তাদের সংগঠনে নতুন সদস্য নিয়োগেও সক্রিয় ভূমিকা ছিল তাদের। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এখনো তল্লাশি অভিযান ও এলাকা দখল বজায় রেখেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

পাশাপাশি, পুলিশ নাগরিকদের উদ্দেশে জানিয়েছে, কেউ যেন গুজব ও ভুয়ো ভিডিওতে বিশ্বাস না করেন। যে কোনও অডিও বা ভিডিও ক্লিপের সত্যতা যাচাই করতে কেন্দ্রীয় কন্টোল রুমে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো পোস্ট ছড়ানোর প্রবণতা বাড়ছে।

ভারতীয় সৃজনশীল প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আগস্ট ২০২৫-এ উদ্বোধনী ব্যাচের জন্য এভিজিসি-এক্সআর ক্ষেত্রের আধুনিক কোর্স চালু করল

মুম্বই, ১৫ জুলাই : ভারতের ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল ও সৃজনশীল অর্থনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল, কারণ ভারতীয় সৃজনশীল প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আগামী আগস্ট মাস থেকে শুরু হতে যাওয়া প্রথম ব্যাচের জন্য ভর্তির ঘোষণা করল। প্রতিষ্ঠানটি এভিজিসি-এক্সআর (অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিকস এবং এক্সটেন্ডেড রিয়েলিটি) ক্ষেত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি শিল্প-চালিত কোর্সসমূহের একটি শক্তিশালী পোর্টফোলিও উপস্থাপন করছে।

আইআইসিটি-এর ঘোষণা চলতি বছরের মে মাসে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল অডিও ভিজ্যুয়াল এন্টারটেইনমেন্ট সামিট'-এ তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব-এর মাধ্যমে করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটিকে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও গবেষণার লক্ষ্যে একাধিক বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প-নেতাদের সহযোগিতায় গড়ে তোলা হয়েছে।

প্রথম শিক্ষাবর্ষে মোট ১৮টি বিশেষায়িত কোর্স চালু হচ্ছে যার মধ্যে গেমিং-এর উপর ৬টি কোর্স, পোস্ট প্রোডাকশন-এর উপর ৪টি কোর্স এবং অ্যানিমেশন, কমিকস ও এক্সআর-এর উপর ৮টি কোর্স অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব কোর্স উন্নয়নে গেমিং ও সৃজনশীল প্রযুক্তির খ্যাতনামা শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা হয়েছে, যাতে ছাত্রছাত্রীরা বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাকরির বাজারের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন।

সম্প্রতি আইআইসিটি একটি ঐতিহাসিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ইয়র্ক-এর সঙ্গে। এই চুক্তির মাধ্যমে যৌথ গবেষণা, শিক্ষক বিনিময় ও আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়ায় সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পাশাপাশি গুগল, ইউটিউব, অ্যাডোব, মেটা, মাইক্রোসফট, এনভিডিয়া এবং জিওস্টার-এর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রযুক্তি সংস্থাগুলি আইআইসিটি-এর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। তারা কোর্স কারিকুলাম নির্মাণ, বৃত্তি, ইন্টার্নশিপ, স্টার্টআপ ইনকিউবেশন এবং নিয়োগে সহায়তা করবে।

আইআইসিটি-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. বিশ্বাস দেবস্কর জানিয়েছেন, “আমাদের লক্ষ্য হলো ভারতে বিশ্বমানের প্রতিভা গড়ে তুলে এভিজিসি-এক্সআর ক্ষেত্রে দেশকে একটি বৈশ্বিক শক্তিতে পরিণত করা। কোর্সগুলিকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে সেগুলি আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার পাশাপাশি ভারতের নিজস্ব সৃজনশীল সম্ভাবনার প্রতিফলন ঘটায়।'' তিনি আরও জানান, পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম জুলাই মাসের শেষে প্রকাশিত হবে।

আইআইসিটি-এর গভর্নিং বোর্ডে রয়েছেন সঞ্জয় জাজু, বিকাশ খারগে, স্মৃতি স্বাতি মহাসে, চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী, অশীষ কুলকার্নি, মনবেন্দ্র শুকুল এবং রাজন নবনী। পাশাপাশি গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে আছেন মুঞ্জাল শ্রফ, চৈতন্য চিকলিকার, বীরেন ঘোষ, ভূপেন্দ্র কৈন্থোলা এবং গৌরব ব্যানার্জী।

বিশ্বে এভিজিসি-এক্সআর খাতের দ্রুত বৃদ্ধি প্রেক্ষিতে আইআইসিটি-এর এই বিস্তৃত কোর্স প্রস্তাব ভারতের সৃজনশীল অর্থনীতিতে একটি সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে এবং দেশকে ভবিষ্যতের ইমার্সিভ ও ডিজিটাল কনটেন্ট প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক অগ্রণী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করবে।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ১৭ জুলাই 'স্বচ্ছ সার্ভেক্ষণ ২০২৪-২৫' পুরস্কার প্রদান করবেন

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আগামী ১৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এক বর্ণাঢ্য জাতীয় অনুষ্ঠানে 'স্বচ্ছ সার্ভেক্ষণ ২০২৪-২৫' পুরস্কার প্রদান করবেন। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক -এর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল এবং প্রতিমন্ত্রী টোখন সাহু। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মান জানানো হবে দেশের সেইসব শহরকে যারা নগর পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জনসচেতনতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

এই বছর 'স্বচ্ছ সার্ভেক্ষণ'-এর ৯ম সংস্করণে দেশের ৪৫০০-রও বেশি শহর অংশ নিয়েছে। শুরু হয়েছিল ২০১৬ সালে মাত্র ৭৩টি শহর নিয়ে, আর আজ তা পরিণত হয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম নগর পরিচ্ছন্নতা সমীক্ষায়। এবছর 'স্বচ্ছ সার্ভেক্ষণ ২০২৪-২৫'-এ মোট ৭৮টি পুরস্কার প্রদান করা হবে চারটি প্রধান বিভাগে। প্রথম বিভাগটি হলো সুপার স্বচ্ছ লীগ শহর, যেখানে সেইসব শহর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যারা গত তিন বছরে অন্তত একবার শীর্ষ ৩-এ ছিল এবং বর্তমানে তাদের নিজ নিজ জনসংখ্যা বিভাগের শীর্ষ ২০ শতাংশের মধ্যে অবস্থান করছে। এই বিশেষ লীগ তৈরির উদ্দেশ্য হলো শীর্ষস্থানীয় শহরগুলিকে আরও উচ্চমানের পরিচ্ছন্নতার জন্য অনুপ্রাণিত করা এবং অন্য শহরগুলির জন্য রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

দ্বিতীয় বিভাগে, পাঁচটি জনসংখ্যা ভিত্তিক শ্রেণিতে শীর্ষ ৩ পরিচ্ছন্ন শহর নির্বাচন করা হয়েছে। এই বছর প্রথমবারের মতো শহরগুলিকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাঁচটি ভাগে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে: খুব ছোট শহর (২০,০০০-এর নিচে), ছোট শহর (২০,০০০ — ৫০,০০০), মাঝারি শহর (৫০,০০০ --- ৩ লক্ষ), বড় শহর (৩ — ১০ লক্ষ), এবং মিলিয়ন-প্লাস শহর (১০ লক্ষের উপরে)। প্রতিটি শ্রেণিতে শীর্ষ তিন শহরকে পুরস্কৃত করা হবে, যা ছোট ও মাঝারি শহরগুলিকেও জাতীয় পর্যায়ে সম্মান পাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে।

তৃতীয় বিভাগটি বিশেষ বিভাগ, যেখানে গঙ্গা তীরবর্তী শহর, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, সাফাই মিত্র সুরক্ষা এবং মহাকুম্ভের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য অবদান রাখা নগর সংস্থাগুলিকে আলাদা করে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এই বিভাগটি পরিচ্ছন্নতা প্রচেষ্টার ভিন্ন মাত্রাগুলিকে তুলে ধরার জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

চতুর্থ এবং শেষ বিভাগটি হলো রাজ্য পর্যায়ে পুরস্কার, যেখানে প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সেইসব শহরকে 'প্রমিসিং ক্লিন সিটি' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, যারা পরিচ্ছন্নতা ও নগর ব্যবস্থাপনায় সম্ভাবনাময় এবং উদীয়মান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। এই চারটি বিভাগে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে দেশের শহরগুলিকে পরিচ্ছন্নতা এবং টেকসই উন্নয়নের দিক থেকে আরও এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

পুরো মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অত্যন্ত কঠোর এবং তথ্যভিত্তিক। স্বচ্ছ সার্ভেক্ষণ ২০২৪-২৫ এবার ১০টি মূল মানদণ্ড এবং ৫৪টি সূচকের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে। এই মূল্যায়ন চালানো হয়েছে ৪৫ দিনের মধ্যে, যেখানে ৩,০০০-এর বেশি প্রশিক্ষিত অ্যাসেসর দেশের প্রতিটি ওয়ার্ড পরিদর্শন করেছেন এবং ১১ লক্ষের বেশি পরিবার সরাসরি মূল্যায়নের আওতায় এসেছে।

এছাড়াও, এবারের সার্ভেক্ষণ নাগরিক অংশগ্রহণের দিক থেকেও রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ১৪ কোটি নাগরিক সরাসরি অংশ নিয়েছেন, যা ভারতবর্ষের নগর ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের এক অনন্য নজির। নাগরিকরা অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন মাধ্যমেমুখোমুখি সাক্ষাৎ, স্বচ্ছতা অ্যাপ, মাইগভ প্ল্যাটফর্ম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

২০২৪-২৫ সংস্করণের মূল থিম ছিল 'রিডিউস, রিউস, রিসাইকেল 'যা কেবল পরিচ্ছন্নতা নয়, বরং পরিবেশবান্ধব ও টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনঃব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নতুন প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শহরগুলিকেও উদ্ভাবনী সমাধান খোঁজার জন্য উৎসাহিত করেছে।

এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়বরং এটি এক সামাজিক আন্দোলনের স্বীকৃতি। রাষ্ট্রপতির হাত ধরে এই পুরস্কারগুলি শহর প্রশাসন, সাফাই কর্মী, প্রযুক্তিগত সহায়ক, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে সাধারণ নাগরিকদের একত্রিত প্রচেষ্টাকে সম্মান জানাবে।

স্বচ্ছ সার্ভেক্ষণ আজ শুধু একটি সমীক্ষা নয়এটি একটি পরিবর্তনের প্রতীক। এই উদ্যোগ গত ৯ বছরে নগর জীবনে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে নাগরিকদের মধ্যে অভূতপূর্ব সচেতনতা সৃষ্টি করেছে। ১৭ জুলাইয়ের এই অনুষ্ঠান শুধু পুরস্কার প্রদান নয়, বরং দেশের নগর উন্নয়নের পথে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

অমরনাথ যাত্রা : ১২ দিনে ২.২০ লক্ষের বেশি তীর্থযাত্রী করলেন দর্শন

শ্রীনগর, ১৫ জুলাই : চলতি বছরের অমরনাথ যাত্রায় এখনো পর্যন্ত মোট ২.২০ লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রী দর্শন করেছেন। মঙ্গলবার জম্মু থেকে আরও একটি দল ৬,৩৮৮ যাত্রী দু'টি নিরাপত্তা ঘেরা কনভয়ে কাশ্মীরের উদ্দেশে রওনা দেন বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

প্রশাসন জানিয়েছে, আজ ভোর ৩.২৬ মিনিটে ১০৩টি গাড়ি নিয়ে প্রথম কনভয় বালটাল বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে ২,৫০১ জন তীর্থযাত্রীকে নিয়ে রওনা দিয়েছে। অপরদিকে, সকাল ৪.১৫ মিনিটে ১৪৫টি গাড়ি নিয়ে দ্বিতীয় কনভয় ৩,৮৮৭ জন তীর্থযাত্রীকে নিয়ে নুনওয়ান (পাহালগাম) বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে। এবারের অমরনাথ যাত্রা ৩ জুলাই শুরু হয়েছে এবং শেষ হবে ৯ আগস্ট শ্রাবণ পূর্ণিমা ও রক্ষাবন্ধনের দিনে।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় জম্মু-কাশ্মীরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। ফলে, বালটাল ও নুনওয়ান বেস ক্যাম্প থেকে পবিত্র গুহার উদ্দেশে যাত্রীদের যাত্রার সিদ্ধান্ত আবহাওয়া বিবেচনা করে নেওয়া হবে।

গত ১০ জুলাই, 'ছাড়ি মুবারক' (ভগবান শিবের পবিত্র গদা) -এর ভূমি পূজন অনুষ্ঠান পালিত হয় পাহালগামে। মহন্ত স্বামী দীপেন্দ্র গিরির নেতৃত্বে ঋষিদের একটি দল ছাড়ি মুবারককে শ্রীনগরের দশনামি আখড়া থেকে পাহালগামে নিয়ে যান। সেখান থেকে গৌরী শঙ্কর মন্দিরে গিয়ে পূজা সম্পন্ন হয়। এই ছাড়ি মুবারক আগামী ৯ আগস্ট গুহা মন্দিরে পৌঁছাবে এবং অমরনাথ যাত্রার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি করবে।

এবারের যাত্রাকে ঘিরে তিনস্তরের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। গত ২২ এপ্রিল পাহালগামের বৈসরান উপত্যকায় পাকিস্তান-সমর্থিত জঙ্গিদের দ্বারা ২৬ জন নিরীহ মানুষকে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে হত্যা করা হয়েছিল। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে এবারের যাত্রা নিরাপত্তার দিক থেকে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সেনা, বিএসএফ, সিআরপিএফ, এসএসবি এবং রাজ্য পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার জন্য অতিরিক্ত ১৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সেনাবাহিনী 'অপারেশন শিবা ২০২৫'-এর আওতায় ৮,৫০০-এরও বেশি জওয়ান মোতায়েন করেছে, ব্যবহার করছে উন্নত নজরদারি ও যুদ্ধ প্রযুক্তি।

জম্মুর ভাগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে গুহা মন্দির পর্যন্ত সমস্ত ট্রানজিট ক্যাম্প এবং পথরেখা নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারিতে রয়েছে।

তীর্থযাত্রীরা ৩,৮৮৮ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত পবিত্র গুহা মন্দিরে দুইটি পথ ধরে পৌঁছাতে পারেন। ঐতিহ্যবাহী পাহালগাম রুট অথবা ছোট বালটাল রুট। পাহালগাম রুটে চন্দনওয়ারি, শেশনাগ ও পঞ্চতার্নি অতিক্রম করে মোট ৪৬ কিমি হাঁটতে লাগে, যা সাধারণত ৪ দিন সময় নেয়। অন্যদিকে বালটাল রুটে মাত্র ১৪ কিমি হেঁটে যাত্রী একদিনেই গুহা মন্দিরে পৌঁছে ফিরে আসতে পারেন।

এবছর নিরাপত্তার কারণে কোনও হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু করা হয়নি।

এই গুহা মন্দিরে একটি প্রাকৃতিক বরফ-শিবলিঙ্গ গঠিত হয়, যা চন্দ্রের কলার সঙ্গে সঙ্গে বড় ও ছোট হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, এই বরফ-শিবলিঙ্গ ভগবান শিবের অলৌকিক শক্তির প্রতীক।

শংকরের কুরুচিকর

● প্রথম পাতার পর

আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার সকালে শংকর প্রসাদ দত্তের বাড়িতে গিয়ে শাসক বিজেপি”র ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের নেতৃত্বের একাংশ তার বক্তব্য জানতে চান। শংকর প্রসাদ দত্ত তখন পরিষ্কারভাবে তাদের জানিয়ে দেন তিনি কোন ধর্মকে অসম্মান করার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেননি এবং এটা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীও না। অথচ এরপরও মঙ্গলবার বিকালে শাসক দলের পক্ষ থেকে উত্তেজক কথাবার্তা বলে শংকর দত্তের বাড়ির সামনে এবং সিপিআই (এম) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা অফিসের সামনে বিক্ষোভের নামে উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করেছে যুব মোর্চা।

শংকর প্রসাদ দত্তের বক্তব্যকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিকৃত করে ধর্মের সাথে মিলিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করা ও মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। সিআইটিইউ ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী শাসক দলের এই ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ করছে।

বিধায়কের নেতৃত্বে

● প্রথম পাতার পর

সিনহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মো: বদরুজ্জামান, প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, কংগ্রেস নেতা চন্দ্রশেখর সিনহা, যুব কংগ্রেস নেতা দ্বীপ সিনহা, সানু চৌধুরী সহ আরও অন্যান্যরা।

বিক্ষোভ প্রদর্শন চলাকালীন বিধায়ক বিরজিত সিনহা জানান যে, রাজধানী আগরতলা থেকে কয়েক শত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের পরিসেবা নিয়ে কয়েকবার রাজ্য বিধানসভায় স্বাস্থ্য মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর নজরে নেওয়ার পরও আজ অব্দি ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তীব্র জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে জেলা হাসপাতাল। জেলা হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব রয়েছে, বিশুদ্ধ পানীয়জল নেই, গোটা ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল অপরিস্কার ও অপরিচ্ছন্ন, হাসপাতালের টয়লেট বাথরুম ব্যবহারের অযোগ্য, কোনো ধরনের টেন্ডার ছাড়াই ঔষধ ক্রয় করা হচ্ছে। এতসবের পরও জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উদাসীন।

জেলা হাসপাতালের এই অবস্থা নিয়ে বিধায়ক বিরজিত সিনহা ঊনকোটি জেলাশাসকের তীব্র সমালোচনা করেন। জেলাশাসকের পক্ষ থেকে জেলা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিসেবা নিয়ে কোনো ধরনের পদক্ষেপ না নেওয়ার অভিযোগ এনে জেলাশাসকের তীব্র সমালোচনা করেন বিরজিত সিনহা। তাছাড়া ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের রোগী কল্যান সমিতির ভূমিকা নিয়েও সরব হয়েছেন বিধায়ক বিরজিত সিনহা। রোগী কল্যান সমিতির পক্ষ থেকে কোনো ধরনের বৈঠক ডাকা হয়না। বিরজিত সিনহা একজন জনপ্রতিনিধি হওয়া স্বত্বেও উনাকে রোগী কল্যান সমিতির বৈঠকে আমন্ত্রণ করা হয়না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। প্রায় এক ঘন্টা জেলা হাসপাতালের সম্মুখে কৈলাসহর-ধর্মনগর রাস্তা অবরোধ করার পর জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে যুব কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। এদিকে বিক্ষোভের ফলে দুদিন থেকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। তীব্র ভোগান্তির শিকার হয়েছেন যান চালক থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীরা।

১৬১৫ জন শিক্ষক

● প্রথম পাতার পর

জন ডেন্টাল মেডিক্যাল অফিসার টিপিএসসি”র মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে।

স্ব-দলীয় নেতার বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

পতাকা তলে সামিল হয়ে দলের বদনাম করে চলেছে বলেও তিনি গুরুতর অভিযোগ করেছেন। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি পুলিশকেও বলেছেন। কিন্তু পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। সেজন্য তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন নেশা কারবারি রতন দাসের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে। তিনি নিজে তাদের সঙ্গে থাকবেন বলেও জানিয়েছেন। প্রয়োজন হলে বোল্ডওজার দিয়ে তার দোকান ও বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে বলেও এদের তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল পরে বলেন তাঁর এলাকায় শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ বিনষ্ট করছে এধরনের কোন কাজ তিনি বরদাস্ত করবেন না। বিধায়ক রামপ্রসাদ পালের এই বক্তব্য খুবই ইতিবাচক বলে মনে করছেন এলাকার জনগণ।

তরমুজ খেয়ে অসুস্থ

● প্রথম পাতার পর

তিনি জানান ঘটনা যতটুকু শোনা গেছে ততটাই সত্যি। গতকাল রাতেই তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে। তবে যেহেতু তরমুজ সবটাই তারা খেয়ে ফেলেছেন বাকি কোন অংশ তাদের কাছে নেই তাই সেটাকে পরীক্ষা করে সঠিক কোন তথ্য দেওয়া এ মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। তবে এই বিষয়ে পরিষ্কার যে খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে অসুস্থ হয়েছে একই পরিবারের পাঁচজন। বর্তমানে তাদের অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল। তবে তরমুজের মধ্যে কিছু থাকলেও থাকতে পারে। তবে ইতিমধ্যেই বিলোনিয়া শহর জুড়ে তরমুজ আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

কমলপুর টাউন হলে ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৫ জুলাই: কমলপুর টাউন হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ।

রাষ্ট্রীয় বিদ্যার্থী দিবস উপলক্ষে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ কমলপুর নগর শাখার উদ্যোগে মঙ্গলবার কমলপুর টাউন হলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ অভিজিৎ দেবনাথ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ত্রিপুরার প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী তুষার ভৌমিক, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কমলপুর নগর শাখার সম্পাদিকা সুস্মিতা দেব প্রমুখ।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ভিত্তিক লোকনৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা লোকনৃত্যতে অংশগ্রহণ করে। পরে কৃতি ছাত্র ছাত্রী ও লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের পুরস্কার করা হয়। বক্তব্য রাখেন কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ অভিজিৎ দেবনাথ ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ত্রিপুরার প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী তুষার ভৌমিক।

বিভিন্ন ট্যাক্স লাগু করে

● প্রথম পাতার পর

পার্টি অফিসে ম্যারাথন ব্যক্তব রেখেছেন। তিনি বিদ্যুৎ মন্ত্রী হয়ে দফতরের তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন না করে কৌশলে বিজেপি পার্টি অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। এমনকি, ওই সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ বেহাল অবস্থাকে ঢাকা দিয়ে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেছেন। তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার বিদ্যুৎ পরিষেবাকে পুরোপুরি বেসরকারিকরণ করার জন্য স্মার্ট মিটার প্রকল্পে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার পাশাপাশি, জলের মাশুলও বৃদ্ধি করেছে সরকার। আসলে বিজেপি সরকার বিভিন্ন ট্যাক্স লাগু করে জনগণের প্যাকেট কাটার ধান্দা করছে। এর বিরুদ্ধে জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

পাঁচদিন ধরে অঙ্গনওয়ারি

● প্রথম পাতার পর

করতে পারছে না। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘরটিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া মিড ডে মিল প্রকল্পের শিশুদের খিচুড়ি রান্না করা কষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী দুদিনের মধ্যে কচিকাঁচাদের মিড ডে মিল খাবার বন্ধ হয়ে যাবে। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়েছেন, এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ।

রান্নার গ্যাসের দাবিতে

● প্রথম পাতার পর

অবরোধ করে গ্রাহকরা। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে রান্নার গ্যাস পাচ্ছে না ছৈলেংটা এলাকার জনগণ। তাদের অভিযোগ থালছড়া থেকে ছৈলেংটা এসে প্রতিদিন ঘুরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু রান্নার গ্যাস মিলছে না। আজ বাধ্য হয়ে ছৈলেংটা থেকে মনু যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করে গ্রাহকরা।

বাংলাদেশে উপেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

স্বাগত জানাচ্ছেন সাংস্কৃতিক মহল।

এই বিষয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এই খবর অত্যন্ত দুঃখের। মঙ্গলবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এক আবেগঘন বার্তা দিয়ে তিনি জানান, এই খবর অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও গভীর উদ্বেগজনক।

রায় পরিবার বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। উপেন্দ্রকিশোর বাংলার নবজাগরণের একজন স্তম্ভ। তাই আমি মনে করি, এই বাড়ি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

উল্লেখ্য, এই বাড়িটিই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদা) স্মৃতিবিজড়িত বাসভবন ছিল। বাড়িটির মালিক ছিলেন হরিকিশোর রায়, যিনি উপেন্দ্রকিশোরের পালক পিতা ছিলেন। এই ঐতিহাসিক ভবনটি বহু বছর ধরে বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমি, ময়মনসিংহ জেলা শাখা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। সম্প্রতি শিশু অ্যাকাডেমি ভবনটি ভেঙে সেখানে বহুতল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবং ইতিমধ্যেই ভবনের সামনের বড় একটি অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে।

বিষয়টি জানার পর বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ভাঙার কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। বিভাগের ময়মনসিংহ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, ভবনটি যদিও প্রত্নতাত্ত্বিক তালিকাভুক্ত নয়, তথাপি ১০০ বছরের বেশি পুরনো যে কোনও ভবন ভাঙার আগে বিভাগকে জানানো বাধ্যতামূলক। বিশেষত, ভবনটির সঙ্গে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের স্মৃতি জড়িত থাকায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

ভবন ভাঙার খবর ছড়িয়ে পড়তেই নাগরিক সমাজ ও ইতিহাসপ্রেমীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। অনেকেই বলছেন, এই ধরনের হেরিটেজ বিল্ডিং যদি রক্ষা না পায়, তাহলে ধীরে ধীরে দেশের ইতিহাস মুছে যাবে।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন “খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরে সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদা, স্বয়ং স্বনামধন্য সাহিত্যিক-সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর স্মৃতিজড়িত তাঁদের পৈতৃক বাড়িটি নাকি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ভাঙার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল বলে খবর প্রকাশিত। এই সংবাদ অত্যন্ত দুঃখের।” তিনি আরও বলেন “রায় পরিবার বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। উপেন্দ্রকিশোর বাংলার নবজাগরণের একজন স্তম্ভ। তাই আমি মনে করি, এই বাড়ি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।”

এই ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য রক্ষায় আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আবেদন “আমি বাংলাদেশ সরকার ও ওই দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন করব, এই ঐতিহ্যশালী বাড়িটিকে রক্ষা করার জন্য। ভারত সরকারকেও অনুরোধ করব, বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে নজর দিন।” উল্লেখ্য, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী শুধু সত্যজিৎ রায়ের পূর্বপুরুষ নন, তিনি নিজে একজন বিশিষ্ট লেখক, চিত্রকর, সংগঠক ও 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। বাংলার নবজাগরণ-যুগে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি ভেঙে ফেলার পরিকল্পনায় ক্ষুব্ধ বাংলা ও আন্তর্জাতিক বাঙালি সমাজ। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের নানা প্রান্ত থেকে বিষয়টি রক্ষার দাবি উঠেছে।

প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত রাজস্থান ও অন্যান্য রাজ্য, ১২ জনের মৃত্যু, রেল ও স্কুল পরিষেবা প্রভাবিত, আইএমডি জারি করল রেড ও অরেঞ্জ অ্যালার্ট

জয়পুর/রাঁচি/শিমলা/ঘাটাল, ১৫ জুলাই: প্রবল বর্ষণে রাজস্থানের কোটা, পালি, জালোর ও ধৌলপুর জেলায় জলমগ্ন অবস্থা দেখা দিয়েছে। চম্বল নদীর জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় কোটা ব্যারেজ থেকে ২ লক্ষ কিউসেকেরও বেশি জল ছাড়া হয়েছে। এর ফলে নিচু এলাকার বহু বাসিন্দা গৃহবন্দি হয়ে পড়েছেন। এসডিআরএফ উদ্ধারকারী দল রানপুর, অনন্তপুর, দেবলি আরব ও কোটিল্য নগরসহ একাধিক এলাকা থেকে ১৫০ জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কোটা জেলায় একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এক কলেজ ছাত্রী স্কুটার নিয়ে জলবাহিত হয়ে প্রাণ হারান। চম্বল নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে সাতজন ভেসে গেলে একজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে, পালি শহরে মরসুমি নদীর জল উপচে পড়ায় রামদেব রোড, সিন্ধি কলোনি ও গান্ধীনগর এলাকায় জল জমে গেছে এবং সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। জালোর ও জোধপুরে রেল লাইনের উপর জল জমে যাওয়ায় মারওয়ার জাংশন থেকে লুনি পর্যন্ত বহু ট্রেন বাতিল ও ডাইভার্ট করা হয়েছে। সাবরমতী এক্সপ্রেসও বাতিল হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে ১৭ জুলাই পর্যন্ত অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় সমস্ত স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষা বিঘ্নিত না করতে অনলাইন ক্লাস চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষত সারাইকেলা-খরসাওয়ান, পূর্ব ও পশ্চিম সিংভূমে প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। গুমলা, খুঁটি ও সিমডেগা জেলায় অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি হয়েছে। হিমাচল প্রদেশে বর্ষা শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ১০৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৬১ জনের মৃত্যু হয়েছে ভূমিধস, ফ্ল্যাশ ফ্লাড, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা মান্ডি, যেখানে ১৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কাংড়ায় ১৪ এবং হামিরপুরে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল অঞ্চলে প্রবল বর্ষণে প্লাবিত হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। এক সাত বছরের স্কুল ছাত্রীসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে। দিল্লি- এনসিআর এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, বজ্রপাত ও ধূলিঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর এই এলাকায় ইয়েলো অ্যালার্ট জারি করেছে। ভারতের আবহাওয়া দফতর রাজস্থানের পালি, কোটা, জোধপুর, নাগৌর ও আজমেরের জন্য রেড অ্যালার্ট এবং ভিলওয়াড়া, সিরোহি, টঙ্ক ও বুন্দির জন্য অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করেছে। পূর্ব ও মধ্য ভারতের বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশেও অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

সামুদ্রিক পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক। আবহাওয়া দফতর ১৫ থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মাছ ধরার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কেরল, কর্ণাটক, গাল্ফ অফ মান্নার ও আন্দামান সাগরে তীব্র ঝড় ও স্রোতের সম্ভাবনা থাকায় মৎস্যজীবীদের ওইসব অঞ্চলে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দেশজুড়ে বৃষ্টির এই পরিস্থিতিতে সমস্ত রাজ্য ও জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে এবং নাগরিকদের বাড়ির ভিতরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের উদ্যোগে ১৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ইউএভি ও কাউন্টার ইউএএস স্বদেশীকরণ বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে আত্মনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সদর দপ্তর ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফ এবং সেন্টার ফর জয়েন্ট ওয়ারফেয়ার স্টাডিজ যৌথভাবে আগামী ১৬ জুলাই, ২০২৫ দিল্লির ম্যানেকশ শ সেন্টারে একটি উচ্চপর্যায়ের কর্মশালা ও প্রদর্শনী আয়োজন করতে চলেছে। কর্মশালার বিষয়"ইউএভি ও কাউন্টার ইউএএস-এ ব্যবহৃত অত্যাবশ্যক আমদানিকৃত উপাদানসমূহের স্বদেশীকরণ"।

এই কর্মশালাটি এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন ভারত সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান সীমানা উত্তেজনা ও 'অপারেশন সিন্দুর'-এর মতো বাস্তব সামরিক প্রেক্ষাপটে ইউএভি ও কাউন্টার ইউএএস প্রযুক্তির কার্যকারিতা অনুধাবন করেছে। ওই অভিযানে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার শুধু যে অপারেশনাল সাফল্য এনেছে, তাই নয়মানবসন্তানের জীবন রক্ষা, সঠিক টার্গেট চিহ্নিতকরণ ও কৌশলগত তথ্য আহরণের দিক থেকেও তা অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রেক্ষাপটে দেশীয় প্রযুক্তির পরিপক্কতা এবং নির্ভরযোগ্যতা আরও একবার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমানে ভারতের সামরিক ইউএভি ও কাউন্টার ইউএএস ব্যবস্থার অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিদেশি মূল যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক সংস্থার উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরতাকে কমিয়ে সম্পূর্ণ স্বদেশী প্রযুক্তি-নির্ভর ইউএভি ও কাউন্টার ইউএএস সিস্টেম তৈরির কৌশলগত রোডম্যাপ তৈরি করাই এই কর্মশালার মুখ্য উদ্দেশ্য। কর্মশালাটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম হবে যেখানে দেশের শীর্ষ প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক, সামরিক আধিকারিক, বিজ্ঞানী এবং বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ একত্রে অংশগ্রহণ করবেন। তারা মেধা, অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সংমিশ্রণে একটি সুসংহত স্বদেশীকরণ কৌশল নির্মাণে সহায়তা করবেন।

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, যিনি কর্মশালার উদ্বোধন করবেন এবং প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির আত্মনির্ভর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেবেন। দিনব্যাপী বিভিন্ন অধিবেশন শেষে সমাপ্তি বক্তব্য প্রদান করবেন ইনটিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফের প্রধান এয়ার মার্শাল অশ্বতোষ দীক্ষিত। তিনি কর্মশালার মূল আলোচনার সারাংশ তুলে ধরবেন এবং ইউএভি ও কাউন্টার ইউএএস-এর জন্য স্বদেশীকরণের উপর ভিত্তি করে একটি 'কৌশলগত নীতিনির্ধারণী নথি ' উপস্থাপন করবেন।

এই কর্মশালার অন্যতম আকর্ষণ হবে স্বদেশী প্রযুক্তির লাইভ ডেমোনস্ট্রেশন, যেখানে দেশীয় সংস্থা ও স্টার্টআপগুলো তাদের উদ্ভাবিত ইউএভি ও কাউন্টার ইউএএস সমাধান প্রদর্শন করবে। এছাড়া, কর্মশালায় আলোচনা হবে কীভাবে প্রযুক্তিগত, আর্থিক ও নীতিগত বাধা দূর করে ইউএভি ও সি-ইউএএস প্রযুক্তির সম্পূর্ণ দেশীয় উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায়।

এই উদ্যোগ ভারতের 'আত্মনির্ভর ভারত' কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে। শুধু প্রতিরক্ষা খাতেই নয়, এটি ভারতের বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত নেতৃত্ব অর্জনের স্বপ্নপূরণেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে চলেছে। ভারত যাতে ভবিষ্যতে ইউএভি ও কাউন্টার ইউএস প্রযুক্তির একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, সে লক্ষ্যে এই কর্মশালায় নির্ধারিত হবে একটি সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা।

অতএব, এই কর্মশালা শুধু একটি পলিসি আলোচনার মঞ্চ নয়বরং এটি ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ রূপরেখা স্থির করতে চলেছে। এর মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে ভারত।

দুর্ঘটনার শিকার হয়েছি', শেষ ফোনে স্ত্রীর কাছে বলেছিলেন পটনার অভিষেক, দেহ উদ্ধার কুয়ো থেকে

পটনা, ১৫ জুলাই: রবিবার রাত থেকে নিখোঁজ থাকা এক বীমা সংস্থার শাখা ব্যবস্থাপক অভিষেক বরুণের (৩৮) দেহ সোমবার সকালে উদ্ধার করা হয়েছে একটি কুয়ো থেকে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এটি একটি দুর্ঘটনা, তবে সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। অভিষেক বরুণ, যিনি আইসিআইসিআই লমবার্ড বীমা সংস্থার পটনা শাখার ম্যানেজার ছিলেন, রবিবার রাতে রামকৃষ্ণ নগরে একটি অনুষ্ঠানে স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে অংশ নেন। পরে তিনি স্ত্রী-সন্তানকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন এবং জানান যে তিনি পরে ফিরবেন।

স্ত্রী জানিয়েছেন, বাড়ি পৌঁছে অভিষেককে ফোন করলে তিনি জানান যে তিনি বাড়ির পথে রয়েছেন। রামকৃষ্ণ নগর থেকে তাঁর কঙ্করবাগের বাড়ির দূরত্ব প্রায় ৩ কিমি। কিছুক্ষণ পরে অভিষেক আবার ফোন করে জানান, তিনি একটি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। এরপর ফোনটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পরে তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করা হয়। সোমবার সকালে হাসানপুরা এলাকায় একটি কৃষিজমির পাশে থাকা কুয়ো থেকে অভিষেকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। উল্লেখ্য, ঘটনাস্থল রামকৃষ্ণ নগর থেকে প্রায় ৯ কিমি দূরে।

ঘটনা সম্পর্কে ডিএসপি সুশীল কুমার সংবাদমাধ্যমকে জানান, "১৩ জুলাই তিনি রাত ১০টা নাগাদ অনুষ্ঠান ছেড়ে একা বাইকে রওনা দেন। শেষ ফোনে তিনি স্ত্রীকে জানান, বাইকটি তাঁর ওপর পড়ে গেছে এবং তিনি দেয়াল ঘেরা জায়গায় আছেন। প্রাথমিকভাবে এটি একটি দুর্ঘটনার ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। তদন্ত চলছে।"

অন্য এক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, "সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, অভিষেক একাই বাইক চালাচ্ছিলেন, কেউ তাঁর পেছনে ছিল না। এটি মদ্যপ অবস্থায় হওয়া দুর্ঘটনাও হতে পারে। তবে আমরা সব দিক খতিয়ে দেখছি দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা না কি কোনো ষড়যন্ত্র। এখনই কিছু নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।"

পুলিশ সাধারণ মানুষকে গুজব না ছড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছে এবং বলেছে, যদি কোনো অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে সেটি প্রকাশ্যে আনা হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থিরু ক. কামরাজ জীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই: আজ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী নেতা এবং তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী থিরু কুমারাস্বামী কামরাজ'র জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁর জীবন ও আদর্শকে স্মরণ করে বিশেষ বার্তা দেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী আজ সকালে এক্স-এ একাধিক পোস্টের মাধ্যমে কামরাজ'র প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি লিখেছেন, 'থিরু ক. কামরাজ জীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন এবং স্বাধীনতার পর দেশের গঠনের সূচনালগ্নে মূল্যবান নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। তাঁর মহান আদর্শ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর জোর আমাদের সকলকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে।' থিরু ক. কামরাজ ছিলেন ভারতের কংগ্রেস দলের একজন প্রভাবশালী নেতা। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার আনেন। তাঁর সময়কালে বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নভোজ (মিড-ডে মিল) চালু হয়, যা পরে জাতীয় পর্যায়ে একটি সফল মডেল হিসেবে স্বীকৃত হয়। কামরাজ 'কামরাজ প্ল্যান'-এর মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসেন। এই পরিকল্পনার অধীনে অনেক শীর্ষ কংগ্রেস নেতা প্রশাসনিক পদ থেকে পদত্যাগ করে সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজে মনোনিবেশ করেন। এই অনন্য পদক্ষেপ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত।

এক মানব পাচারকারী ও নেশা কারবারী আটক

আগরতলা, ১৫ জুলাই: এক মানব পাচারকারী এবং নেশাকারবারীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে জিআরপি থানার পুলিশ।

জিআরপি থানার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার রাতে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে নেশাকারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এক যুবতীকে আটক করা হয়েছে। তার নাম ঝুমা দেববর্মা, তার বাড়ি বিশ্রামপাড়া তৈদু বলে জানিয়েছে সে। তার সঙ্গে একটি ট্রলিব্যাগ ছিল, সেই ব্যাগেই গাঁজা ভর্তি করে বহি:রাজ্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল সে। প্রথমে করিমগঞ্জ এবং সেখান থেকে পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে এই গাঁজা গুলি নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছে ওই যুবতী।

জিআরপি থানার পুলিশ এবং আরপিএফ এর যৌথ অভিযানে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে ওই যুবতিকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

অপরদিকে জিআরপি, বিএসএফ এবং বামুটিয়া ফাঁড়ি থানার যৌথ উদ্যোগে কমল দাস নামে এক মানব পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। তার বাড়ি বামুটিয়া বলে জানা গেছে। তাকেও আজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ঠিকাদার আব্দুল মান্নানের বাড়িতে দুষ্কৃতীদের হামলা, আহত ৩

আগরতলা, ১৫ জুলাই : আজ সকাল ১১ টায় জনবহুল হকার্স কর্নার এলাকায় স্থানীয় ঠিকাদার আব্দুল মান্নানের বাড়িতে হঠাৎ হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতকারী। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হন আব্দুল মান্নান সহ আরও দুইজন। বর্তমানে তারা ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আচমকা হামলার ফলে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঠিকাদারের শ্যালক সোহেল আহমেদ জানিয়েছেন, এটা দিনের বেলায় প্রকাশ্য বর্বরোচিত হামলা। বাড়ির ভিতরে শিশুরাও ছিল, সবাই আতঙ্কে আছে। কোথায় আইনের শাসন, বলে প্রশ্ন উঠেছে।

প্রাথমিকভাবে অনুমান, ঠিকাদারী ব্যবসায় প্রতিযোগিতার জেরেই এই হামলা। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয়রা অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন।

খোয়াইয়ে ফের চুরির ঘটনা সংঘটিত

আগরতলা, ১৫ জুলাই: আজ ফের চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে খোয়াইয়ে। বাড়ি ভর্তি মানুষ যখন ঘুমোচ্ছে, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রথমে গেইটের তালা, তারপর বারান্দার তালা ভেঙে লক্ষাধিক টাকার একটি বাইক ও সাইকেল নিয়ে চম্পট দিল চোর। ঘটনাটি ঘটেছে খোয়াই চড়গনকি সুভাষপার্ক কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে বাড়ির মালিক সুব্রত বণিক জানিয়েছেন, প্রতিদিন কার মতো ঘরের বারান্দায় একটি বাইক এবং একটি সাইকেল রেখে ঘুমাতে যান প্রত্যেকে। আজ ভোর প্রায় পাঁচটা নাগাদ উঠে দেখতে পান বারান্দায় রাখা বাইক এবং সাইকেল কোনোটিই নেই। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে চুরির ঘটনা লিপিবদ্ধ করে তদন্ত শুরু করেছে। প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনায় রাজ্যের কোন না কোন জায়গায় ঘটে চলেছে। খোয়াইয়ের বিভিন্ন এলাকাতেও এই চুরির ঘটনা দিন কে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন সাধারণ জনগন।

হাওড়া নদীতে লক্ষাধিক মাছের পোনা ছাড়লেন মেয়র

আগরতলা, ১৫ জুলাই: মঙ্গলবার মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে "প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা" প্রকল্পের অধীনে "জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন সংস্থার" আর্থিক সহায়তায় যোগেন্দ্রনগর বিদ্যাসাগর সেতু সংলগ্ন "হাওড়া নদীতে" বিভিন্ন প্রজাতির লক্ষাধিক মাছের পোনা হাওড়া নদীতে ছাড়া হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। মেয়র ইন কাউন্সিল বাপি দাস সহ অন্যান্যরা।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দীপক মজুমদার বলেন, যারা বিভিন্ন নদী-নালাতে মৎস্য চাষ ও শিকার করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে তাদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার মঙ্গলবারের এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনে এবং মৎস্য চাষের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সার্বিক উন্নয়ন হচ্ছে। এর জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আজকের এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটি আগামী দিনে সফল হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মেয়র। আগামীদিনেও এধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে মৎস্য সম্পদকে আরো সমৃদ্ধ করার প্রয়াস গ্রহণ করা হবে বলে জানান মেয়র দীপক মজুমদার।

মাটির নিচ থেকে ১৬ লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার

আগরতলা, ১৫ জুলাই: মাটির নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার গাঁজা। ঘটনায় এক যুবককে আটক করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে সোনামুড়া থানাধীন ইন্দুরিয়া এলাকায়।

ঘটনার বিবরনে পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, পুলিশের কাছে গোপন খবর ছিল সোনামুড়া থানাধীন ইন্দুরিয়া বান্দারীছড়া এলাকায় প্রচুর পরিমাণে গাঁজা মজুদ রয়েছে। এই খবরের ভিত্তিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে অভিযান চালায়। টিলার উপরে অবস্থিত বাড়িটি ঘিরে ফেলে পুলিশ। ওই বাড়িতেই তল্লাশি চালিয়ে মাটির নিচ থেকে মোট ৮ টি ড্রামে ৩৪৫ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১৬ লক্ষ টাকা হতে পারে। পাশাপাশি ওই বাড়ি থেকে ইকবাল হোসেন নামে যুবককে আটক করা হয়েছে। পুলিশ তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

সিভিল হাসপাতালের কাজের অগ্রগতি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে মেয়র দীপক মজুমদার

আগরতলা, ১৫ জুলাই: সিভিল হাসপাতালের কাজের অগ্রগতি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হলেন মেয়র দীপক মজুমদার। মঙ্গলবার পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের কার্য্যালয়ে সিভিল হাসপাতালের কাজের অগ্রগতি নিয়ে পর্য্যালোচনা বৈঠক করা হয়।

মেয়র দীপক মজুমদার জানান, রাজধানীর জ্যাকশন গেইট এলাকায় রাজ্য সরকার সিভিল হাসপাতাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই মোতাবেক কাজও শুরু হয়। সিভিল হাসপাতালের কাজের অগ্রগতি নিয়ে এইদিন আলোচনা করা হয়েছে। এইদিনের আলোচনার পর সিভিল হাসপাতাল নির্মাণের কাজের গতি আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে, পুর নিগমের কমিশনার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর বদান্যতায় কদমতলা ব্লকের আয়ুষ আরোগ্য মন্দিরের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত জনগন, মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৫ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত উত্তর ফুলবাড়ি এলাকায় স্থাপিত 'আয়ুষ আরোগ্য মন্দির' প্রকল্পভুক্ত সাবসেন্টারটির পরিষেবা থেকে বঞ্চিত সাধারণ নাগরিক। এই কেন্দ্রটি আয়ুষ মিশনের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ মানুষকে সুলভ ও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান। কিন্তু বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী মনোয়ারা বেগম নিয়মিতভাবে দেরিতে আসেন। যদিও কেন্দ্রটি সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে খোলার কথা, কিন্তু ১৫ জুলাই সকালে সাড়ে দশটা পেরিয়ে গেলেও স্বাস্থ্যকর্মীর দেখা মেলেনি। এলাকাবাসীর বক্তব্য অনুযায়ী, "ওষুধ ও প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরণ থাকা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র দিদি মনোয়ারা বেগমের অনিয়মিত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন উপস্থিতির জন্য আমরা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।"এই অভিযোগ যে নিছক জনমত নয়, তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইনচার্জ সন্দীপ দেব।

তিনি জানিয়েছেন, "মনোয়ারা বেগম প্রায়ই দেরি করে আসেন। বিষয়টি আমরা নজরে রেখেছি এবং দপ্তরের পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।" স্থানীয়দের বক্তব্য, শুধুমাত্র পরিকাঠামো তৈরি করলেই স্বাস্থ্যপরিষেবা উন্নত হয় না, প্রয়োজন যথাযথ জনবল, কর্মীদের নিষ্ঠা, এবং নিয়মিত মনিটরিং। সরকারি কর্মীদের গাফিলতির বোঝা জনসাধারণকে বইতে হচ্ছে। প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীর উপর যে দায়িত্ব বর্তায়, তা তাঁরা যদি পালন না করেন, তবে এ ধরনের কেন্দ্র খোলা অর্থহীন হয়ে পড়ে।এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। একদিকে যেমন স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের ভরসা ধরে রাখার জন্য প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন, তেমনি এই ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না হলে, ভবিষ্যতে অন্যান্য কেন্দ্রগুলির কর্মচারীদের মধ্যেও অনীহা ও উদাসীনতা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা।

গ্রামবাসীরা একবাক্যে বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা কোনো দয়া নয়, এটা আমাদের মৌলিক অধিকার। যদি এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হই, তবে আমরা কোথায় যাব? এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত ও সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিনা, এখন সেটাই দেখার।

ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ওয়ান ভিলেজ ওয়ান অফিসার সম্পর্ক নামে কর্মসূচি গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৫ জুলাই: ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ওয়ান ভিলেজ ওয়ান অফিসার সম্পর্ক নামে একটি কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কাজকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ সার্কিট হাউস কনফারেন্স হলে জেলার সমস্ত দপ্তরের অফিসারবৃন্দদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সবাই উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সন্তোষ ধর, পুরপরিষদের চেয়ারম্যান চপ্পল রানী দেবরায়, ডি এম তমাল মজুমদার, ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুদামিকা আর, অতিরিক্ত দুই জেলাশাসক অর্ঘ্য সাহা , এল ডালং, দুই মহকুমা শাসক সহ সর্বস্তরের জেলার অফিসার বিন্দুরা।

এখন থেকে প্রতিটি ভিলেজ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একজন অফিসার নির্ধারিত থাকবেন। তারা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে খোঁজখবর রাখবেন ও প্রশাসনের নজরে নিয়ে আসবেন। জেলাশাসকের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেকেই।

লংতরাইভ্যালি মহকুমায় মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালি, ১৫ জুলাই: লংতরাইভ্যালি মহকুমার মনু উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্লক রিসোর্স সেন্টারে আজ এক মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে বিধায়ক পল দাংশু বলেন, রক্তদান একটি মহৎ কাজ। রক্তদানের মাধ্যমে অনেক জীবন বাঁচানো সম্ভব। রক্তদানের মাধ্যমে একজনের জীবন বাঁচানোর পাশাপাশি নিজের মধ্যে শান্তি, খুশি এবং আত্মসন্তুষ্টিবোধ জেগে উঠে। তিনি বলেন, রক্তদান শিবিরের আয়োজন একটি মহৎ সামাজিক কাজ, যার কোন বিকল্প নেই। রক্তদানে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এমডিসি সঞ্জয় দাস, লংতরাইভ্যালি মহকুমার মহকুমা শাসক সুব্রত দাস, ধলাই জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিক মধুসুদন দেববর্মা, সমাজসেবী সঞ্জীব দেববর্মা এবং বিদ্যালয় পরিদর্শক পরিতোষ দাস। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মনু উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মলিন দেববর্মা। অনুরূপ রক্তদান শিবির গত ১১ জুলাই ছামনুতে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে লংতরাইভ্যালি মহকুমার এডুকেশন ইন্সপেক্টরেট।

বিলোনিয়া আমলাপাড়ায় বৃষ্টির জল জমে ভোগান্তি, পরিদর্শনে জেলাশাসক

বিলোনিয়া, ১৫ জুলাই: প্রতিটা বর্ষায় বিলোনীয়া শহর জলমগ্ন হচ্ছে। শহরের স্মৃতি মন্দির এলাকার আমলা পাড়ার জনগণকে সবচেয়ে বেশি বর্ষার জমা জলে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। আজ এলাকা পরিদর্শন করছেন জেলাশাসক মহঃসাজিদ পি।

চলিত মাসের প্রথমদিকে দুইদিনের অবিরাম বর্ষনে গোটা বিলোনীয়া শহর জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার সাথে জল ও নেমে গেছে। কিন্তু আমলাপাড়া এলাকায় বর্ষার জল এক কোমড় পর্যন্ত হয়ে অনেক দিন জমা থাকে। ফলে জনগণকে ভীষন অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। বর্ষার জল নিস্কাষনের জন্য আমলা পাড়ার মহিলারা জোটবদ্ধ হয়ে জেলাশাসকের দৃষ্টিতে নেওয়ার পর মঙ্গলবার জেলাশাসক, পুর পরিষদের চেয়ারম্যান, এসডিএম, পুর পরিষদের স্থানীয় কাউন্সিলর সহ সরোজমিনে আমলা পাড়ার জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন।

স্থানীয় মহিলাদের বক্তব্য জাতীয় সড়ক হওয়ার পর গত তিন বছর ধরে এলাকায় জল জমে যাচ্ছে। জমা জল বের হওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। তার খেসারত দিতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। জেলা শাসক মহঃসাজিদ পি মহিলাদের সাথে কথা বলে জানান, জাতীয় সড়কের দুই পাশে ড্রেন করে জল নেমে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য পিডব্লিউডি, ওয়াটার রিসোর্স, এন এইচডিসিএল, পুর পরিষদের ইঞ্জিনিয়ার দের নিয়ে কমিটি করে ড্রেইন এবং জল নিস্কাষনের জন্য ফান্ড করে বরাদ্দ দিতে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে।

জেলা শাসক মহিলাদের আশ্বস্ত করে বলেন আগামী বর্ষার আগে এই জল জমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। শহরে বর্ষার জল নিষ্কাশনের জন্য আরো দুই তিনটা পাম্প দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলেও জেলাশাসক জানিয়েছেন।

অঙ্গন

ভালো খেলার পাশাপাশি দ্বিমুকুট জয়ের লক্ষ্য রয়েছে ব্লাডমাউথ ফুটবল টিমের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লক্ষ্য খেতাব জয় করা। পাশাপাশি রাজ্যের ফুটবলপ্রেমীদের ভালো খেলা উপহার দেওয়া। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এবছর মাঠে নামছে ঐতিহ্যবাহী ব্লাড মাউথ ক্লাব। আজ প্রতিপক্ষ টাউন ক্লাব। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত রাখাল শিল্ড নকআউট ফুটবলে। মঙ্গলবার ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাবের কমলা-কালো জার্সি তুলে দেওয়া হয় ফুটবলারদের হাতে। এক ঝাঁক প্রতিভাবান ফুটবলারদের নিয়ে এ বছর দল গড়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। দলে স্থানীয় সাতজন ফুটবলারের পাশাপাশি রয়েছেন মণিপুরের সাতজন, কেরলের ৬ জন এবং কলকাতার ৩ জন ফুটবলার।

সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাব সভাপতি তথা প্রাক্তন প্রখ্যাত কোচ বিমল রায় চৌধুরী বলেন, প্রতিবছরই আমরা ভালো দল গড়ার চেষ্টা করে থাকি। পাশাপাশি রাজ্যের ফুটবলপ্রেমীদের ভালো খেলা উপহার দেওয়া আমাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে। এই লক্ষ্যেই এ বছর গড়া হয়েছে দল। আশা করি ফুটবলাররা হতাশ করবে না। ভালো খেলে ক্লাবকে সাফল্য এনে দেবেই ফুটবলাররা। এবছর দলে রয়েছে তিনজন কোচ। চিফ কোচের দায়িত্বে থাকছেন কর্নেন্দু দেববর্মা। সহকারি কোচের দায়িত্বে থাকছেন মৃদুল মজুমদার এবং গোলকিপার কোচের দায়িত্বে থাকছেন কানাই যাদব। প্রায় ৩৫ লাখ টাকা বাজেটের এবছর দল গড়া হয়েছে।

ক্লাবের জার্সি স্পন্সর করেছে এবি কনস্ট্রাকশন।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের পক্ষ থেকে উৎপল গুপ্ত, শেখর দত্ত এবং দিলীপ সেনগুপ্ত। এবছর ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের জার্সি গায়ে দিয়ে মাঠে নামবেন কেরলের বিশাল বিজয়, মোহাম্মদ রফি, জিষ্ণু পি, অভিনব সি এ, আফদল ভারিকোড্ডান, কলকাতার সুরোজ দাস, আসিফ আলী মোল্লা, ইমরান আজহারউদ্দিন, মনিপুরের শান্তি কুমার সিং, সুরজ মাইতি, রতন সিং, দক্ষিণেশ্বর সিং, স্থানীয় ফুটবলারদের মধ্যে কুমার সৎনম ঘোষ, আচাইফান জমাতিয়া, স্টিফেন পল ডার্লং, প্রীতম সরকার, জাভেদ ডার্লং এবং ডেভিড রিয়াং। এবছর দলকে নেতৃত্ব দেবেন জাবেদ ডার্লং। প্রথম বর্ষ ব্লাড মাউথ ক্লাবকে নেতৃত্ব দিয়ে সাফল্য এনে দিতে বদ্ধপরিকর জাবেদ।

স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে ত্রিপুরায় তিন তিনটি জাতীয় স্তরের স্কুল ক্রীড়া আসরের আয়োজন করা হচ্ছে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ, মঙ্গলবার ভগৎ সিং যুব আবাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই সভা। ক্রীড়া মন্ত্রী তথা ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের চেয়ারম্যান টিংকু রায় সভাপতিত্ব করেন। ওই সভায় আগামী অর্থবছরের ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত বিভিন্ন আসরের ক্রীড়া সূচি তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জাতীয় স্তরের তিনটি ক্রীড়ার আসরকে সামনে রেখে পাঁচ কোটি টাকার বাজেট ধরা হয়েছে। নির্দিষ্ট উপায়ে এই বাজেট পেশ করা হবে। এদিকে স্কুল দাবার রাজ্য আসর আগরতলায় আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনূর্ধ ১৭ বালিকাদের ফুটবল আসর কৈলাশহরের দেওড়াছড়ায় এবং অনূর্ধ ১৫ বালকদের ফুটবল আসর গোমতি জেলায়, তবে অনূর্ধ ১৭ বালকদের ফুটবল আসর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আয়োজনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ নিয়ে রাজ্য এবং জেলা স্তরে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের কর্তাদের পাশাপাশি বিভিন্ন মহকুমার স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব প্রমূখ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ড সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত মহিলা ক্রিকেটের চারটি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিফলে গেলো ইন্দ্র রাণী জমাতিয়া এবং অম্বিকা দেবনাথের দুরন্ত ব্যাটিং। বৃষ্টিতে মাঝপথে পরিত্যক্ত হলো ম্যাচ। রাজ্য সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে। তালতলা স্কুল মাঠে মঙ্গলবার দাপটে সঙ্গে ব্যাটিং করছিলেন ত্রিপুরা সিনিয়র মহিলা দলের দুই ক্রিকেটার ইন্দ্র রাণী এবং অম্বিকা। ওই দুজনের ব্যাটিং তাণ্ডবে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন মোহনপুর মহকুমার বোলাররা। বৃষ্টির জন্য যখন খেলা বন্ধ হয় তখন ৩৪.৫ ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে বিশালগড় মহকুমা বিশাল ২১৯ রান করেছিলো। ইন্দ্ররানী ১০৫ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১৪ রানে এবং অম্বিকা ১১০ বল খেলে দশটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৫ রানে অপরাজিত থেকে যান। এরপর আর খেলা শুরু করা যায়নি বৃষ্টির জন্য। শেষ পর্যন্ত দু দলকে দুই পয়েন্ট করে দেওয়া হয়েছে। উদয়পুরের জামজুরি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়েছে মাঝপথে। উদয়পুর প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৩৭ রান করেছিল শান্তিরবাজার মহকুমার বিরুদ্ধে। দলের পক্ষে পূজা দাস ৩৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। এরপর বৃষ্টি শুরু হয় ম্যাচটি হয়নি। ২ পয়েন্ট করে পায় দু-দল। মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে সোনামুড়া প্রথম ব্যাট করতে নেমে দুই উইকেট হারিয়ে ৫৫ রান করার পর বৃষ্টি নামে। দলের পক্ষে পায়েল নম ৩২ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং রুম্পা সিনহা ১৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। সাব্রুম মহকুমার পক্ষে বীনা লক্ষ্মী ত্রিপুরা এবং সঙ্গীতা দেবনাথ একটি করে উইকেট দখল করেন। এম বি বি স্টেডিয়ামে সদরের বোলারদের দাপটে খোয়াই মহকুমা ছিল কোণঠাসা অবস্থায়। ৩০ ওভারে নয় হারিয়ে ৪৭ রান করেছিল খোয়াই মহকুমা। দলের পক্ষে অনামিকা দাস পচিশ রান করে ৬০ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে। সদরের পক্ষে অন্নপূর্ণা দাস সাত রানে পাঁচটি এবং অম্বেষা দাস দুই রানে তিনটি উইকেট দখল করেছিলেন। বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ায় দু-দলই পেলো ২ পয়েন্ট করে। আসরে প্রথম ম্যাচের পর আপাতত চার পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে রয়েছে ধর্মনগর মহাকুমা।

রাখাল শীল্ড : লাল বাহাদুরকে নকআউট করে সেমিফাইনালে নাইন বুলেটস ফরোয়ার্ডের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তারুণ্যের কাছে হার মানতে হলো লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগারকে। চার-এক গোলের বড় ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে লাইন বুলেটস সরাসরি সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের। ১১ জুলাই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগার ন্যূনতম গোলে বীরেন্দ্র ক্লাবকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেছিল।

আজ, মঙ্গলবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে নাইন বুলেটস ৪-১ গোলের ব্যবধানে লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগারকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। আগামী ১৮ জুলাই প্রথম সেমিফাইনালে নাইন বুলেটস ক্লাব ফরোয়ার্ড ক্লাবের মুখোমুখি হবে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টায় নৈশালোকের খেলায় প্রথম গোলটি হয় ১০ মিনিটের মাথায় প্রথম গোলটি করে লাইন বুলেটসের ভানলাল সাঙ্গা। ২৮ মিনিটের মাথায় ভাঙ্গা জোওয়ালা আরেকটি গোল করে ব্যবধান দুই শুন্য করে নেয়।

দ্বিতীয়ার্ধে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের খেলোয়াড়রা কিছুটা রক্ষণাত্মক খেলার চেষ্টা করলে নাইন বুলেটসের তরুণ ফুটবলারদের টপকে গোলের সন্ধান পায়নি।

তবে খেলার ৭৮ ও ৮৫ মিনিটের মাথায় ভান লাল সাঙ্গা এবং জোয়ালা ফের ক্রমান্বয়ে একটি করে গোল করলে ব্যবধান বেড়ে ৪-০ হয়।

তবে খেলার শেষ মুহূর্তে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের স্ট্রাইকার রিচার্ড একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে আনে।

এদিকে খেলার প্রথমার্ধে দুদলের তিনজনকে খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি ধনেশ সিং হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। দিনের খেলা: ব্লাড মাউথ ক্লাব বনাম টাউন ক্লাব, সন্ধ্যা ছয়টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

‘ক্লান্ত শরীরেও’ নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন, টেস্ট জয়ের চেয়ে উত্তেজক কিছু নেই স্টোকসের কাছে

২০১৯ সালের ১৪ জুলাই এক দিনের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইংল্যান্ড। ঠিক ছ’বছর পর সেই লর্ডসেই টান টান উত্তেজনায় ভরা টেস্ট ম্যাচ জিতলেন বেন স্টোকসেরা। ভারতের বিরুদ্ধে ২২ রানে জয়ের পর ছ’বছর আগের স্মৃতি উস্কে দিলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইক আর্থারটন। স্টোকসও শুরু করলেন বিশ্বজয় দিয়ে।ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার নেওয়ার পর স্টোকস বললেন, “হ্যাঁ, সকালে ঘুম থেকে উঠেই ছ’বছর আগের দিনটার কথা মনে পড়েছিল। আমি সোজা জফ্রা আর্চারের কাছে গেলাম। বিশ্বকাপ ফাইনালে আমাদের জয়ে আর্চারের বড় অবদান ছিল। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছিল। এই ম্যাচটা আমরা কী ভাবে জিততে পারি, সেটা নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বললাম। লর্ডসের জয়েও ভূমিকা রাখল জফ্রা। ব্রাইডন কার্সও বেশ ভাল বল করল।”টেস্ট জয় নিয়ে স্টোকস বলেছেন, “এমন একটা টেস্ট ম্যাচ জয় যদি কাউকে উত্তেজিত করতে না পারে, তা হলে আর কী উত্তেজিত করবে? শেষ উইকেটটা শোয়েব বসিরের কপালেই ছিল। ও কিন্তু দুর্দান্ত যোদ্ধা।”

স্টোকস মেনে নিয়েছেন ঋষভ পন্থের রান আউট ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, “খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় পন্থকে আমরা আউট করতে পেরেছি। ও একটু দ্বিধায় ছিল। সেটা দেখেই উইকেটে বল ছুড়ে ছিলাম। হাত থেকে বল বেরিয়ে যাওয়ার পরই বুঝতে পারি, উইকেট ভাঙবে।”রবিবার এবং সোমবার মিলিয়ে টানা ১৪ ওভার বল করেছেন স্টোকস। যেন নিজের কাঁধেই যাবতীয় দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন। তা নিয়ে স্টোকস বলেছেন, “ম্যাচে আমাদের সুযোগ ছিল। তাই নিজের সবটা দিতে চেয়েছিলাম। হাল ছাড়তে চাইনি। রবিবার অনেক ধকল গিয়েছে। তাও চেষ্টা করেছি শেষ পর্যন্ত। কোনও কিছুই আমাকে থামাতে পারত না। আমি অলরাউন্ডার। দলকে সাহায্য করার চারটি সুযোগ থাকে। দু’বার ব্যাট হাতে। দু’বার বল হাতে। যতটা সম্ভব সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি।”স্টোকস মেনে নিয়েছেন, তিনি ভীষণ ক্লান্ত। আপাতত কয়েক দিন বিশ্রাম নিয়ে আবার প্রস্তুতি শুরু করবেন। চতুর্থ টেস্টেই সিরিজ জয় নিশ্চিত করে নিতে চান ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

জাডেজা, বুমরাহের লড়াইয়ে মুগ্ধ শুভমন লর্ডসে হারের নেপথ্যে দু’টি কারণ উল্লেখ করলেন ভারত অধিনায়ক

লর্ডসে শেষ দিনের শেষ সেশনে ম্যাচ হারল ভারত। রবীন্দ্র জাডেজা, জসপ্রীত বুমরাহ এবং মহম্মদ সিরাজের হার-না-মানা লড়াই সত্ত্বেও হারতে হল ২২ রানে। সিরিজে ২-১ এগিয়ে গেল ইংল্যান্ড। ম্যাচের পর তিন ক্রিকেটারকে কুর্নিশ করলেন শুভমন গিল। হারের কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে দু’টি কারণের কথা উঠে এল তাঁর মুখে।সঞ্চালক মাইক আথারটন প্রথমেই প্রশ্ন করেন জাডেজাদের লড়াই নিয়ে। শুভমনের উত্তর, “ওদের ব্যাটিংয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত। পাঁচ দিন লড়াকু ক্রিকেট খেলা হয়েছে। যখন সেই লড়াই শেষ সেশনে শেষ উইকেটে পৌঁছে যায়, তখনই বোঝা যায় সেটা কতটা তীব্র ছিল। রান তাড়া করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম।”হারের নেপথ্যে টপ অর্ডারের ব্যর্থতা এবং প্রথম ইনিংসে লিড নিতে না পারাকে দুষেছেন শুভমন। বলেছেন, “সোমবার সকালেও ভেবেছিলাম ম্যাচটা জিতে যাব। কারণ অনেকের ব্যাট করা বাকি ছিল। তবে ইংল্যান্ড যে ভাবে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেললে তাতে মনে হল, টপ অর্ডারে অন্তত দুটো ৫০ রানের জুটি হলেই ম্যাচটা বার করে ফেলতে পারতাম। সেটা পারিনি। ইংল্যান্ড আমাদের চেয়ে ভাল খেলেছে।”তিনি আরও বলেন, “এক সময় ভেবেছিলাম ৮০-১০০ রানের লিড হলেই যথেষ্ট। কারণ পঞ্চম দিনে এই মাঠে ১৫০-২০০ রান তাড়া করা যে কিছুটা কঠিন সেটা আগে থেকেই জানতাম। তাই অন্তত ৮০ রানের লিড চেয়েছিলাম। তা হলেই ভাল জায়গায় থাকতাম। তা ছাড়া, চতুর্থ দিন শেষ এক ঘণ্টায় খুব খারাপ ব্যাট করেছি আমরা। বিশেষ করে শেষ দুটো উইকেট পড়া একেবারেই উচিত হয়নি। আজ সকালেও যদি একটা অন্তত ৫০ রানের জুটি হত, তা হলেই অনেকটা ভাল জায়গায় থাকতাম আমরা।”সিরিজে পিছিয়ে গিয়েও খুব একটা চিন্তিত নন শুভমন। তাঁর মতে, যে লড়াইটা তাঁরা করেছেন সেটাই আসল। ভারত অধিনায়কের কথায়, “কখনও কখনও সিরিজের স্কোরকার্ড আসল চিত্রটা পরিষ্কার করে না। আমরা ভাল ক্রিকেট খেলেছি। এখন থেকে আরও ভাল খেলব বাকি সিরিজে।”টেলএন্ডারদের সঙ্গে একা দীর্ঘ ক্ষণ লড়াই করেছেন জাডেজা। তাঁকে কি আলাদা বার্তা দিয়েছিলেন? শুভমনের উত্তর, “জাডেজা অনেক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। ওকে আলাদা করে বার্তা দেওয়ার দরকার পড়ে না। আমরা চাইছিলাম টেলএন্ডারদের নিয়ে যতটা সম্ভব ব্যাট করুক। সেটা পেরেছে।”সিরিজে দু’টি টেস্ট খেলে ফেললেন বুমরাহ। অর্থাৎ আর একটি টেস্টেই পাওয়া যাবে তাঁকে। ম্যাঞ্চেস্টারের পরের টেস্টে খেলবেন? শুভমনের সংক্ষিপ্ত উত্তর, “সময় এলেই জানতে পারবেন।”

ফুটবল : প্রথম ডিভিশন লীগ কমিটির সভা কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বৈঠক ১৭ জুলাই, বৃহস্পতিবার। আসন্ন ‘শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স’ চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ ফুটবলে অংশগ্রহণকারী ১০ দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে। ওই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রাজ্য ফুটবল সংস্থার অফিস বাড়িতে হবে সভা। ওই সভায় আসরের ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করা হবে। সভায় দশ ক্লাবের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি লিগ কমিটির সদস্যদের যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য লিগ কমিটির সচিব তপন সাহা অনুরোধ করেছেন।

ভারতকে হারানোর পরেই ধাক্কা স্টোকসদের, বাকি সিরিজ থেকে বাদ লর্ডসের শেষ বলের নায়ক

ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের শুরু থেকে চোটের সমস্যায় ইংল্যান্ড। দলের বেশ কয়েক জন পেসার চোটের কারণে শুরু থেকে খেলতে পারছেন না। এ বার আরও এক ক্রিকেটার চোট পেয়েছেন। ফলে সিরিজের বাকি দুই টেস্টে খেলতে পারবেন না দলের এক গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার।

লর্ডসে জিততে বড় ভূমিকা নিয়েছেন তিনি।লর্ডসে ফিল্ডিং করতে গিয়ে আঙুলে চোট পেয়েছেন শোয়েব বশির। তাঁর আঙুলের হাড়ে চিড় ধরেছে। সেই নিয়েই অবশ্য বল করেছেন তিনি। লর্ডসে ইংল্যান্ডের জয়ের নেপথ্যে বেন স্টোকস, জো রুট, জফ্রা আর্চারের মতো ক্রিকেটার থাকলেও বশিরের হাতেই শেষ হয়েছে ভারতের ইনিংস। তাঁর বলে ভারতের শেষ ব্যাটার মহম্মদ সিরাজ বোল্ড হয়েছেন। ভারতের লড়াই থামিয়েছেন তিনিই। লর্ডসে শেষ বলের নায়ক তিনি। তাঁকেই পরের দুই টেস্টে পাবেন না বেন স্টোকসেরা।ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড একটা বিবৃতিতে সে কথা জানিয়েছে। বিবৃতিতে লেখা, “শোয়েব বশিরের বাঁহাতের আঙুলে চিড় ধরেছে। ফলে ভারতের বিরুদ্ধে বাকি দুই টেস্টে তিনি আর খেলতে পারবে না। এই সপ্তাহের শেষেই তাঁর আঙুলে অস্ত্রোপচার করা হবে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের দল ঘোষণা করা হবে।”ইংল্যান্ডের হয়ে ১৯ টেস্ট খেলেছেন বশির। এখন তিনি দলের প্রধান স্পিনার। টেস্ট কেরিয়ারে ৬৮ উইকেট নিয়েছেন বশির। ইংল্যান্ডের মাঠে খেলা থাকলে মূলত এক স্পিনার খেলায় ইংল্যান্ড। বশিরের দায়িত্ব থাকে বল একটু পুরনো হলে উইকেট তোলার চেষ্টা করা। চলতি সিরিজে রান দিলেও বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়েছেন বশির। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিরাজের উইকেট। এখন দেখার বশিরের বিকল্প হিসাবে কাকে দলে নেয় ইংল্যান্ড।

লর্ডসের ব্যালকনিতে সৌরভের জার্সি ঘোরানোর ভিডিয়ো দেখে খেলতে নেমেছিলেন আর্চার, ফাঁস করলেন স্টোকস

সোমবার প্রথম স্পেলে ভারতকে জোড়া ধাক্কা দেন জফ্রা আর্চার। প্রথমে ঋষভ পন্থ ও তার পর ওয়াশিংটন সুন্দরকে আউট করেন তিনি। সেই ধাক্কা থেকে অনেক চেষ্টা করেও ফিরতে পারেনি ভারত। লর্ডসে ভারতকে হারানোর নেপথ্যে বড় ভূমিকা রয়েছে আর্চারের। সোমবার খেলতে নামার আগে লর্ডসের ব্যালকনিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জার্সি খুলে ঘোরানোর ভিডিয়ো দেখেছিলেন তিনি। গোপন কথা ফাঁস করলেন অধিনায়ক বেন স্টোকস।সোমবার ম্যাচ শেষে সাংবাদিক বৈঠকে স্টোকস বলেন, “খেলার আগে আর্চার সৌরভের জার্সি খুলে ঘোরানোর ভিডিয়ো দেখছিল। ও ভেবেছিল, বিশ্বকাপের ফাইনালে ওটা হয়েছিল। আমি ওকে বললাম, না। ওটা ন্যাটওয়েস্ট ফাইনালে হয়েছিল। বিশ্বকাপ ফাইনালে আমরা জিতেছিলাম।”২০০২ সালের ন্যাটওয়েস্ট ফাইনালে নাসের হুসেনের ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিলেন সৌরভেরা। ফাইনালে মহম্মদ কাইফ এবং যুবরাজ সিংহের জুটি দলকে জয়ের পথে নিয়ে গিয়েছিল। টান টান ম্যাচ জিতে লর্ডসের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে জার্সি খুলে ঘুরিয়েছিলেন সৌরভ। লর্ডসের ইতিহাসে এই ঘটনা জায়গা করে নিয়েছে। সেই ভিডিয়ো দেখেই কি অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন আর্চার? তার পর মাঠে নেমে আগুনে গতিতে ভারতীয় ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলেন তিনি। গড়েন ইংল্যান্ডের জয়ের ভিত।ছ’বছর আগে ১৪ জুলাই এই লর্ডসেই বিশ্বকাপ জিতেছিল ইংল্যান্ড। সেই ম্যাচেও বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন আর্চার। সোমবার সকালে আর্চারের সঙ্গে পরিকল্পনা সেরেছিলেন বলে জানিয়েছেন স্টোকস। তিনি বলেন, “সকালে ঘুম থেকে উঠেই ছ’বছর আগের দিনটার কথা মনে পড়েছিল। আমি সোজা আর্চারের কাছে গেলাম। বিশ্বকাপ ফাইনালে আমাদের জয়ে আর্চারের বড় অবদান ছিল। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছিল। এই ম্যাচটা আমরা কী ভাবে জিততে পারি, সেটা নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বললাম। আরও এক বার নিজের কাজ করল আর্চার।”স্টোকস মেনে নিয়েছেন ভারতের প্রথম ইনিংসে পন্থের রান আউট ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, “খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় পন্থকে আমরা আউট করতে পেরেছি। ও একটু দ্বিধায় ছিল। সেটা দেখেই উইকেটে বল ছুড়েছিলাম। হাত থেকে বল বেরিয়ে যাওয়ার পরই বুঝতে পারি, উইকেট ভাঙবে। ওটাই খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিল।”রবিবার এবং সোমবার মিলিয়ে টানা ১৪ ওভার বল করেছেন স্টোকস। যেন নিজের কাঁধেই যাবতীয় দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন। তা নিয়ে স্টোকস বলেছেন, “ম্যাচে আমাদের সুযোগ ছিল। তাই নিজের সবটা দিতে চেয়েছিলাম। হাল ছাড়তে চাইনি। রবিবার অনেক ধকল গিয়েছে। তাও চেষ্টা করেছি শেষ পর্যন্ত। কোনও কিছুই আমাকে থামাতে পারত না। আমি অলরাউন্ডার। দলকে সাহায্য করার চারটি সুযোগ থাকে। দু’বার ব্যাট হাতে। দু’বার বল হাতে। যতটা সম্ভব সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি।”

‘কাজটা মোটেই ঠিক হয়নি’, চেলসির ফুটবলারকে চড় মেরে আক্ষেপ পিএসজি কোচের

ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে চেলসির কাছে প্যারিস সঁ জরমঁ হেরে যাওয়ার পরেই রেগে গিয়েছিলেন কোচ লুই এনরিকে। চেলসির ফুটবলার জোয়াও পেদ্রোকে চড় মেরেছিলেন তিনি। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সেই সময়। তবে ম্যাচের পর তা নিয়ে আক্ষেপ ঝরে পড়ল পিএসজি কোচের গলায়। স্বীকার করলেন, কাজটা মোটেই ঠিক করেননি।এমনিতে শান্ত কোচ বলেই পরিচিত এনরিকে। বিপক্ষের প্রতি সম্মান দেখান বরাবর। কিন্তু ক্লাব বিশ্বকাপ ফাইনালে তাঁর আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পিএসজি গোলকিপার জিয়ানলুইগি ডোনারুম্মার সঙ্গে বিবাদে জড়ান পেদ্রো। ঝামেলা থামাতে সেখানে চলে আসেন এনরিকে। তবে নিজেই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন এবং পেদ্রোকে চড় মেরে বসেন। এর পর রেফারিদের এগিয়ে আসতে হয় ঝামেলা থামাতে।ম্যাচের পর এনরিকে বলেছেন,

জাতীয় বক্সিং নয়ডাতে সিলেকশন ট্রায়াল ২০শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বক্সিংয়ে রাজ্য দল গঠনের জন্য আগামী ২০ শে জুলাই, রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় এন এস আর সি সির বক্সিং হলে ন অনূর্ধ ১৫ বছর বয়স ভিত্তিক জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডাতে ৬ই আগস্ট থেকে ১৩ ই আগস্ট পর্যন্ত হচ্ছে, জাতীয় স্তরের এই টুর্নামেন্ট কে সামনে রেখে রাজ্য টিম গঠন করার জন্য অনূর্ধ ১৫ ওপেন সিলেকশন ট্রায়াল সংগঠিত হবে ন তার জন্য প্লেয়ারদের কোন টিএ এবং ডিএ দেওয়া হবে না, প্রত্যেক প্লেয়ারদের সাথে বিশেষ করে কম্পিটিশনের ড্রেস. হ্যান্ড গ্লাভস, হেডগার্ড, টিথ গার্ড অবশ্যই আনতে হবে। ত্রিপুরা এমেচার বক্সিং এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

২৭ রানে অল আউট, লজ্জা ওয়েস্ট ইন্ডিজের ! অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১ রানের জন্য রক্ষা পেল লজ্জার বিশ্বরেকর্ড

২৭ রানে শেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বিশ্ব ক্রিকেটে এক সময়ের ত্রাস যারা ছিল, তারাই লজ্জার রেকর্ড গড়ল। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জামাইকা টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যারিবিয়ানরা অল আউট হয়ে গেলেন মাত্র ২৭ রানে।টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এটা দ্বিতীয় সর্বনিম্ন রানের ইনিংস। বিশ্বরেকর্ড রয়েছে নিউ জিল্যান্ডের। ১৯৫৫ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৬ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল নিউ জিল্যান্ড। মাত্র ১ রানের জন্য লজ্জার বিশ্বরেকর্ড গড়া থেকে বাঁচল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টেস্টে এটাই তাদের সর্বনিম্ন রানের ইনিংস।অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক ৯ রান দিয়ে ৬ উইকেট নিয়েছেন। আর এক পেসার স্কট বোল্যান্ড ২ রান দিয়ে ৩ উইট নিয়েছেন। সাবাইনা পার্কে গোলাপি বলের টেস্টে তিন দিনের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ১৭৬ রানে জিতে গিয়েছে।ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাত জন ব্যাটার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়াকে দ্বিতীয় ইনিংসে ১২১ রানে শেষ করে দিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাদের সামনে লক্ষ্য ছিল ২০৪ রানের। কিন্তু রান তাড়া করতে নেমে যে ভাবে ভরাডুবি হল ক্যারিবিয়ান ব্যাটিংয়ের, তা অপ্রত্যাশিত।ম্যাচ এবং সিরিজের সেরা হয়েছেন স্টার্ক। এটা তাঁর শততম টেস্ট। বোল্যান্ড হ্যাটট্রিক করেছেন। প্রথম বোলার হিসেবে দিন-রাতের টেস্টে হ্যাটট্রিক করার নজির গড়লেন তিনি।

টেস্ট খেলার আশা ছাড়েননি রাহানে

বছর দুয়েক আগেও ভারতীয় টেস্ট দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন অজিঙ্ক রাহানে। ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পর বাদ পড়েন জাতীয় দল থেকে। তার পর আর বিবেচনা করা হয়নি ৩৭ বছরের ব্যাটারের কথা। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল পারফরম্যান্সও কাজে আসেনি। সাড়া পাননি জাতীয় নির্বাচকদের কাছ থেকেও। তবু এখনও দেশের হয়ে টেস্ট খেলার স্বপ্ন দেখেন রাহানে। দলে ফেরার আশা এখনই ছাড়তে নারাজ তিনি।

ভারত-ইংল্যান্ড তৃতীয় টেস্ট দেখতে গিয়েছেন রাহানে। দেখেছেন উইম্বলডনের কয়েকটি ম্যাচও। লন্ডনে গিয়েই টেস্ট ম্যাচ খেলার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন রাহানে। টেস্টের সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন রাহানে। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক নাসের হুসেন। এক প্রশ্নের উত্তরে রাহানে বলেছেন, “এখনও আমি টেস্ট খেলতে আগ্রহী। টেস্ট ক্রিকেট আমার ভীষণ প্রিয়। সত্যি বলতে নির্বাচকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনও সাড়া পাইনি।

কমলপুরে দুদিনব্যাপী দিবারাত্রি কাবাডি শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রাজ্য ভিত্তিক পুরুষ ও মহিলা কবাডি খেলার দুই দিনব্যাপি দিবারাত্রি আসরের উদ্বোধন হলো মঙ্গলবার বিকালে গঙ্গানগর ঈদগা ময়দানে।গঙ্গানগর গ্রামের বাসিন্দা প্রয়াত বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জীর নামে এবারের রাজ্য আসর করা হয়। যতটুকু জানা যায় গত আটবছর যাবৎ বন্ধ ছিল কবাডি রাজ্য আসর।এদিন বিকালে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব। উপস্থিত ছিলেন নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার, টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি কেশব ভৌমিক, সমাজসেবী শম্পা দাস, ক্রীড়া আধিকারিক দিবাকর দেবনাথ।

পয়লা জুলাই থেকে ৯০ দিনের

বিশেষ প্রচার অভিযান আইন সেবা কর্তৃপক্ষের

আগরতলা, ১৫ জুলাই : জাতীর জন্য মধ্যস্ততা ৯০ দিনের বিশেষ প্রচার অভিযানের সূচনা হয়েছে। এই অভিযান ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। সুপ্রিম কোর্ট ও জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান এবং মিডিয়েশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন প্রজেক্ট কমিটি (এমসিপিসি)র চেয়ারম্যানের নির্দেশনায় এই প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ।এদিন কর্তৃপক্ষ বলেন, বিশেষ এই প্রচার অভিযান দেশের অন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে ত্রিপুরায়ও গত ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে।

বিশেষ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সচেতনতা বাড়াতে লিফলেট বিলি করছে।

এছাড়া বিভিন্ন আইনি সচেতনতা কর্মসূচীর মাধ্যমে সাধারন নাগরিকদের মিডিয়েশন প্রসঙ্গে জানানো হচ্ছে।বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির একটি স্বীকৃত পদ্ধতি হচ্ছে মধ্যস্থতা। কোনও বিরোধ-এর উভয়পক্ষদের তাদের পছন্দের মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য একই টেবিলে নিয়ে আসে। রাজ্যে প্রত্যেক জেলায় একটি করে মিডিয়েশন সেন্টার এবং ত্রিপুরা হাইকোর্ট সহ মোট ৯টি মিডিয়েশন সেন্টার রয়েছে। মিডিয়েশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন

প্রজেক্ট কমিটি (এমসিপিসি) সহযোগিতায় ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ বিচারক এবং আইনজীবী ছাড়াও আমাদের সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিদের মিডিয়েশন বা মধ্যস্থতার প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী, অবসরপ্রাপ্ত আমলা, সমাজকর্মী, তৃতীয় লিঙ্গ, সম্প্রদায়ের নেতা, শিক্ষক, চিকিৎসা পেশাদার, সাংবাদিক, ব্যবসায়িক সহযোগী, আশা এবং অঙ্গনওয়ারী কর্মী ইত্যাদির অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

জাতীর জন্য মধ্যস্থতা' বিশেষ মধ্যস্থতা অভিযানে যে সব মামলা নিষ্পত্তির জন্য মাধ্যস্ততাকারীদের কাছে পাঠানো হচ্ছে। সেগুলো হল, দাম্পত্য সংক্রান্ত বিরোধ, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ দাবী, গার্হস্থ্য হিংসতা সংক্রান্ত মামলা, চেক ডিজঅনার/বাউন্স, বাণিজ্যিক বিরোধ, চাকরি সংক্রান্ত বিষয়, অপরাধমূলক আপোষযোগ্য মামলা, ভোক্তা সংক্রান্ত বিরোধ, ঋণ আদায়, সম্পত্তি বিভাজন, উচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলা, ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা এবং অন্যান্য উপযুক্ত দেওয়ানি মামলা।

তাছাড়া, বিশেষ অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হল যে মধ্যস্ততাকারী ৪০ দিনের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারাই কেবল মধ্যস্ততা করবেন, সপ্তাহের সাতদিনের মধ্যে মামলায় পক্ষ-বিপক্ষের সুবিধা অনুযায়ী তারিখ দেওয়া হবে। কোনও পক্ষ অনলাইনে হাজির হতে চাইলে তারও সুবিধা থাকবে। মধ্যস্ততা অফলাইন বা অনলাইন বা হাইব্রিড পদ্ধতিতে হতে পারে। বিশেষ অভিযানে রাজ্যের বিভিন্ন আদালতগুলি থেকে গত ৯ জুলাই পর্যন্ত পশ্চিম ত্রিপুরায় ৯৪ টি মামলা, উনকোটি জেলায় ৬৮ মামলা, উত্তর ত্রিপুরায় ১৮ টি মামলা, গোমতী জেলায় ১৯৩ মামলা, খোয়াই জেলায় ৬৮ টি মামলা, সিপাহিজলা জেলায় ৯৮ টি মামলা, ধলাই জেলায় ১০৪ টি মামলা এবং দক্ষিন ত্রিপুরায় ৩৫৩ টি মামলা মিডিয়েশন কেন্দ্রগুলিতে পাঠানো হয়েছে।

কলেজটিলা বিদ্যাসাগর ব্রিজ সংলগ্ন অস্থায়ী বাজার পরিদর্শনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই: কলেজটিলা বিদ্যাসাগর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় গড়ে ওঠা অস্থায়ী বাজারটিকে স্থানান্তর করা হবে। আজ অস্থায়ী বাজার এলাকা ঘুরে দেখলেন মেয়র দীপক মজুমদার। আগরতলা পুরনিগম এলাকার বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পাশে অস্থায়ীভাবে দোকানপাট গড়ে উঠতে শুরু করেছে। কলেজটিলা বিদ্যাসাগর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই এধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার জনগণ পুর নিগমের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করেছেন যে রাস্তার পাশে দোকানপাট গড়ে ওঠার ফলে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে এবং ট্রাফিক জ্যাম নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে উঠেছে।

আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার বিদ্যাসাগর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে সমস্যা খতিয়ে দেখে তিনি এই অস্থায়ী দোকানপাট গুলি রাস্তার পাশ থেকে সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি অবশ্য বলেছেন এসব দোকানদারদের একটি নির্ধারিত স্থানে পরিকাঠামো গড়ে তোলে তাদেরকে ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া হবে। জনস্বার্থে রাস্তার পাশ থেকে দোকানপাট সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মেয়র। এ ব্যাপারে তিনি সকলের সহযোগিতা আহ্বান করেছেন।

ডুম্বুরনগর আরডি ব্লকের বিভিন্ন এডিসি ভিলেজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সাত দফা দাবীতে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই: ডুম্বুরনগর আরডি ব্লকের বিভিন্ন এডিসি ভিলেজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক মোট সাত দফা দাবী আদায়ের লক্ষে মঙ্গলবার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করলো রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস কমিটি।

মঙ্গলবার রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস দলের পাঁচ জনের এক প্রতিনিধি দল ডুম্বুরনগর আর ডি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রহল্লাদ নোয়াতিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষাৎ করেন এবং সাত দফা বিশিষ্ট একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। ডুম্বুরনগর ব্লকের বিভিন্ন এডিসি ভিলেজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সাতটি দাবীর সমর্থনে প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা তুলে ধরেন প্রতিনিধিরা। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুলি হল অবিলম্বে বেনিফিসিয়ারিদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে প্রধানমন্ত্রী আবাস য়োজনার ঘর বন্টনের কাজ শুরু করতে হবে, লক্ষীপুর এডিসি ভিলেজের ত্রিশকার্ড গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় চলাচলের অযোগ্য গ্রামীণ রাস্তাগুলিকে অবিলম্বে সিসি রোডে পরিণত করতে হবে, এবং সরমা এডিসি ভিলেজ অফিসের সামনের পরিত্যাক্ত মহকুমার একমাত্র শিশু উদ্যানটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে শিশুদের ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হবে ইত্যাদি। উল্লেখিত দাবিগুলি নিয়ে বেশ কিছুক্ষন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং ডেপুটেশন প্রদানকারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা হয় এবং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রহল্লাদ নোয়াতিয়া সবগুলি দাবীই যুক্তিযুক্ত বলে অভিমত ব্যাক্ত করেন।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি রঞ্জিত ত্রিপুরা, ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকার, হরিজয় ত্রিপুরা, মানিক সাহা এবং যতীন্দ্র ত্রিপুরা।

জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের সাফল্য আয়ুষ্মান কার্ড ফিরিয়ে দিল জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের চিকিৎসা পরিষেবায় আরোগ্য লাভ করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছেন উদয়পুরের এক বাসিন্দা। উদয়পুরে ছোট্ট একটা চায়ের দোকানের রুজির মাধ্যমে স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানকে নিয়ে তাঁর সংসার। হঠাৎ একদিন তিনি অসুস্থ হয়ে যান। শরীর আর সাড়া দিচ্ছিল না, পা দুটি একরকম অসাড় হয়ে যায়। এই অবস্থায় তিনি বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। সেখানে থেকে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসা শুরু করেন। নিউরোলজি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ আবির লাল নাথের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। রোগীর প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টে প্রফেসর ডাঃ আবির লাল নাথ নিশ্চিত যে তিনি গুলিয়ান ব্যারে সিন্ড্রোম (জিবিএস) রোগে আক্রান্ত। এই রোগ, রোগী ধীরে ধীরে চলার শক্তি হারিয়ে ফেলে, এমনকি প্রাণ সংশয়েরও সম্ভাবনা থাকে। ডাঃ নাথ দ্রুত রোগীর চিকিৎসা শুরু করেন। প্রথমে তিনি প্ল্যান করেন নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটি (এনসিভি) করাবেন, তারপরে ইন্ট্রাভেনাস ইমিউনোগ্লোবুলিন (আইভিআইজি) দেবেন। কিন্তু তখন রোগীর সামনে আসে এক নির্মম বাস্তবতা, কারণ রোগীর আয়ুষ্মান কার্ড না থাকায় চিকিৎসা খরচ বহন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ডাঃ নাথকে তখন রোগী চোখে জল নিয়ে জানান যে তিনি দুঃস্থ। তিনি আদৌ বাঁচতে পারবেন কি না, এ নিয়ে তার সংশয় ছিল। ডাঃ নাথ আশ্বাস দেন যে, তার জন্য তিনি শেষ চেষ্টা করবেন। রোগীর কথায়, এই সময় অভাবনীয়ভাবে তার পাশে এসে দাঁড়ান রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। তিনি নিজের উদ্যোগে তাঁর আয়ুষ্মান কার্ড তৈরির ব্যবস্থা করে দেন। এদিকে আর এক মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী। তিনি নিজে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন চার লক্ষ টাকার মোট ২০টি আইভিআইজি ইনজেকশনের। এখন তিনি নিজ পায়ে হাঁটেন ও নিজে দাঁড়াতে পারেন। কয়েকদিন আগে ফোন করে তিনি ডাঃ আবির লাল নাথকে তার দোকানে আসতে আমন্ত্রণ জানান। গত রবিবার দক্ষিণ ত্রিপুরায় টানা রোগী দেখে রাত দশটায় ক্লান্ত শরীরে আগরতলায় ফেরার পথে কথা রাখতে বৃষ্টির মধ্যে ছাতা হাতে তিনি পৌঁছে যান রোগীর ছোট্ট বাড়িতে। তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা কৃতজ্ঞতা মাখানো হাসি যেন আজীবনের সম্পদ হয়ে রইল তাঁর কাছে।

ডাঃ নাথের মনে হল আয়ুষ্মান কার্ড শুধুমাত্র একটি কার্ড নয়। এটা অনেক পরিবারে নতুন করে বেঁচে থাকার অধিকার, একটা শিশুর বাবাকে ফিরে পাওয়া। জীবন এক যুদ্ধ, আর প্রত্যেক রোগীর সুস্থ হয়ে ওঠা যেন তাঁর কাছে একেকটা বিজয়। ডাঃ নাথের কথায় 'এ বিজয়ের পিছনে আছে ভালোবাসা, সহানুভূতি, আর শত শত মানুষের একসাথে দাঁড়িয়ে থাকা'।

অস্তিত্বহীন রাস্তার কারণে এলাকার মানুষের সমস্যা চরমে, সংস্কারের নামে মিথ্যা আশ্বাস

আগরতলা, ১৫ জুলাই : গোলাঘাটি বিধানসভার পশ্চিম কাঞ্চনমালা নকুল চৌমুহনি থেকে খামারপাড়া হয়ে আগরতলা এবং মুসলিম পাড়া হয়ে আগরতলা যাওয়ার এই রাস্তাটি বহু বছর ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। বারবার শুধু সংস্কারের নামে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে স্থানীয় এলাকাবাসীদের। বিগত বাম আমলেও একইভাবে সংস্কারের নামে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। আজ পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। গোটা রাস্তাটির কোথাও বড় বড় গর্তে পরিণত হয়ে তাতে জল জমাট বেঁধে আছে আবার কোথাও কোথাও ধান জমির মত কাদা হয়ে আছে। এই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলা দূরের কথা মানুষ হেটে পর্যন্ত যাওয়ার উপযোগী হারিয়ে ফেলেছে।

এই রাস্তাটি নিয়ে একাধিকবার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু সংস্কার করার কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট দপ্তর সহ সরকার। ইতিমধ্যেই স্থানীয় এলাকাবাসীরা উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করেছে রাস্তার সংস্কারের দাবিতে যেকোনো একদিন সড়ক অবরোধে বসবে। বিশেষ করে এই রাস্তা দিয়ে জরুরী কালীন কোন রোগী বহনকারী গাড়ি যাতায়াত করতে পারছে না। রাস্তা দিয়ে কেউ যদি বাইক নিয়ে যায় তাহলে দূর্ঘটনার কবলে পড়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। রাস্তাটি বহু বছর ধরে একই অবস্থায় বেহাল হয়ে পড়ে থাকার জন্য স্থানীয় ভুক্তভোগী এলাকাবাসীরা ক্ষোভে ফুসছে।

মঙ্গলবার এলাকার ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষরা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাস্তার বেহাল অবস্থার কাহিনী তুলে ধরেন এবং তারা সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন খুব শীঘ্রই যেন সরকার রাস্তাটি সংস্কার করার ব্যবস্থা করে।

বিহার: বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করে ৮৩.৬৬ শতাংশ নির্বাচকের ইএফ ফর্ম সংগ্রহ করেছেন

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই: বিহার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইনিউমারেশন ফর্ম (ক্ষ্চ) জমা দেওয়ার সময়সীমা আরও ১০ দিন বাকি রয়েছে। এই উপলক্ষে বিএলওরা বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করে এখন পর্যন্ত মোট ৭,৮৯,৬৯,৮৪৪ জন নির্বাচকের মধ্যে ৬,৬০,৬৭, ২০৮ জন অর্থাৎ ৮৩.৬৬ শতাংশ নির্বাচকের ইএফ ফর্ম সংগ্রহ করেছেন। দেখা গেছে সংগৃহীত ইএফ অনুযায়ী ১.৫৯ শতাংশ নির্বাচকের মৃত্যু হয়েছে, ২.২ শতাংশ নির্বাচক স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে গেছেন এবং ০.৭৩ শতাংশ নির্বাচক একাধিক জায়গায় তালিকাভুক্ত রয়েছেন। অর্থাৎ ৮৮.১৮ শতাংশ নির্বাচক ইতিমধ্যে ইএফ জমা দিয়েছেন, অথবা তাদের মৃত্যু হয়েছে বা কোন এক জায়গায় তাদের নাম তালিকাভুক্ত রেখেছেন বা তাদের পুরনো বাসস্থান থেকে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়েছেন। মাত্র ১১.৮২ শতাংশ নির্বাচকের ইএফ জমা হওয়া বাকি রয়েছে।সমস্ত যোগ্য নির্বাচকদের দ্বারা ইএফ জমা নিশ্চিত করতে ভারতের নির্বাচন কমিশন যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় ১ লক্ষ বিএলও কিছুদিনের মধ্যেই তৃতীয় পর্যায়ে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা শুরু করবেন। তাদের সাহায্য করার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমে ১৫ লক্ষ বিএলএ নিয়োগ করা হয়েছে যারা জনপ্রতি দিনে ৫০টি করে ইএফ জমা দিতে পারবেন। তাছাড়া শহর এলাকার নির্বাচকদের সুবিধার্থে বিহারের ২৬১টি শহরে স্বশাসিত সংস্থার ৫,৬৮-৩টি ওয়ার্ডে ইএফ জমা করার বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। যারা কোন কারণে অস্থায়ীভাবে রাজ্যের বাইরে রয়েছেন তারাও যেন ইএফ জমা করে আগামী ১ আগস্ট, ২০২৫ যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে তাতে তাদের নাম তুলতে পারেন সেজন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে কিংবা তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে এ বিষয়ে তাদের সচেতন করার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারা সহজেই ইসিআইনেট অ্যাপ বা কমিশনের ওয়েবসাইটে গিয়ে ফর্ম জমা করতে পারবেন। তাছাড়া তারা বিএলও''র কাছেও তাদের ফর্ম জমা দিতে পারবেন। ডিজিট্যাল পদ্ধতির উপর জোর দিয়ে নির্বাচন কমিশন যে ইসিআইনেট অ্যাপটি চালু করেছে এতে কমিশনের আগে চালু করা ৪০টি অ্যাপ্লিকেশনের সুবিধাও পাওয়া যাচ্ছে। বিহারের নির্বাচকরা তাদের পুরনো তালিকার তথ্যও দেখতে পারবেন। ইসিআইনেট ইনিউমারেশন ফর্ম সংক্রান্ত তথ্য আপডেট করে ক্ষেত্রীয় পর্যায়ের কর্মীদের কাজ সহজ করে দিচ্ছে। তেমনি নির্বাচকদের বিভিন্ন তথ্য যাচাই করার ক্ষেত্রেও এইআরও, ইআরও এবং ডিইও-দের কাজে গতি এনেছে।

টিএসআর নবম বাহিনী টিএসআর ক্যাম্পের হেডকোয়াটারে সাতদিনব্যাপী প্রশিক্ষন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই: টিএসআর নবম বাহিনী টিএসআর ক্যাম্পের হেডকোয়াটারে সাতদিনব্যাপী এক প্রশিক্ষন কর্মশালার শুভ সূচনা করা হয়।

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ মোকাবিলায় সকলের প্রথমে বিশেষ ভূমিকা পালন করে সিভিল ডিফেন্স ও আপদা মিত্রের সদস্যরা। এদেরকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষন প্রদান করে সঠিকভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব হাতে নিলো টিএসআর নবম বাহিনীর জওয়ানরা। বিগতদিনেও নবম বাহিনীর টি এস আর এর উদ্দ্যোগে অনেক সিভিল ডিফেন্সের সদস্যদের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

এরই মধ্যে মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে টি এস আর নবম বাহিনীর হেডকোয়াটারে ৫০ জনের নতুন এক ব্যাচের সিভিল ডিফেন্সের সদস্যদের ৭ দিনব্যাপী প্রশিক্ষন কর্মশালার শুভসূচনা করাহয়। ডিষ্ট্রিক ডিজেষ্টার ম্যানেজম্যান্ট অথরিটি ও নবম বাহিনী টি এস আর এর যৌথ উদ্দ্যোগে এই প্রশিক্ষন কর্মশালার আয়োজন করাহয়। আজকের এই কর্মশালার প্রদীপ প্রজ্বলনেরমধ্যদিয়ে শুভসূচনাকরেন টি এস আর এর আই জি কেরি মারাক।উদ্ভোধকের পাশাপাশি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিতছিলেন দক্ষিন জেলার জেলার জেলাশাসক মহম্মদ সাজদ পি আই এ এস, নবম বাহিনী টি এস আর এর কমানডেন্ট অলক ভট্টাচার্য্য, ১৪ নং ব্যাটেলিয়াম টি এস আর এর কমানডেন্ট শিশির দাস, ডক্টর শরত দাস এস টি ও ডিষ্ট্রিক ম্যানেজমেন্ট ত্রিপুরা, এই কর্মশালার প্রধান প্রশিক্ষক পিন্টু দাস সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতেগিয়ে বক্তারা জানান কেন এই প্রশিক্ষন প্রদানকরাহচ্ছে। এই প্রশিক্ষন পেয়ে সিভিল ডিফেন্সের দায়িত্বে থাকা যুবক যুবতিদের প্রধান কি কি কাজ করনীয় তানিয়ে বিস্তারিত আলোচনাকরাহয়। আজকের প্রশিক্ষন কর্মশালার প্রাকমুহুর্তে নবম বাহিনী টি এস আর জোওয়ানদের শারিরিক চর্চারজন্য নবনির্মিত জীম সেন্টারের শুভ উদ্ভোধন করেন টি এস আর এর আই জি কেরি মারাক। আজকের এই প্রশিক্ষন কর্মশালা সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান শরৎ দাস এস টি ও ডিষ্ট্রিক ম্যানেজম্যান্ট ত্রিপুরা। এই কর্মশালায় বিলোনিয়া মহকুমাথেকে ২০ জন শান্তির বাজার মহকুমা থেকে ১৫ জন ও সাব্রুম মহকুমা থেকে ১৫ জন যুবক যুবতি অংশগ্রহন করে। আগামী সাতদিনব্যাপী এদের প্রশিক্ষন চলবে।

বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিভ্রাটের হাত থেকে রক্ষা পেল ধর্মনগরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ জুলাই: বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিভ্রাটের হাত থেকে রক্ষা পেল ধর্মনগর শহরের অধিকাংশ জনগণ। ঘটনাটি ঘটে আজ ১৫ জুলাই সকাল দশটা নাগাদ ধর্মনগর বাস্কেটবল ময়দান সংলগ্ন এলাকায়।

বিদ্যুৎ নিগমের ধর্মনগর সাব ডিভিশন ১ এর সিনিয়র ম্যানেজারের কাছ থেকে জানা যায়, উনারা সাধারণ জনগণ মারফত খবর পান, এএস-০১-জিসি - ০০৬৭ নম্বরের গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই গাড়ি বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনের সামনে দিয়ে হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিল। সে সময় রাস্তার এপার থেকে ওপারে বয়ে যাওয়া তারের মধ্যে সিলিন্ডার বোঝাই গাড়ির উপরে অংশ লেগে যায় এবং সেটা হয়তো চালক না দেখার ফলে সেই তার নিয়ে সামনের দিকে ছুটে যায়। ফলে এমনভাবে টান লাগে পাশেই থাকা বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার সংলগ্ন দুটি ইলেকট্রিক পোস্ট সেই তারের টানে প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেক বৈদ্যুতিক তার ও বিএসএনএল এর কেবল তার ছিড়ে পড়ে।

পরবর্তীতে সাধারণ জনগণ গাড়িটিকে আটক করে। সেই খবর পাওয়ার সাথে সাথে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা সহ কর্মীরা ছুটে আসে ঘটনাস্থলে এবং তৎপরতার সাথে কাজ শুরু করে দেয় জনগণের যাতে অসুবিধা না হয় সে কথা জানান সিনিয়র ম্যানেজার। দুটি পোস্ট যদি ট্রান্সফরমারের যন্ত্রাংশ নিয়ে পড়তো ধর্মনগর শহর এলাকার জনগণ প্রচন্ড গরমে আরো কষ্ট পেতে হতো। এদিন বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ধর্মনগরের সাধারণ নাগরিক।

তামাক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র: পাবলিক হেলথ ডেন্টিস্ট্রি বিভাগ, এজিডিসি ও আইজিএম হাসপাতালের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই: ২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও আইজিএম হাসপাতালের পাবলিক হেলথ ডেন্টিস্ট্রি বিভাগের অধীনস্থ তামাক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (ঁঙ্খঙ্খ) সফলভাবে মানুষকে তামাক আসক্তি থেকে মুক্ত করতে একটি গঠনমূলক, সহানুভূতিশীল ও প্রমাণভিত্তিক পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন বিভাগ থেকে রেফার করা রোগীদের তামাক ব্যবহারের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে একটি সমন্বিত মূল্যায়ন করা হয়। কেন্দ্রটি তামাক নির্ভরতার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দিকগুলোর উপর জোর দিয়ে কাজ করে। ব্যক্তিগতভাবে উপযোগী আচরণগত পরামর্শের মাধ্যমে রোগীদের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা হয়, যাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যারা উচ্চমাত্রার নির্ভরতায় ভুগছেন, তাদের জন্য কেন্দ্র থেকে নিখরচায় ওষুধ যেমন নিকোটিন গাম ইত্যাদি প্রদান করা হয়, যাতে তারা উইথড্রয়াল উপসর্গ সামলাতে পারেন।

এ পর্যন্ত ৮০০ জনেরও বেশি রোগী এই কেন্দ্র থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং নেশামুক্তির হার ক্রমশই বাড়ছে, যা রাজ্যের তামাকজনিত রোগের বোঝা কমাতে কার্যকর অবদান রাখছে। এই কেন্দ্রের একটি বিশেষ দিক হলো এর ধারাবাহিক ফলো-আপ ব্যবস্থা, যা রোগীদের অনুপ্রেরণা জোগায় এবং পরীক্ষিত পরামর্শ কৌশলের মাধ্যমে রিল্যান্স প্রতিরোধে সাহায্য করে। রোগীদের শুধু তামাক ছাড়তেই শেখানো হয় না, বরং কীভাবে তা ধরে রাখতে হয় এবং নেশার হাতছানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয়, তাও শেখানো হয়।

সম্প্রতি কেন্দ্রটিতে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেগুলো হল তামাক ব্যবহারকারীদের জন্য নিখরচায় স্কেলিং সহ প্রতিরোধমূলক ডেন্টাল কেয়ার প্রদান করা হয় যাতে তারা চাক্ষুষভাবে বুঝতে পারেন ত্যাগের উপকারিতা। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি পোস্টার প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়, যেখানে তামাক শিল্পের প্রতারণামূলক কৌশল এবং তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি তুলে ধরা হয়। নার্সিং শিক্ষার্থীদের জন্য আচরণগত পরামর্শদানের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালিত হয়, যাতে ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যকর্মীরা তামাক ছাড়াতে সহায়তা করতে পারেন। এজিডিসি-র তামাক নিরোধ কেন্দ্র একটি আশার আলো হিসেবে কাজ করে চলেছে একজন রোগী থেকে শুরু করে গোটা ত্রিপুরাকে একটি সুস্থ, তামাকমুক্ত সমাজে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে।

৮৫ বছর বয়সী রোগীর জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করলো গোমতী জেলা হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫ জুলাই: গোমতী জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা ৮৫ বছর বয়সী একজন রোগীর জটিল হার্নিয়া মেরামত সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। টিপিএ ব্লক এনেস্থিসিয়া ব্যবহার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে এই প্রথম কোন অপারেশন করা হয়। তাও আবার ৮৫ বছর বয়সী প্রবীণ নাগরিকের উপর।

ত্রিপুরার কোনো জেলা হাসপাতালে আলট্রাসনোগ্রাফির অধীনে ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস প্লেন (যাকে টি পি এ) ব্লক অ্যানশেথেসিয়া ব্যবহার করে এই ধরনের পদ্ধতির এটিই প্রথম নথিভুক্ত ঘটনা, যা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ বয়স্ক রোগীদের ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গোমতী জেলা হাসপাতালের সিনিয়র সার্জন ডাঃ বিশ্বজিৎ পাল জানান, বেশ কিছুদিন আগে পালাটানা এলাকার বাসিন্দা পঁচাশি বছর বয়সী বিজয় চন্দ্র দাস আমাদের কাছে আসেন। আমরা দেখি উনার দুই জায়গায় হার্নিয়া হয়েছে। পাকস্থলী এবং প্যান্টালুন ইনগুইনাল হার্নিয়া। যার কারণে ব্যাথার তীব্রতাও অনেকটা বেশী ছিল। পাশাপাশি এই প্রবীণ রোগী অন্যান্য গুরুতর একাধিক রোগেও আক্রান্ত। উনার দুটি কিডনিই খারাপ। হৃদরোগে আক্রান্ত। যেখানে হার্ট রেট প্রতি মিনিটে মাত্র ৪৪।

দীর্ঘস্থায়ী রেনাল ডিসফাংশন, অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ, এবং গুরুতর ব্র্যাডিকার্ডিয়া যেখানে হৃদস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৪৪ বিট, - এই অবস্থাগুলি আরও জটিল করে তুলেছিল। প্রচলিত অস্ত্রোপচার পদ্ধতি, বিশেষ করে স্পাইনাল অ্যানেশথেসিয়া জড়িত পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করলে অপারেশনের সময় বা পরে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মাত্রা অনেক বেশী ছিল। অথচ পিতার সমান এই প্রবীণের অসহ্য জন্ত্রনা বেড়েই জাচ্ছিল। আমরা একটা টিম গঠন করি। সিনিয়র সার্জন ডাঃ বিশ্বজিৎ পাল, অ্যানেশেসিওলজিস্ট ডাঃ মৌটুসী চৌধুরী এবং রেডিওলজিস্ট ডাঃ প্রিয়াঙ্কা দেববর্মার নেতৃত্বে একটি বহু-বিভাগীয় দল গঠিত হয়। বিশেষজ্ঞদের সাথে ব্যাপক পরামর্শের পর, দলটি উদ্ভাবনী ব্লক কৌশল ব্যবহার করে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেয়। এই পদ্ধতিতে রিয়েল-টাইম আল্ট্রাসাউন্ড নির্দেশনার অধীনে নির্দিষ্ট ইলিওইনগুইনাল এবং ইলিওহাইপোগ্যাস্ট্রিক স্নায়ু অঞ্চলগুলিকে লক্ষ্য করা হয়, যা পদ্ধতিগত অ্যানেশেসিয়ার প্রভাব হ্রাস করে এবং কার্ডিয়াক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে স্থানীয় ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করে।

ডাঃ বিশ্বজিৎ পাল এই চ্যালেঞ্জের উপর জোর দিয়ে বলেন, 'রোগীর বয়স এবং গুরুতর ব্র্যাডিকার্ডিয়া একটি অসাধারণ চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল। যদিও হার্নিয়া মেরামত সাধারণত সহজ, তার ব্যাপক কোমরবিডিটি এটিকে একটি জটিল, জীবন-হুমকির পরিস্থিতিতে পরিণত করেছিল। আমাদের অগ্রাধিকার ছিল রোগীর অসহনীয় ব্যথা থেকে মুক্তি দেওয়া এবং একই সাথে ঝুঁকি কমানো।'

ডাঃ মৌটুসী চৌধুরী যোগ করেছেন, 'স্পাইনাল অ্যানেশেসিয়া দিয়ে হার্নিওপ্লাস্টি করা সম্ভব ছিল না। টি পি এ ব্লক আমাদের সম্পূর্ণ অ্যানালজেসিয়া অর্জন করতে এবং একটি স্থিতিশীল হৃদস্পন্দন নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে, যা রাজ্যে এই জেলা স্তরের স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রথম।'

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas